Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/5/50

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী

2/174

কারুণ্যামৃত ধারা

PRESENTED

LIBRARY
No. 91258
Shri ... Ashram
BANARAS

চতুর্থ খণ্ড

গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/y/50

PRESENTED

LIBRARY
No. 9.12.98
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী

কারুণ্যামৃত ধারা

দ্বিতীয় লহরী

চতুর্থ খণ্ড

৩/২৫৪

গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী
সেবাইত, শ্রীঅঙ্গন
প্রণীত

আগরতলা কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক
ভাবুক রসিক ভক্ত
শ্রীযুত কুঞ্জলাল দত্ত এম. এ
বেদান্ত-শাস্ত্রী মহোদয় লিখিত
পুরোবাক্য সম্বলিত

মহেশ লাইব্রেরী।
পুস্তক-বিক্রেতা।
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ

মাধুকরী আড়াই টাকা মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী
৯নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

মুদ্রাকর—
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস
শ্রীপতি প্রেস
১৪, ডি, এল্, রায় ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS

"নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী !"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
LIBRARY
No. 9/288
Shri Shri Anandamayee Ashram
Benares

তরঙ্গিণী প্রবাহে—

কুঞ্জদাদার দৈন্যোচ্ছ্বাস

বয়মন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃ শ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥

মহাভাবাম্বুধি শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের মহাউদ্ধারণলীলা মহা অমৃতের সিন্ধু। ভাগ্যবান ভক্তগণ ঐ তরঙ্গে ডুবিয়া কত আনন্দ ভোগ করিতেছেন। আহা! পাষাণ গলান লীলা। হায় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন আমার এ হৃদয় বন্ধুলীলা তরঙ্গিণী পাঠ করিয়াও দ্রবীভূত হইল না। হে দয়াল পতিতপাবন ভক্তগণ! আপনারা একবার এ কাঙ্গালের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। হে দয়াল শ্রোতৃবৃন্দ—আপনাদের শ্রবণেচ্ছা আগ্রহে এই শ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী প্রকাশ হইলেন। আপনারা এ অধমের প্রতি করুণা প্রকাশ করুন।

"কৃষ্ণলীলামৃত সার তার শত শত ধার,
দশ দিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয় সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাও তাহাতে॥"

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা সুধা-সমুদ্র। শ্রীশ্রীবন্ধুর অন্তরঙ্গ প্রিয়গণ শ্রীলীলা তরঙ্গ দর্শনে মগ্ন আছেন। জয় জগবন্ধু!

কাঙ্গাল—কুঞ্জদাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

"নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।"

—শ্রীরূপ

"অহোরাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাবিও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ আবাহন করিও
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অর্চ্চিও, ডাকিও, কাঁদিও, গাইও, জপিও
সেবিও, বাসিও, আপন করিও।"—শ্রীবন্ধু

শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দর স্বরচিত শ্রীশ্রীত্রিকাল গ্রন্থে সূত্রাকারে লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণনাম সুখবর্দ্ধন।" নাম সাধনে জীবের অন্তরে শাশ্বত সুখের পরিবর্দ্ধন হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, নামে নামীর অন্তরেও সুখাতিশয় ক্রমে বর্দ্ধমানতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। তাই তো, "গোরার নিজ মুখে নিজ নাম" অত মাধুর্য্য-পুটিত। তাই তো, বামাতুলালিয়া শ্রীবন্ধুহরি লেখনী করে ধরিয়া কাগজ ভরিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" লিখিতে লিখিতে স্বীয় নাম রসাবেশে পরমাবিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লিখিতে লিখিতে শ্রীহস্তের কাছে যত কাগজ ছিল সব শেষ হইয়া গিয়াছে। কাগজের পাতা শেষ, কিন্তু ঐ অমৃত আস্বাদনে সে লেখনীর লোলুপতা তো শেষ হয় নাই! তাই অন্তর্দ্দশা হইতে অর্দ্ধবাহ্য দশায় জাগিয়া উঠিলেন। কাগজখানির কোণে যে স্থানটুকু ছিল তাহাতে প্রিয় ভক্তের নাম ঠিকানা লিখিয়া "এক পয়সার ছিরামপুরে কাগজ" (শ্রীরামপুরী কাগজ) ভিক্ষা চাহিলেন।

সেই কাগজখানি আজ অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল নবদ্বীপ দাদা বুকে করিয়া রাখিয়াছেন। আজ কৃপা করিয়া আমাদের হাতে দিয়াছেন। তাঁহার অবিকল প্রতিলিপি তরঙ্গিণীর পুরোভাগে রহিল। ভক্তগণ উহার মধ্যদিয়া নিজ-নামরসাস্বাদনকারী হংসপুচ্ছ-লেখণী-ধারী এক পয়সার ভিখারী বন্ধুহরির চিত্ত চমৎকারী দর্শনটি লাভ করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলাতরঙ্গিণীর চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইলেন। কারুণামৃত নামক দ্বিতীয় লহরীই চলিতেছেন। লীলাকথা স্বপ্রকাশ-বস্তু। কৃপা করিয়া নিজেই ব্যক্ত হন। ইহাতে কাহারও কোন কৃতিত্ব নাই। প্রকাশের পথে যে ভৃত্যকে অঙ্গীকার করিয়া সেবা গ্রহণ করেন তিনিই কৃতার্থ হইয়া যান।

যাহা কিছু আছে গ্রন্থে সকলই কৃপার দান, একথা পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি। আবারও বিশেষ করিয়া বলিতেছি। কারণ, এই খণ্ডে দানের বস্তু ছাড়া, চুরি-করা, ঋণ-করা সম্পত্তিও প্রচুর আছে। মনে আশা, স্বীকৃতি ফলে অপরাধ কিঞ্চিল্লঘু হইবে।

পরম পূজ্যপাদ রামদাস দাদাজীবনের কাহিনী ও মর্ম্মবাণী তাঁহার নিজের দান। পূজাস্পদ সুরেশ দাদা ও নবদ্বীপ দাদা তাঁহাদের স্বহস্ত লিখিত "কড়চা" তুল্য খাতাও কৃপা করিয়াই দান করিয়াছেন। চম্পটীঠাকুরের বহরমপুর প্রচারণ কাহিনী প্রীতিভাজন হরিহর দাদার দান। পুরী ধামের পূজনীয় নিতাই দাদার সম্পদ বেমালুম অপহৃত। দাদাজী যখন সমুদ্র-তটে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাজ বাড়ীতে আদরে শ্রীমান মহানামব্রতের নিকট তাঁহার পুঁজিপাটা রক্ষিত লিখিত নোটগুলি পাঠ করাইয়া শুনিয়াছেন তখন হয়তো তিনি ভাবেন নাই যে, ব্যক্তি-বিশেষের মস্তিষ্কে পরস্বাপহরণ করার মত থলি থাকে। তবে এ চোর একেবারে লৌকিক নহে। ভৎ'সিত হইলেও গৃহ-স্বামীর চরণে অন্তরে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না।

পরমার্চ্চনীয় শ্রীপাদ মহেন্দ্র দাদার "জগদ্গুরু মহামহাপ্রভু জগদ্বন্ধু" গ্রন্থখানি লীলা কাহিনীর প্রাচুর্য্যে ও বর্ণনার মাধুর্য্যে সমৃদ্ধ। গ্রন্থখানি বহুদিন যাবৎ ছাপা নাই। পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী ঐ বিরাট গ্রন্থ এই কাগজের দুর্ভিক্ষ দিনে আর কবে যে মুদ্রণালয় যাইবে, কল্পনাও করিতে পারি না। ভক্তগণ এই গ্রন্থের দান হইতে বঞ্চিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না হন এইজন্য গ্রন্থের সকল সম্ভারই ক্রমে এই গ্রন্থ মধ্যে সংপুটিত হইতেছে। যে সকল স্থানে মহেনদার ভাব ও ভাষা অননুকরণীয়, তাহা হুবহু তুলিয়া লইয়া গ্রন্থে ঋণের বোঝা বাড়াইয়াছি। পূজনীয় কুঞ্জদাদার একটি গ্রন্থ হইতেও বহু ঋণ লইয়াছি। সে গ্রন্থখানিও ছাপা নাই।

তরঙ্গিণীর সমগ্র পাণ্ডুলিপিই কুঞ্জদাদার নয়নগোচর করিয়া থাকি। ভ্রম প্রমাদ সংশোধনের আশায় করি। তা সংশোধন করিবেন কি আস্বাদনেই তন্ময় হইয়া যান! তরঙ্গিণীর প্রবাহে হাবুডুবু খাইতে খাইতে যে নিরুপম "দৈন্যোচ্ছ্বাস" করিয়াছেন, তন্মধ্যে আশীষ ও শুভেচ্ছার বাণী পাইয়া শিরে স্থান দিয়াছি।

আগরতলা কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক আমাদের পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুত কুঞ্জলাল দত্ত দাদাজীবন পুরোবাক্য (Foreword) পাঠাইয়াছেন। ডাকে যে সাড়া দিয়াছেন এ হেতু অন্তরে কৃতজ্ঞতা জাগে। জাগিলেও জানাই না। নিজজন, পাছে অভিমান করেন, তাই। পুরোবাক্যে আমাদের যেটুকু পাওনা, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রশংসা গাহিয়াছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের পণ্ডিত মহাশয়দের অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগ বাহুল্য স্বভাব-সুলভ, তাই কিছু মনে করি নাই। আশা করি পাঠকগণ "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ" প্রাচীন বাক্য স্মরণে পাঠ করিবেন। পুরোবাক্যের শেষাংশে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের তত্ত্ববিশ্লেষণ নিরুপম। ভক্তগণ আস্বাদান করিবেন।

শ্রীমান মহানামব্রতের "নাম মাহাত্ম্য" তরঙ্গিণীর মধুপ্রবাহে আবর্ত্ত তুল্য হইয়াছে। ঐ ঘটনা ঠাকুর চম্পটি কৃপা করিয়া এই জীবাধমকে বলিয়াছিলেন। যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রীমান কবিতায় তাহা মূর্ত্ত করিয়াছে। গ্রন্থে আমার কিছুই নাই, তবু আমার গ্রন্থ বলিয়াই চালাই। অহঙ্কার বিমূঢ়ের ধৃষ্টতা অদোষ-দর্শিগণের ক্ষমার্হ। শ্রীগৌরহরির রসের ভাণ্ডারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীল রামানন্দ রায়ের জগন্নাথ বল্লভের একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া নিবেদন শেষ করিতে ইচ্ছা হইতেছে—

ন ভবতু গুণগন্ধোঽপ্যত্র নাম প্রবন্ধে
মধুরিপুপদপদ্মোৎকীর্ত্তনং নস্তথাপি।
সহৃদয়-হৃদয়স্থানন্দ-সন্দোহ হেতুঃ
নিয়তমিদমতোঽস্মং নিষ্ফলো ন প্রয়াসঃ॥

এই প্রবন্ধে গুণের গন্ধ মাত্র নাই। গুণহীন বস্তু কেহ আদর করিবে না তবে এ নিষ্ফল চেষ্টা কেন, একথা কেহ বলিলে, উত্তর আছে। ইহাতে মধুরিপু মুরারি শ্রীহরির পদারবিন্দের গুণকীর্ত্তনরূপ বহমান বায়ু প্রবাহ রহিয়াছে। ঐ একটি কারণই নিত্যকাল সহৃদয় জনের সুন্দর হৃদয়ে আনন্দের সমুদ্র উদ্বেলিত করিয়া রাখিতে সমর্থ। কাজেই পণ্ডশ্রম মনে করি না। অলমিতি—

শ্রীশ্রীঝুলন পূর্ণিমা
১৩৫৮

দীনহীন—
গোপীবন্ধু দাস

শ্রীগ্রন্থের প্রাপ্তিস্থান :—

সেবাইত, শ্রীঅঙ্গন, পোঃ শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর পূর্ব্ববঙ্গ
" শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুধাম, পোঃ ডাহাপাড়া, মুর্শিদাবাদ
ম্যানেজার, বয়েজ লাইব্রেরী, পোঃ জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ
সেবাইত, মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯, মানিকতলা মেন রোড
কলিকাতা—১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীনাম মাহাত্ম্য

সব তেয়াগিয়া বেহাল সাজিয়া
অতুল চম্পটী নামে পাগল।
কলিকাতা পথে গলিতে গলিতে
হরি হরি ধ্বনি মঙ্গল রোল॥

ঊষা জাগরণ গঙ্গাবগাহন
প্রহরেক বেলা টহল করি।
সহর ভরিয়া হরিনাম দিয়া
শ্রীরামবাগানে আসিলা ফিরি॥

ডোম পল্লী মাঝে প্রভুবন্ধু রাজে
হরিসভা গৃহে আপন মনে।
অতুল নিয়ত সেবে সাধ্যমত
আদেশ পালন আত্মসমর্পণে॥

আজিকে অতুল বড় বেয়াকুল
টহল কীর্ত্তনান্তে নমিল যাই।
মধুকণ্ঠে কয় প্রভু রঙ্গময়
"জল প্রয়োজন এক্ষনি চাই॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭।২৪৫

অতুল উত্তরে "ক্ষমা কর মোরে
জল দিতে তোমা, অবস্থা নাই।
অপবিত্র বড় এ দেহ আমার
আদেশিলে পুনঃ স্নানেতে যাই॥"

"কেন রে কি হ'ল" বন্ধু শুধাইল
"খুলিয়া বলনা সঙ্কোচ ত্যজি।"
সে কহে তখনে "ঊষা সংকীর্ত্তনে
চৌরঙ্গীর পথে গেলাম আজি॥

"হগ্‌মার্কেট" দিয়া আসিতে ঘুরিয়া
এক গলির পথে যাবার বেলা।
প্রাণী হত্যা রত কসাই জনকত
গালি দিল বহু মারিল ঠেলা॥

নিষেধ না শুনি করি হরিধ্বনি
ক্রোধাবেশে তারা ধাইয়ে এল।
নাড়ী ভূড়িগুলি অমেধ্য সকলি
আমার গলায় জড়ায়ে দিল॥"

প্রভু বলিলেন, "তুই কি তখন
তাহাদেরে গালি দিছিলি মনে ?"
"না না কভু নহে" অতুলচন্দ্র কহে
"আমি মত্ত ছিনু কীর্ত্তন গানে॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ্ম আঁখি দুটি উঠিলেক ফুটি
সমুদাত্ত কণ্ঠে কহেন প্রভু।
"তা'হলে কেমনে অপবিত্র হ'লি
আমিত বুঝিতে পারি না কভু॥"

"করতাল করে মুখে নাম করে
অন্তরে গোবিন্দ ভাবিছে যে।
পূর্ণ পবিত্রতা মূর্ত্তিমন্তী তথা
তারে অপবিত্র করিবে কে?

স্নানে কার্য্য নাই জল আন খাই
তোর জলে আজি পরম সুখ।"
শ্রীবন্ধুবদনে এ নাম মাহাত্ম্য
শুনি, অতুল কাঁদিছে ভাসিছে বুক॥

—মহানাম ব্রত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No..........
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS.

পুরোবাক্য

আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এক উপন্যাস ছাড়া আর কিছু নাকি লোকে পড়ে না। কিন্তু এরও ব্যতিক্রম দেখা যায়। দেহাভিনিবেশ ভুলিয়া "বন্ধুলীলা তরঙ্গিণী" পড়িয়াছি। পড়িতে দেখিয়াছি। কি মধুর গ্রন্থ! তরঙ্গিণীর দ্বিতীয় ধারা প্রবাহিত হইতেছে। তাহার চতুর্থ খণ্ডের কয়েকটি ফর্ম্মা এ জীবাধমের সম্মুখে উপস্থিত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডও পড়িয়াছি। সরল প্রাঞ্জল ভাষায় কী সরস মধুবর্ষী বর্ণনা! কী চিত্তাকর্ষক! আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না, তাও আবার নীরে সিক্ত হইয়া। কারুণ্যামৃত ধারায় যে কি করুণা, নয়ন ধারায় তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

গ্রন্থের অমৃত-পরিবেশক "ভক্ত—ভক্তিরসপাত্র।" রসের পাত্রেই তো রসের সন্ধান মিলে। ওখানেই তো প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইয়া পান করা যায়। অন্যত্র অন্বেষণ পণ্ডশ্রম। ওদের আছে, তাইতো ওরা দিতে পারেন। ওরাই ভূরিদা। ওরা মোহান্ত। মোহের অন্তে উঁহারা গিয়াছেন। লীলার প্রত্যক্ষানুভবে ওরা অনুভবী। তাইত ওদের বর্ণনা এত প্রাণবন্ত ও মধুর। আমি মোহান্ধ, বিষয়ের কীট, ওদের বর্ণনার ভূমিকা লেখার কি যোগ্যতা আমার আছে? কিছুমাত্রই নাই। কেবল আমার আত্মশোধনের জন্যই উঁহারা আমাকে এহেন কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন, ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা।

এখানে গ্রন্থকারের সম্পর্কে বহুবচন ব্যবহার করিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার কারণ, প্রণেতা পরম শ্রদ্ধেয় দাদা গোপীবন্ধুজীর স্বকীয় উক্তি। প্রথম খণ্ডের নিবেদনে তিনি লিখিয়াছেন যে, তাহার "কাঠামোখানি স্নেহাস্পদ্ শ্রীমান্ মহানামব্রত নব সাজে সাজাইয়া তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে।" গোপীর বন্ধু তিনিই, মহানামকে যিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ছু-ই অভিন্ন। তাই বুঝি, বান্ধবজীবন পরম ভাগবত পণ্ডিত প্রবর ডাঃ মহানামব্রতজী গোপীবন্ধু নামের অন্তরালেই আত্ম-গোপন করিয়া আছেন। প্রাচ্য পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও কী নিরভিমান! উঁহারা উভয়েই বিজ্ঞ, উভয়েই রসিক, উভয়েই আদর্শ-ত্যাগী। "প্রেম ভক্তি রীতি যত, নিজ গ্রন্থে সুবেকত, লিখিয়াছেন ছুই মহাশয়।" সেই "ছুই মহাশয়ের" কথা মনে জাগে। এই "ছুই মহাশয়ের" নিকট হইতেও আমরাও ভূরি ভূরি আশা করি। প্রাণের দেবতা ছুইজনকে দীর্ঘজীবী করিয়া আমাদের প্রাণের আশা পরিপূর্ণ করুন।

এই খণ্ডে কারুণ্যামৃত ধারার কি অমৃতই না উত্থিত হইয়াছে!

"রসিক শেখর হরি করুণা পাথার।
আস্বাদন বিতরণ ছুই কার্য্য তার॥"

—ধ্যান-মঙ্গল

জীবের প্রতি করুণা স্বভাববশতঃ বন্ধুহরি কত ভক্তের প্রতি, কত অভক্তের প্রতি কত করুণার উৎসই না খুলিয়া দিয়াছেন। কত ছল করিয়াও সংসারের মোহ-কূপ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. ৩/২৪৪

কত জীবকে উদ্ধার করিয়াছেন, করিয়া প্রেম-জীবন দানে ধন্য করিয়াছেন। বাকচরের প্রহ্লাদ সাহা ও ফরিদপুরের মোহিনী ভাদুড়ীর কাহিনীতে, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্রের মধুময় ঘটনায় এ তরঙ্গ মাধুর্য্যমণ্ডিত। প্রথম দিকে লক্ষ্মীদেবী ও লীলাম্বুধিকারী বালকৃষ্ণ ব্রজবালার অমিয় মধুর কথা এবং তারও পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক হরিসভা স্থাপনের গোপন রহস্য এই খণ্ডে প্রকাশিত। প্রভুর লীলার সাক্ষী সে সকল প্রাচীন ভক্ত এখনও আমাদের মধ্যে বিরাজমান আছেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে উঁহারা বহু পরিশ্রমে ও যত্নে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে প্রকট করিয়াছেন। আমাদের পরম ভাগ্য প্রভুর অতি প্রিয় লীলাসঙ্গী ভক্ত শিরোমণি নবদ্বীপ দাস মহাশয় ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দাদাজীবনের কৃপানুগ্রহে অনেক তত্ত্ব ও তথ্য জানা যাইতেছে। তাঁহাদের নিজেদের মুখ হইতে ও ডায়েরী খাতা নোট হইতে এই খণ্ডে অনেক দুর্লভ বস্তু সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টাতে এই সব অমূল্য সম্পদ্ প্রকাশিত হইতে পারিল, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

আমরা আশায় বুক বাঁধিয়া আছি। কারুণ্যামৃতের পরে "লাবণ্যামৃত" প্রবাহিত হইবেন। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিবে। বন্ধুলীলা তরঙ্গিণীর সে লাবণ্য তরঙ্গিণী দর্শনে বিভোর হইবার সৌভাগ্য কি আমাদের হইবে? সে শক্তি আমাদের কই! সে সাধন কই? কেবলমাত্র করুণাময়ের কৃপাসিক্তগণের কারুণ্যেক্ষণই আমাদের ভরসা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুবন্ধু কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারিলাম না! তাঁহাকে ধরিতে পারিলাম না! সাক্ষাৎ যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের উক্তিতে বিশ্বাস হইল না! তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত মহাবাক্যেতে পর্য্যন্ত বিশ্বাস হইল না! সত্য প্রেম পবিত্রতা তপশ্চর্য্যার মূর্ত্ত বিগ্রহ যিনি, তাঁহার কণ্ঠোক্তির মধ্যে কি বিন্দুমাত্র অনৃত থাকিতে পারে? নিজ শ্রীকণ্ঠেই উক্তি করিয়াছেন—"আমি তোদের দেহ মন প্রাণ সব।" "আমি সেই রে সেই জান্‌লি?" "আমি পদ্মপলাশলোচন হরি।" "আমি একক সর্ব্বসমষ্টি" ব্রজলীলা গৌরলীলা, এই দুই লীলার সর্ব্বসমষ্টি শক্তিসম্পন্ন যে তিনি, তাহা শ্রীমুখে কহিয়াছেন ও স্বরচিত "শ্রীচন্দ্রপাত" গ্রন্থে ইঙ্গিত করিয়াছেন। "হরিকথা" গ্রন্থে শ্রীশ্রীব্রজ ও গৌড় এই দুই ধামের প্রকট লীলার গভীরতম রহস্যসমূহ ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এসব তত্ত্বের অনুধ্যান করে কে?

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে যেমন ভাবী গৌরলীলার ইঙ্গিত আছে, শ্রীল বৃন্দাবনদাসজীর শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতেও সেইরূপ ভাবী বন্ধু-লীলার ইঙ্গিত আছে। ওরা তো ইঙ্গিতেই কথা বলেন। "কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাঽকৃষ্ণ" ইত্যাদি ভাগবত মন্ত্রের মধ্যে গৌরহরির সংবাদ লুকাইয়া আছে। তদ্রূপ,—

হেনমতে আরও আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার॥

এই পয়ারের মধ্যেও বন্ধুসুন্দরের বার্ত্তা গোপনে ঘোষিত আছে। "কীর্ত্তন আনন্দরূপ" কথাটি কত রহস্যময়! অনেকে অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করেন। আমার মনে হয়, কীর্ত্তন-রস-বিগ্রহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

শ্রীগৌরহরি ও আনন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীনিতাইচাঁদ—এই দুই মিলিত-তনুই কীর্ত্তনানন্দরূপী বিগ্রহ। তিনি শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর ছাড়া আর কে? ষড়ভূজ মূর্ত্তিতে কতজনকে দর্শন দিয়াছেন। কত মধুর তাঁহার মহনীয় মোহনীয় মূর্ত্তি! কত ভাগ্যবান্ ভক্ত শ্রীঅঙ্গের রূপ মাধুরী দর্শনে, অনির্ব্বাচ্য সৌরভাঘ্রাণে ভরপুর হইয়া তাঁহার "চন্দ্রপুত্র" নামের সার্থকতা ঘোষণা করিতেছেন। কত মহাজ্যোতিষী তাঁহার কোষ্ঠী বিচার করিয়া মহাবির্ভাব-ক্ষণের বৈশিষ্ট্য দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন।

তিনি প্রেম-পুরুষোত্তম। নিজেকে নিজেই লিখিয়াছেন "হরি পুরুষ।" তিনিই একমাত্র পুরুষ। তিনিই চৈতন্যঘন স্বরূপ, আর সবই প্রকৃতি। চৈতন্যস্বরূপে তিনি হৃদয়পুরে শয়ন করিয়া না থাকিলে আমাদের জড় দেহমন প্রাণতো সবই অচল। তিনি হরি। হরণকারী—চোর। মাদৃশ কীট জীবেরও চিত্ত চুরি করিয়া মণিকোঠায় লুকাইয়া আছেন। সন্ধান করিতে চাই, পারি না। চোরের পিছনে ছুটি, ধরিতে পারি না। কৃপা ছাড়া পারিবার উপায় নাই। তাই নিয়ত যুক্ত করে গললগ্নী-কৃতবাসে এই কথাই বলি—প্রভুবন্ধু হে, অন্যাভিনিবেশ দূর কর। জনম সার্থক কর। নিষ্কলঙ্ক কর। "তব নাম লই, আন কথা কই, সতীত্বে কলঙ্ক রয়।" বন্ধু হে,—কি আর বলিব আমি—তোমার করুণাময় নামটি জয়যুক্ত কর।

আষাঢ়, ১৩৫৮
হরিপুরুষাব্দ—৮০

মহাকীট—
কুঞ্জলাল দত্ত
আগরতলা কলেজ, ত্রিপুরা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিষয় ... পৃষ্ঠা

হরিসভার ইতিবৃত্ত ... ... ৬৭১—৬৮২
"তোর ঘরে নবগৌরাঙ্গ আসবেন ... ৬৮৪—৬৯৫
প্রেম পূজারিণী ... ... ৬৯৮—৭০৬
"আমার নাম কিরূপে জানিলে ?" .... ৭০৮—৭১২
ব্রজবালা ৭১৩
সদৈন্য বিলাপ ... ... ৭১৪—৭১৮
ভক্তাধীন প্রভু ৭২০
বালিকা ভক্তগণ ৭২২
রঙ্গের খেলা ৭২৩
তারক ও পূর্ণ ৭২৬
সর্ব্বসুখের পত্র ৭২৮
"মম আশীষ জানিবে" ৭২৯
"বাল্য স্বভাব আমার যাবার নয়" ... ৭৩১
খোল করতাল বিতরণ ৭৩৫
কলেরা ও ন্যাংটা ... ... ৭৩৮—৭৪৩
রমেশচন্দ্র ৭৪৪
প্রভুর পত্র ৭৪৬
"এইস্থানে আঙ্গিনা করিব" ৭৫০
দৈনিক নিয়মাবলী ৭৫৩
"প্রহ্লাদ, ও-সব ছেড়ে দে" ... ... ৭৫৪—৭৫৬
"ওরে আঙ্গিনা ছাপ হয়েছে" ৭৫৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ৮৩/০ ৭।৮৫৪
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

বিষয় পৃষ্ঠা

"বলত কার কাছে নালিশ করি ?" ... ৭৬১
বাকচরবাসীদের প্রতি ধর্ম্মলিপি ... ৭৬৩
ভক্তি পরশমণি ৭৬৬
নৌকাপথে ব্রাহ্মণকান্দা ৭৬৮
মোহিনীমোহন ভাদুড়ী ৭৭০
রামদাসের প্রতীক্ষা ৭৭৩
লুকোচুরি ৭৭৮
"ব্রজের পাথেয় গৌরভক্ত দিবে" ... ৭৮২
হাতরাসে ৭৮৫
রামদাসের শিক্ষা ৭৮৬
রণজিতের আর্ত্তি ৭৯৩
রমেশচন্দ্রের বৈরাগ্য ৭৯৬
মহিমের বেদনা ৮০১
"রে লালা ! লালা !!" ৮০৩
ব্রজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ৮০৪
"বালক সুরেশচন্দ্র নিকট বন্ধু" ... ... ৮০৭—৮২৮
বহরমপুর প্রচারণ ... ... ৮২৯—৮৩৭
আবির্ভাব পীঠে পদার্পণ ৮৪৩
চন্দ্র ও কিশোরী চক্রবর্ত্তী ৮৪৮
কিশোরীর নব জীবন ৮৫১
শ্রীধামে ঝুলন লীলা ৮৫৫
চন্দ্রের দক্ষযজ্ঞ ... ... ৮৬০—৮৬৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়			পৃষ্ঠা
গোপালপুরে বন্ধুগোপাল	...	...	৮৬৮
গুপ্ত গঙ্গা	...	...	৮৭১
বাকচর শ্রীঅঙ্গনে	...	...	৮৭২
রাজ বেশে বন্ধুহরি	...	...	৮৭৬
কোদাই সাহার কীর্ত্তন	...	...	৮৭৮
কদলী কাননে	...	...	৮৭৯
অলস	...	...	৮৮৩
দোঁহে ঘুমাইল	...	...	৮৮৪
ভোগাস্বাদন	...	...	৮৮৫
চন্দ্রগুহের উদ্ধার	...	...	৮৮৭
"জেঠা ভাল জেঠী বড় কষা"	...	....	৮৯০
কাণ্ডারী	...	...	৮৯১
"ভয় নেই তোকে একাই যে'তে হ'বে"		...	৮৯৪
শব যাত্রা	...	...	৮৯৬
"চিরদিন আমার হয়ে থেক"	...	...	৮৯৮
ডোমপল্লীতে রাখালি	...	...	৮৯৯
কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের দান	...	...	৯০২
আলমবাজার বাগানে	...	...	৯০৩—৯১২
"কেরে কালীকৃষ্ণ !"	...	...	৯১৪—৯১৮
শ্রীরামদাসের মর্ম্মবাণী	...	...	৯১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী

কারুণ্যামৃত ধারা

দ্বিতীয় লহরী

হরিসভার ইতিবৃত্ত

"ঠাকুর নিল কে ?"

"তোমায় পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল ?"

—রবীন্দ্রনাথ

প্রায় একশত বছর আগেকার কথা। এখন যেখানে নবদ্বীপ হরিসভা ঐখানে তখন মথুরানাথ পদরত্নের টোল বাড়ী। একদিন ঐ টোল বাড়ীতে কোথা হইতে এক ক্ষ্যাপা আসিয়া উপস্থিত। গায়ে শতছিন্ন মলিন বস্ত্র খণ্ড। হাতে এক লাঠী। কাঁধে এক ঝোলা। আকৃতি খাটো, কিন্তু চক্ষু দুইটা বড় ও উজ্জ্বল। কথা অসংলগ্ন, চালচলন পাগলের মত। ক্ষ্যাপার চীৎকারে রাত্রে লোক ঘুমাইতে পারে না। টোলের ছাত্রেরা ও পাড়াশুদ্ধ লোক ভয়ানক উত্ত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে কথাটা মথুরানাথের কানে উঠিয়াছে।

ক্ষ্যাপা চীৎকার করিয়া কথা বলে মাত্র একটা। "আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর নিল কে রে? আমার ছুটো ঠাকুর ছিল। একটা ঠাকুর নিল কে রে? কে নিল রে, আমার ঠাকুর?" রাত্র বারটার পর হইতে ক্ষ্যাপার এই কথা আরম্ভ হয়। প্রথমে আস্তে, পরে জোরে, পরে অতি উচ্চৈঃস্বরে। ভোর বেলা পর্য্যন্ত ক্ষ্যাপার এই চীৎকার চলিতে থাকে। পুনঃ পুনঃ একই কথা। প্রভাত হইলেই "না রে, আবার দিয়ে গেছে রে, দিয়ে গেছে।" বলিতে বলিতে সে চলিয়া যায়। সারাদিন কোথায় থাকে কেহই জানে না। সন্ধ্যার পরেই আসে ও ছুপুর রাত্রের পর হইতে ঐ একই কাণ্ড প্রত্যহ করে।

পাড়া প্রতিবেশীর ধারণা জন্মিয়াছে যে, টোলের ছাত্রেরাই ক্ষ্যাপার ঠাকুর চুরি করিয়া প্রত্যহ ঐরূপ কাণ্ড ঘটায়। নিদ্রা ব্যাঘাতে অতি বিরক্ত হইয়া তাহারা সংবাদটা অধ্যাপক মথুরানাথকে জানাইল। মথুরানাথ ছাত্রদিগকে তিরস্কার করিলেন। ছাত্রগণ সকলে একযোগে শপথ করিয়া বলিল যে, তাহারা ক্ষ্যাপার সঙ্গে কোনরূপ অভদ্র আচরণ করে না। তাহার চীৎকারে তাহারাও যৎ-পরোনাস্তি বিরক্ত। ঘটনার মধ্যে প্রকৃত তথ্য কি জানিবার আগ্রহে মথুরানাথ সেদিন টোল বাড়ীতেই রাত্রি যাপন করিতে মনস্থ করিলেন।

সন্ধ্যার পরে ক্ষ্যাপা যথারীতি আসিয়া টোলবাড়ীর সম্মুখ ভাগে তাহার নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলে বসিল। মথুরানাথ প্রথমে তাহার দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। গভীর রাত্রে ক্ষ্যাপার চীৎকার আরম্ভ হইল। "আমার ঠাকুর নিয়েছে কে রে?" মথুরানাথ শয্যাত্যাগ করিয়া ক্ষ্যাপার কাছে আসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তুমি কে ?"

"আমি ক্ষ্যাপা।"

"তোমার নাম কি ?"

"নেহাল দাস।"

"চেঁচাও কেন ?"

"কে যেন আমার একটি ঠাকুর নিয়ে গেছে।"

"কিসের ঠাকুর তোমার ?"

ক্ষ্যাপা তার ঝোলাটা মথুরানাথের নিকট আগাইয়া দিল মথুরানাথ উহার ভিতর কি আছে তাহা দেখিতে ইচ্ছা করিয়া হাত বাড়াইলেন। "ভিতরে হাত দিও না, উপর হইতে টিপিয়া দেখ।" ক্ষ্যাপার কথা মত মথুরানাথ উপর হইতে টিপিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, ঝোলার মধ্যে একটি ঠাকুর বিগ্রহ বই আর কোন বস্তু নাই। ক্ষ্যাপাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমার যে দুইটি ঠাকুর ছিল, তার প্রমাণ কি ?"

"তুমি ভোর পর্য্যন্ত বসিয়া থাক, দেখ্‌তে পাবে, চোর তার চোরাই মাল আবার দিয়ে যাবে।" মথুরানাথ বসিয়াই রহিলেন। ক্ষ্যাপাকে দেখিতে থাকিলেন। ক্ষ্যাপার হাব, ভাব, নৃত্যভঙ্গী, আকৃতি, প্রকৃতি, ধূলায় গড়াগড়ি, অশ্রু, কম্প যাহা যাহা দেখিলেন, সকলই তাঁহার কাছে অদ্ভুত ঠেকিল।

প্রভাত হয় হয়। ক্ষ্যাপা মথুরানাথকে কাছে ডাকিয়া ঝোলার উপর পুনরায় হাত দেওয়াইয়া দেখাইলেন যে, ভিতরে দুইটি ঠাকুর বিগ্রহই আছেন—মথুরানাথ কিছুই বুঝিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আবার দিয়ে গেছে রে, দিয়ে গেছে !" বলিতে বলিতে ক্ষ্যাপা চলিয়া গেল।

"দিনে দুই, রাতে এক"

এক বৃন্তে দু'টি ফুল যেমতি প্রকার।
এক তৈলে শোভা দু'টি প্রদীপ শিখার॥

— ধ্যানমঙ্গল

পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্ন পরদিন রাত্রেও টোল বাড়ীতে থাকিলেন। গভীর রাত্রে ক্ষ্যাপার সহিত মিলিত হইলেন। মথুরানাথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ক্ষ্যাপা কোনও প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ। গভীর রাত্রে দুইজন দুইজনকে ধরিলেন, চিনিলেন, আপন করিয়া লইলেন। ক্ষ্যাপা বলিলেন, "মথুর, এই দেখ ঝোলায় আমার দুটো ঠাকুর। উপর হইতে টিপিয়া দেখ। যতক্ষণ না সময় হয়, বাহির হইবে না। ইহার মধ্যে একটি নন্দরাজার ছেলে, আর একটি ভানুরাজার মেয়ে। সারদিন বেশ দু'জনে খেলে, আর গভীর রাত্র হইলেই বিলাস বিবর্ত্তে এক হইয়া এই নবদ্বীপের শচীদুলালিয়ার রূপ ধারণ করে। এরা দিনে দুই, রাতে এক।"

ক্ষ্যাপার মুখে এই ঠাকুর চুরির রহস্য শুনিতে শুনিতে মথুরানাথ যেন আনন্দে সম্বিদ্ হারা হইতেছিলেন। বলিতে বলিতে ক্ষ্যাপার মুখশ্রীও শতগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে মথুরানাথের মস্তক ক্ষ্যাপার চরণে নত হইয়া পড়িল। সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজনী ক্ষ্যাপা মথুরানাথকে অনেক তত্ত্ব রহস্যের কথা বলিলেন। অবশেষে মথুরানাথেরই ঐকান্তিক আগ্রহে ক্ষ্যাপা তাঁহাকে গৌরমন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন।

প্রভাতে চলিয়া যাইবার সময় ক্ষ্যাপা বলিয়া গেলেন, "মথুর, তোমাকে ধরিবার জন্যই আমার এখানে আসা ও চেঁচামেচি। শীঘ্র আর আসিব না, তোমার এইখানে হরি-সভা প্রতিষ্ঠিত হইবেন। গৌরহরির আসন বসিবেন। পরে একদিন আসিয়া এই রহস্যময় যুগল বিগ্রহ তোমাকে দিয়া যাইব। তারপর, তোমার এখানে নবযুগের নবগৌর আসিবেন। তাঁহার নাম জগদ্বন্ধু। হরিসভা তাঁহারই খেলার ভূমি হইবে।"

ব্রজনাথের ক্ষোভ

পরদিন হইতে মথুরানাথ যেন আর একজন মানুষ হইয়া গিয়াছেন। ছিলেন ন্যায়শাস্ত্রের কঠোর পণ্ডিত, হইয়া গিয়াছেন ভাবে গদ গদ গৌর অনুরাগী পরম ভক্ত। যেখানে কীর্ত্তন শোনেন, সেইখানেই যান। বড় আখড়ায় বাবাজীদের পাঠ কীর্ত্তন শুনিতে দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। উঠিতে বসিতে অতর্কিতে মুখ হইতে "হা গৌর" শব্দ বাহির হইয়া পড়ে। ছাত্রগণের পড়াশুনার অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতে লাগিল। শাস্ত্র পড়ানের দিকে পদরত্নের আর যেন অভিনিবেশই নাই। তাঁহার জীবন ধারার পরিবর্ত্তনগুলি এতই সুস্পষ্ট যে, গোপন রাখা যায় না, সকলেরই চোখে ঠেকে। সংবাদটা মথুরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাথের বৃদ্ধ পিতা পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গোচরীভূত হইল।

পণ্ডিত ব্রজনাথ পুত্র মথুরানাথের টোল বাড়ীতে আসিয়াছেন। পুত্রকে কিছু উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছেন। আসিয়া দেখেন, মথুরানাথ অশ্রুমাখা নেত্রে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় অতিশয় বিরক্তিজনক সুরে কহিলেন,—"বাপু, এতকাল পড়িয়া শুনিয়া চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হইয়া শেষটায় কিনা এই বুদ্ধি হইল! বোরেগীদের বাংলা পয়ারের পুঁথি, যা হাতে ধরিলে হাত গঙ্গাজলে ধুইতে হয়, তাই কিনা মনোযোগে পাঠ করিতেছ! সংস্কৃত শাস্ত্রের অনন্ত ভাণ্ডারে পড়িবার মত কি কিছুই পাইলে না? তোমার এই অধঃপতনে আমি মরমে মরিয়া গিয়েছি। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে আমার মাথা কাটা গেল। তোমাকে অনুনয় করিয়া বলি, বোরেগী-বাবাজীদের সংশ্রব ও পুঁথিপত্র ত্যাগ করো। পিতা পিতামহের পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করো। যেমন ছিলে, তেমন হও।"

মথুরানাথ পিতৃভক্ত ছিলেন। বৃদ্ধ পিতার তিরস্কার তাঁহার প্রাণে লাগিল। অপরাধীর মত কাতর ভাবে বলিলেন, "বাবা, আপনার আদেশ পালন করিতে চেষ্টা করিব।" মথুরানাথ তিন চারদিন চেষ্টা করিলেন, নিজ পূর্ব্ব স্বভাবে ফিরিবার জন্য। কিন্তু, অকৃতকার্য্য হইলেন। বৈরাগীদের সঙ্গে ও গ্রন্থে এমনই প্রাণস্পর্শী মাদকতা, যে মথুরানাথ শত চেষ্টা করিয়াও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। জীবের চির তৃষ্ণাতুর আত্মা, অমৃতের সন্ধান পাইলে কি আর ছাড়িতে পারে!

"ব্রজনাথ, আমাকে দেখিয়া লও"

"পশ্য মে পার্থ রূপানি......।"—শ্রীগীতা

একদিন অধিক রাত্রে ব্রজনাথ একাকী বাড়ীতে ফিরিতেছেন। অদূরে কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিলেন। চাহিয়া দেখেন দূর হইতে এক দল কীর্ত্তনীয়া রাজপথ ধরিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিতেছেন। ব্রজনাথ কোনদিনই খোল করতাল লইয়া ছোট লোকদের চীৎকার পছন্দ করেন না। আজও পছন্দ হয় নাই। তবু, পুত্র মথুরানাথ হয় তো বা ঐ দলের মধ্যে আছে, মনে করিয়া তিনি একটু অগ্রসর হইলেন। দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন দলের প্রত্যেকটি লোককে দেখিতে চেষ্টা করিলেন।

ব্রজনাথ দেখিলেন, মধ্যস্থলে একটি অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় বালক বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। তাঁহার নটনভঙ্গি অনন্য-সাধারণ। ব্রজনাথ বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কীর্ত্তন তাঁহার নিকট দিয়া অনেক দূরে চলিয়া গেল। ধ্বনিটা ব্রজনাথের কর্ণে যেন মধুধারা ঢালিল। কীর্ত্তন যে এত মধুর, ব্রজনাথ তাহা কোনও দিন জানেন নাই। আজই জানিলেন। ব্রজনাথ দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন,—ইহারা কাহারা? ইহাদের একজনকেও তো আমি চিনি না। রাস্তা তো অন্ধকার। সকলের মুখই তো স্পষ্ট দেখিলাম। কিরূপে দেখিলাম?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যস্থলে নাচিতেছে যে বালকটি, তাঁর অঙ্গের ছটাতেই সবাইকে দেখিতে পাইলাম ! ঐ বালকটি কে ! দেহে এত তেজ, রূপে এত লাবণ্য, নৃত্যে এত মনোহারী মাধুর্য্য ! এ কে ?

ভাবিতে ভাবিতে ব্রজনাথ কেমন হইয়া গেলেন। কোনও মতে বাড়ী পৌঁছিলেন। ভৃত্য মহেশকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেশ, এই কীর্ত্তন কোথাকার !" "কৈ কর্ত্তা, কীর্ত্তন কোথায় ?" বলিয়া মহেশ বিস্ময় প্রকাশ করিল। ব্রজনাথ আর কোন কথা না বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি এ কোন অলৌকিক ব্যাপার ! ব্রজনাথ তন্ময় হইয়া ভাবিতেছেন।

এমন সময় কীর্ত্তনের মধ্যস্থিত নৃত্যপরায়ণ সেই বালকটি আবার আসিয়া ব্রজনাথের সম্মুখে দাঁড়াইল। এবারে একাকী। সঙ্গে কীর্ত্তন নাই। বাহু দুইটি তুলিয়া অপরূপ নৃত্য ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া বালক বলিল, "ব্রজনাথ, আমায় দেখিয়া লও। ভাল করিয়া দেখ। মথুরানাথের টোল বাড়ীতে হরিসভা স্থাপন করিয়া আমাকে প্রতিষ্ঠা করিবে। বিহারী কুম্ভকার আমার মূর্ত্তি গড়িবে। আমিই শচীনন্দন গৌর।" বালক চলিয়া গেল। ব্রজনাথ সংজ্ঞাহারা পড়িয়া রহিলেন। কতক্ষণ কে বলিবে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বিহারী, তোমার ঘরে মুড়ি আছে ?"

প্রভাতে ব্রজনাথ বিহারী কুম্ভকারের বাড়ী গিয়া তাহাকে বলিলেন "বিহারী, তোমাকে গৌর বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। আমি যেরূপ যেরূপ বলিব সেইরূপ করিবে।" বিহারী প্রণাম করিয়া কহিল, "পণ্ডিত মহাশয়, আমা দ্বারা ও-কর্ম্ম হইবে না। আমি হইলাম হাড়ী-সরা-গড়া কুমার। জীবনে কোনদিন ঠাকুর বিগ্রহ গড়ি নাই।" "তোমাকেই করিতে হইবে, আদেশ হইয়াছে।" বলিয়া ব্রজনাথ সেদিনকার মত চলিয়া আসিলেন।

বিহারী বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। দুইদিন যায়, তিনদিন যায়, বিহারী ঐ কথাই ভাবিতেছে। ঠাকুর গড়াইব কিরূপে ? সেদিন সকাল বেলা একটি নিরুপম গৌর বর্ণ বালক আসিয়া বিহারীকে ডাকিল। বিহারী নিকটে আসিলে বলিতে লাগিল,— "বিহারী, আমাকে পাঠাইয়াছেন ব্রজনাথ পণ্ডিত। তোমাকে শ্রীগৌর বিগ্রহ তৈয়ারী করিতে হইবে। সেই বিগ্রহ ঠিক এই আমারই মাপে হইবে। তুমি দড়ি ধরিয়া মাপ লও।" বিহারী ভূতাবিষ্টের মত দড়ি আনিয়া বালকের সর্ব্বদেহ মাপ করিয়া লইল। বালক বলিল, "এই দেখ বিহারী, এইমত বাহু তোলা হইবে। এইমত চরণ, এইমত চাহনী, এইমত গতিভঙ্গি হইবে।" বিহারী নয়ন ভরিয়া দেখিল।

"বিহারী, বড় ক্ষুধা পেয়েছে, তোমার ঘরে মুড়ি আছে ?"

"হাঁ আছে, আনি।"

বিহারী ভিতরে গেল। মুড়ি লইয়া ফিরিয়া আসিল। কেহই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। "হায় হায় কোথায় গেল?" বিহারী কাঁদিতে কাঁদিতে ঐ অবস্থায়ই মুড়ি হাতে লইয়া ব্রজনাথ পণ্ডিতের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। "পণ্ডিত মহাশয়, আপনি যে বালকটি পাঠাইয়াছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন?"

"আমি তো কাহাকেও পাঠাই নাই, বিহারী!" বিহারী আদ্যোপান্ত বলিতে বলিতে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিল। পণ্ডিত ব্রজনাথ অধীর হইয়া বিহারীকে জড়াইয়া ধরিলেন!

শ্রীমূর্ত্তি প্রকট হইলেন। বিহারী সেই মাপের দড়িগুলি সব শ্রীমূর্ত্তির মধ্যেই দিয়া দিল। মথুরানাথের আনন্দ ধরে না। গুরু নেহাল ক্ষ্যাপার বাক্য সফল হইল। বিদ্যারত্ন ব্রজনাথ মহাসমারোহ করিয়া শাস্ত্র বিধিমত অভিষেকাদি করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্থাপিত হইলেন। হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সারা দিন ধরিয়া বিরাট উৎসব চলিল।

রাত্রে সকলের আহারাদি অন্তে ব্রজনাথ নিজে প্রসাদ লইবেন। কেহ কোথাও অভুক্ত আছে কিনা দেখিবার জন্য তিনি চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, মন্দিরের পিছনে একটি বৃক্ষে হেলান দিয়া বিহারী দাঁড়াইয়া আছে। "আয় বিহারী, প্রসাদ নিবি" বলিয়া ব্রজনাথ বিহারীর হাত ধরিয়া টান দিলেন। বিহারী ভূমিতে পড়িয়া গেল। বিস্ময়-বিহ্বল সবাই দেখিল, বিহারী আর ইহ জগতে নাই। যাঁহাকে প্রকট করিয়াছে, তাঁহারই নিত্য অপ্রকট লীলায় সে চিরতরে চলিয়া গিয়াছে। "এ কী রহস্য" ভাবিতে ভাবিতে ব্রজনাথ বিহারীর ঔর্দ্ধ-দৈহিক ক্রিয়াদি সমাপণ করাইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবদ্বীপ নগরী ভরিয়া পণ্ডিত সমাজে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের নিন্দাগান চলিতে লাগিল। বুড়াকালে বিদ্যারত্নের মস্তিষ্ক বিকৃতি হইয়াছে। ছেলেটা আগে বোরেগীর দলে মিশেছে। তারপর ছেলের প্রভাবে পড়িয়া বুড়ো বাবাও বোরেগী হয়েছে। গৌর প্রতিষ্ঠা গৌর ভজন কোন্ শাস্ত্রে আছে? শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া ব্রজনাথ এ হেন অন্যায় কাজ করিল! ফলও হাতে হাতে। কুম্ভকারটা সেই দিনই মরিয়া গেল। ইত্যাদি আলোচনা নবদ্বীপের পথে ঘাটে চলিতে লাগিল।

ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াইল। ব্রজনাথ সমাজে একঘরে হইলেন। কিন্তু বিন্দুমাত্র দমিলেন না। তিনি গৌরসুন্দরের কৃপা সম্বল করিয়া মহাপ্রভুর ভগবত্ত্ব স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অকাট্য বিচার যুক্তি বলে তিনি গৌরসুন্দরের ভগবত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। গৌর বিরোধী পণ্ডিত মণ্ডলী স্তব্ধ হইয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি তোমার বন্ধু"

তুমি এসেছিলে সেদিন নবীন প্রভাতে
নব যৌবন সভাতে।—রবীন্দ্রনাথ

তারপর অনেকদিন কাটিয়াছে। ব্রজনাথের একটি মৃন্ময়ী মূর্ত্তি মহাপ্রভুর পার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে। ব্রজনাথ নিত্যব্রজে বিদায় লইয়াছেন। ক্ষ্যাপা নেহাল দাস আসিয়া প্রিয় শিষ্য মথুরানাথকে সেই রহস্যময় যুগল বিগ্রহ দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন, "মথুর, এখানে নবগৌর আসিবেন, বহু পার্শ্বদ আসিবেন। অনেক খেলা হবে।"

মথুরানাথ বৃদ্ধ হইয়াছেন। পুত্র শিতিকণ্ঠের উপর গৌর-সুন্দরের সেবার ভার দিয়াছেন। শিতিকণ্ঠ প্রাণ ঢালিয়া সেবা করেন। তন্মধ্যে একদিন এক মধুমাখা সকাল বেলা মঙ্গলারত্রিকের শঙ্খ কেবল মাত্র বাজিয়া থামিয়াছে। বন বিহঙ্গ সবে মাত্র তাদের প্রভাত বন্দনা সমাপন করিয়াছে। প্রভাত রবির রঙ্গীন কিরণ-মালা সবে মাত্র গৌরসুন্দরের মন্দির দেউলে সোনালী আলিপনা আঁকিতেছে। এমনি সময় এক সোনার মানুষ হেলিতে দুলিতে আসিলেন। শুভ্র বস্ত্র অঙ্গ ঢাকিয়াছে। কিন্তু "বরেণ্য ভর্গকে" ঢাকিতে পারে নাই। সোনার মানুষ আসিয়াই গৌর-সুন্দরের মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিলেন।

শিতিকণ্ঠ বাগানে পুষ্পচয়নে নিয়ত ছিলেন। কে যেন মন্দিরে প্রবেশ করিল দেখিয়াই ছুটিয়া আসিলেন। "কে আপনি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরে গেলেন কেন? দরজা খুলুন।” পুনঃ পুনঃ শিতিকণ্ঠ এইরূপ অনুনয় করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ডাকিবার পর মন্দির হইতে মধুর বংশীনিন্দিত কণ্ঠে উত্তর আসিল—“আমি তোমার বন্ধু।” শ্রবণ-রসায়ন কণ্ঠ-ধ্বনিতে শিতিকণ্ঠ মোহিত হইলেন। তবু পরম আৰ্ত্তির সহিত সবিনয়ে বলিলেন, “আপনি যিনি হউন, আগে কৃপা করিয়া দরজা খুলুন।” অনেক অনুনয়ের পর সে সোনার মানুষ মন্দিরের দরজা একটুখানিক ফাঁক করিয়া শিতিকণ্ঠকে ভিতরে লইয়া গেলেন। তারপর অনেক-ক্ষণ দরজা বন্ধ থাকিল। অন্তরে অন্তরঙ্গ মিলনে কি রস তরঙ্গ উঠিল—কে তাহা বর্ণনা করিবে?

অনেকক্ষণ পরে শিতিকণ্ঠ বাহিরে আসিলেন। বদন গম্ভীর, নয়ন স্থির, হৃদয় তরঙ্গময়। মনটি যেন তাঁহার বিশ্বকবির ভাষায় বলিতেছে,—

ঢেউ দিয়ে দিয়ে হৃদয় আমার
রক্ত কমল দুলা’লে।
পুলকিত মোর পরাণে তোমার
বিলোল নয়ন বুলা’লে।
সব কাজ মোর ভুলা’লে।

শিতিকণ্ঠ পিতার কাছে গিয়া সংক্ষেপে সব কথা জানাইলেন। বলিতে বলিতে বলিলেন, “উনি বলিয়াছেন, উঁহার নাম জগদ্বন্ধু ভট্টাচাৰ্য্য।” নামটি শুনিয়াই মথুরানাথ চমকিত হইলেন। গুরু নেহাল ক্ষ্যাপার অভ্রান্ত বাক্য মনে পড়িয়া গেল। “হা গৌর”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া পিতা পুত্রের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিলেন। চারি নয়নের ভক্তি ধারায় হরিসভার মাটী পবিত্রতম হইল।

হরিসভায় বন্ধুসুন্দরের এই-ই প্রথম পদার্পণ। তারপর যে নবদ্বীপের শ্মশানঘাট হইতে শিতিকণ্ঠ বন্ধুসুন্দরকে হরিসভায় লইয়া আসেন, উহা দ্বিতীয়বার আসা। পূর্ব্বে আমরা উহাকেই প্রথম পদার্পণ মনে করিয়াছিলাম; তখন এই সব অপূর্ব্ব কাহিনী কৃপা করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন নাই। তৃতীয়বার আসেন বাকচরবাসী ভক্তবৃন্দ ও মোহন্ত ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে। চতুর্থবার আসেন একাকী। তারপর সম্ভবতঃ এই পঞ্চমবার আসিয়াছেন, প্রিয় নবদ্বীপ দাসকে সঙ্গে লইয়া। শারিকা রামদাসজী তখন আছেন। কিছুদিন পর গোকুলানন্দ আসিয়াছেন। ভক্ত সংখ্যা নিত্যই বাড়িতেছে। আনন্দময় হরিসভা সর্ব্বদাই কীর্ত্তন-মুখর।

"তোর ঘরে নবগৌরাঙ্গ আসবেন"

ভজ, নবগৌরাঙ্গ শ্রীবন্ধু শ্যাম।
জপ, জয় জগদ্বন্ধু মধুর নাম॥

নবদ্বীপ বড়াল ঘাটে থাকেন এক অদ্ভুত পাগলী। নাম তার আদরিণী, সবাই ডাকে ক্ষেপীমা। অনেকেই জানেন ক্ষেপীমা বাক্‌সিদ্ধা। যাকে যা বলবেন তাই হবে। কিন্তু তাকে দিয়া কিছু বলান কঠিন। কথা বলে সে খুবই কম। পরম সংযমী যোগীর মত। সারা দিন রাতে তার মুখ দিয়ে আট দশটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথার বেশী বাহির হয় না। ক্ষেপীমা যখন পথে বাহির হন, তখন তার হাতে থাকে একখানি ঝাঁটা। কোন বালক বালিকার অসুখের সংবাদ পাইলে সেখানে ছুটিয়া যান। ঝাঁটার অগ্রভাগ অসুস্থ ব্যক্তির মাথায় স্পর্শ করিয়া বলেন, "যাঃ ভাল হয়ে যাবি।" যাকে ক্ষেপীমা এইরূপ বলেন সে যে ভালই হবে এ সম্বন্ধে কাহারও সংশয় থাকে না। বহু অভিজ্ঞতাই তাহাদিগকে ঐরূপ নিঃসন্দেহ করিয়াছে।

নদীয়া জেলায় ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। বর্ত্তমানে অবসর লইয়া নবদ্বীপ নগরে আগমেশ্বরীতলা নিজ বাড়ীতে বাস করিতেছেন। একদিন হঠাৎ পথিমধ্যে মহেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া ক্ষেপীমা বলিলেন, "মহেন্দ্র, তোর ঘরে নবগৌরাঙ্গ আসিবেন। দেখবি সবই, বুঝতে পারবি না কিছুই।"

মহেন্দ্রবাবু উচ্চ শিক্ষিত ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি। অনেক বিষয় অনেক কিছু জানা শোনা আছে। কিন্তু ধর্ম্ম বিষয় বড় একটা আলোচনা করেন না। তৎকালীন বহু শিক্ষিত লোকেরই প্রায় এই অবস্থা। ধর্ম্মের চর্চ্চাও করেন না, নিন্দাও করেন না। কতকগুলি নীতি মানিয়া চলেন এই মাত্র। ক্ষেপীমার কথাটি কিন্তু মহেন্দ্রবাবু উপেক্ষা করিয়া মন হইতে মুছিতে পারিলেন না। প্রাণে কেমন যেন একটা স্পন্দন আনিল। বাড়ী আসিয়াই কথাটি সহধর্ম্মিণী ও কন্যাকে জানাইলেন। সংবাদটি তাহাদিগকেও যেন কেমন উদ্বেলিত করিল। তাহারাও জানিত আদরিণী ক্ষেপীমার কথা বাজে নয়।

মহেন্দ্রবাবুর ঐ একটি মাত্র কন্যা। আর কোন সন্তান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ততি নাই। বড় আদরের কন্যা। কন্যাটিও সর্ব্বসুলক্ষণা। যেন একটি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা। আমরা তাঁহাকে লক্ষ্মী বলিয়াই ডাকিব।

গঙ্গার ঘাটে যেতে

"কি ক্ষণে হেরিনু গোরা
নবীন কামের কোঁড়া।"—লক্ষ্মীকান্ত দাস

লক্ষ্মীর বয়স নয় হইতে দশের মধ্যে। তাহার রূপ গুণ, মধুর ব্যবহার সবই অনন্যসাধারণ; দশজনের মত নয়। বাবা আদরের কন্যাকে বিদ্যালয়ে পড়িতে দেন না। একজন গৃহ-শিক্ষক আছেন। তিনি বাসায় আসিয়া লেখা পড়া শেখান। এই গৃহশিক্ষকের কাছে আসিয়া দত্তদের বাড়ীর খোকা নামক একটি ছেলেও পড়ে। দত্তদের বাড়ী মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীর অনতি-দূরেই। খোকার পিতা বিত্তশালী লোক। কিন্তু খোকা অল্প বয়সে মাতৃহীন হওয়ায় পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া আছে। মহেন্দ্রবাবু খোকাকে স্নেহ করেন। লক্ষ্মীর সঙ্গেও খোকার খুব ভাব। দুইজনের বয়সও সমান।

নবদ্বীপে অনেকেই গঙ্গা স্নান করেন। ছোট ছোট মেয়েরা খুব ভোরেই দল বাঁধিয়া স্নানে যায়। লক্ষ্মী সকলের আগে ওঠে। সবাইকে ডাকিয়া প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যাওয়া তার কোন-দিনই বাধা হয় না। আজও প্রত্যুষে সে কতিপয় বাল্য সঙ্গিনী সহ গঙ্গায় চলিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৈতন্য চতুষ্পাঠীর পাশ দিয়া গঙ্গায় যাইবার পথ। ঐ পথ দিয়া যাইবার সময় টোল বাড়ীর ছাদের উপর লক্ষ্মীর দৃষ্টি পতিত হইল। লক্ষ্মী কি দেখিল? যা দেখিল, তাহাতে তাহার সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ খেলিল। লক্ষ্মী দেখিল, এক নিরুপম স্বর্ণকান্তি নবকিশোর পুরুষ। মুক্ত অঙ্গ হইতে সুস্নিগ্ধ জ্যোতির প্রবাহ বহাইয়া দিয়া তিনি ছাদের উপর পাইচারী করিতেছেন।

লক্ষ্মী পথের মধ্যে বসিয়া পড়িল। সর্ব্ব শরীর তাহার কণ্টকিত হইয়া উঠিল। চক্ষু ফাটিয়া জলধারা গড়াইল। বাক্য উচ্চারণ করিবার শক্তি তিরোহিত হইল। সঙ্গিনী বালিকারা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ব্যস্তত্রস্ত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া মহেন্দ্রবাবুকে সংবাদ দিল। মহেন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া লক্ষ্মীকে বাসায় লইয়া গেলেন। লক্ষ্মী কখনও হাসে, কখনও কাঁদে। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কেবল হাবার মত মুখের দিকে চাহিয়া রয়। উত্তর দিতে পারে না। ডাক্তার দেখান হইল, কিন্তু রোগই নির্ণিত হইল না। পাড়া প্রতিবেশী লোক অনেকে অনেক কথা বলিল। ভূতের ঝাড়া, জলপড়া, মুষ্টিযোগ তাহাও কিছু কিছু চলিল। কিছুতেই কিছু ফল দেখা গেল না। লক্ষ্মী কথা বলে না। তুইদিন কাটিল।

তৃতীয়দিনে সন্ধ্যার পর লক্ষ্মী "জল খাব" বলিল। মহেন্দ্রবাবু নিকটে আসিলেন। লক্ষ্মী গদ গদ কণ্ঠে কহিল, "বাবা, তুমি বলেছিলে, বাড়ীতে নবগৌরাঙ্গ আসবেন, তা কৈ? তিনি এলেই আমি ভাল হ'য়ে যাব।" "আমি আজই নবগৌরাঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনব।” বলিয়া পিতা কন্যাকে আশ্বস্ত করিলেন। তারপর বাজার হইতে একটি শোভন-দর্শন শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ কিনিয়া আনিলেন। “মা, এই নেও নবগৌরাঙ্গ।” পিতা কন্যার করে অর্পণ করিলেন। লক্ষ্মীর মুখে হাসি ফুটিল। “বাবা, আজ হ’তে এঁর সেবা করবো, ভোগ দেবো।” কন্যার আবদারে বাবা রাজী হইলেন। গৃহে গৌর প্রতিষ্ঠা হইল। প্রত্যহ ভোগ হয়। লক্ষ্মীর মা বহু দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া দেন। লক্ষ্মী নিজে ভোগ লাগায়। আনন্দে হাততালি দেয়। মনে নিরুপম সুখোদয়ে অসুখও সারিয়া যায়।

“উনি তো গৌর, নবগৌর শীগ্‌গীরই আসবেন”

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।
তুমি গন্ধে বরণে এস গানে॥ —রবীন্দ্রনাথ

মহেন্দ্রবাবু কোন কার্য্য প্রয়োজনে কৃষ্ণনগর যাইতেছেন। পথে ক্ষেপীমার সঙ্গে দেখা। তাহাকে দেখিয়াই মহেন্দ্রবাবু সহর্ষে বলিলেন, “ক্ষেপীমা, তোমার কথাই সত্য হ’ল। আমার বাড়ীতে নবগৌরাঙ্গ আসিয়াছেন।” মহেন্দ্রবাবুর কথা শুনিয়া ক্ষেপীমা হাসিয়া উঠিলেন। গম্ভীরভাবে বলিলেন, “উনি তো গৌর, নবগৌর শীগ্‌গীরই আসবেন।” মহেন্দ্রবাবু ক্ষেপীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিলেন না। মনটা কেমন কেমন করিতে লাগিল।

ক্ষেপীর কথার শক্তি আছে। মনে লাগে। মহেন্দ্রবাবু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাটা ভুলিতে পারিলেন না। কৃষ্ণনগর হইতে ফিরিয়া লক্ষ্মীর কাছে বসিলেন, কথাটা বলিবার জন্য। কিন্তু পিতা কথা বলিবার পূর্ব্বেই কন্যা বলিল, "বাবা, আমাদের এখানে যে গৌর এলেন তাতো কেউ জা'নলো না। তুমি নবদ্বীপে যত ভাল কীর্ত্তনের দল আছে, সবাইকে কীর্ত্তন সহ নিমন্ত্রণ কর।" মহেন্দ্রবাবু সম্মত হইলেন। "আচ্ছা মা, কাল বিকাল হ'তেই কীর্ত্তন হবে।"

বহু কীর্ত্তনের দল নিমন্ত্রিত হইল। হরিসভায়ও নিমন্ত্রণ গেল। হরিসভার দল যাহাতে কীর্ত্তনে আসে এজন্য খোকার আগ্রহ খুব বেশী। হরিসভার শিতিকণ্ঠ পরিবারের সঙ্গেও খোকার কিছু-দিন যাবত এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। শিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটি পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পত্নী অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়েন। মাতৃহীন পিতৃস্নেহ বঞ্চিত খোকাকে পাইয়া তাহার উপর অপত্য স্নেহ অর্পণ করেন। খোকা শিতিকণ্ঠ গৃহিণীকে মা বলিয়া ডাকে। ঐ পরিবারের ছেলের মতই খোকার গতাগতি। খোকা পদরত্ন মহাশয়কেও দাছু ডাকিয়া তাঁহার পৌত্রস্নেহ আদায় করে। তাহার কোলের কাছে বসিয়া খোকা "দাছু গল্প বলুন" বলে। দাছুও সেই ক্ষ্যাপা নেহাল দাসজীর সংবাদ, হরিসভা প্রতিষ্ঠার কাহিনী, বিহারী কুম্ভকারের অদ্ভূত মৃত্যুর কথা, পিতা ব্রজনাথের অলৌকিক তিরো-ভাবের ঘটনা খোকার কাছে বলেন। ঐ সকল কথা খোকা বহুবার দাছু মথুরানাথের মুখে শুনিয়াছেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে খোকা হরিসভায় যাইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিল, "আপনিও কিন্তু কীর্ত্তনে যাবেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিতি কণ্ঠজীর সেদিন অন্য কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য ছিল। তিনি আদর ভরা সুরে বলিলেন, "খোকা, আজ তোমরা সব ছেলেরা গিয়ে কীর্ত্তন কর। শারিকা আছে, তাকে লইয়া যাও।" শারিকা রামদাসজী শুনিয়া আনন্দে বলিলেন,—"চল, আমরা সবাই যাই।" খোকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধু যাবেন কি?" রামদাসজী বলিলেন, "তাঁর কি ইচ্ছা আমি কি করিয়া বলিব? কেহই বলিতে পারে না। যাইতে ইচ্ছা হইলে তিনি আপনিই যাইবেন।"

ঐ তো নবগৌরাঙ্গ!

"বাজায়ে মৃদঙ্গ ও নবগৌরাঙ্গ
করিব কীর্ত্তন ধ্বনি
এস গো নয়নমনি।" —শ্রীকুঞ্জদাস

বালকদল এক সঙ্গে হরিসভা হইতে কীর্ত্তন ধরিয়া বাহির হইল। রামদাসজী আগদোঁহারে প্রভুর রচিত পদ ধরিয়াছেন। কীর্ত্তন যখন মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী পৌঁছিল, তখন অন্যান্য সমস্ত দল কীর্ত্তন শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। অপরাহ্ন হইতেই কীর্ত্তন চলিতেছিল। তখন একটি দল ছিলেন, তাহারাও তখন কীর্ত্তন শেষ করিয়া বাহিরে যাইতেছেন। হরিসভার দল প্রবেশ করিলেন।

মহেন্দ্রবাবু তখন একখানি তোয়ালে গায় দিয়া মিষ্টি বাতাসার থালা হাতে করিয়া দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। হাসিমুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায়ী ভক্তগণের হাতে প্রসাদ পরিবেশন করিতেছেন। ঠিক এই সময় মহেন্দ্রবাবুর সম্মুখ দিয়া, কীর্ত্তন দলকে পার্শ্বে রাখিয়া, একটি দীর্ঘাকৃতি তরুণ কিশোর দ্রুত গতিতে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। বৈদ্যুতিক আঘাতে যেমন চমক লাগে—সমস্ত বাড়ীখানা যেন সেইরূপ চমকিত হইয়া উঠিল। নবকিশোরের সর্ব্বাঙ্গ মটকার বস্ত্রে ঢাকা। কেবল শ্রীমুখখানি উন্মুক্ত। যে কোঠায় গৌর প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই কোঠায় প্রবেশ করিয়াই তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। যাহারা জানেন তাহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "বন্ধু আসিয়াছেন।"

প্রাণ-মাতান কীর্ত্তন অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। কীর্ত্তন শেষ হইবার কিছু সময় পূর্ব্বেই, বস্ত্রাবৃত তনু বন্ধুসুন্দর যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই বিদ্যুতের মত চলিয়া গেলেন। সেদিনকার অভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তন শ্রবণে ও "অপরিকলিতপূর্ব্ব" মূর্ত্তি দর্শনে মহেন্দ্রবাবু একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। পর দিবস ক্ষেপীমা মহেন্দ্রবাবুকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—"ঐ তো নবগৌরাঙ্গ। ক্রমে কত দেখবি, কত বুঝবি। তোর বেটীই সব প্রকাশ করবে।"

ইহার পর বন্ধুসুন্দর মাঝে মাঝে যদৃচ্ছাক্রমে মহেন্দ্রবাবুর বাসায় আসিতেন। প্রথম দিনের মতই সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা অবস্থায় চকিতের মত আসিয়া গৌরের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিতেন। আবার ইচ্ছাসুখে হঠাৎ চলিয়া যাইতেন। যে দরজা দিয়া ঐ ঘরে গৌরের ভোগ দেওয়া হইত, লক্ষ্মী সেই দরজায় একটা ছোট ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছিল। বন্ধু আসিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতক্ষণ থাকিতেন, ঐ ছিদ্র দিয়া তাকাইয়া রূপ মাধুরী আস্বাদন করিত। কখনও মাকে বাবাকে ডাকিয়া দেখাইত। তাঁহারাও ঐ নিরুপম বস্তুর দর্শন লাভ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

ইহাদের কথা প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীনবদ্বীপ দাস নিজ ডাইরীতে লিখিয়াছেন,—"মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রীর ও কন্যার প্রভুতে যে অনুরাগ দেখিয়াছি সে অনুরাগ আর কোথাও দেখা যায় না। প্রতিদিন প্রভুকে দর্শন করিতে সন্ধ্যার পর হরিসভায় আসিতেন। প্রভু কখনও কখনও দর্শন দিতেন, কথাও বলিতেন। যেদিন দর্শন পাইতেন, দুই জনেই চক্ষের জলে ভাসিতেন। যেমন মা তেমনি মেয়ে। তাঁহাদের এত অনুরাগ ও ভক্তি বিশ্বাস যে, কাহারও কোন কথার অপেক্ষা না করিয়া নিঃসঙ্কোচে প্রভুর কাছে আসিতেন। অতি পবিত্রভাব ও নিষ্ঠার আদর্শ। প্রভু ঘরের ভিতর হইতেই কথা বলিতেন, তাঁহারা বাহিরে থাকিয়া শুনিতেন। বাহিরেই প্রণামাদি করিতেন। তাহাতেই কৃতার্থ হইতেন।"

প্রভু বন্ধুসুন্দর একদিন নবদ্বীপ দাসকে বলিলেন, "নবা, মহেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে চল্লিশটা টাকা চাহিয়া আন। নবদ্বীপ মহেন্দ্রবাবুর কাছে গিয়া প্রভুর টাকার প্রয়োজন জানাইলেন। মহেন্দ্রবাবু রসিক লোক ছিলেন। বলিলেন, "প্রভু আমাকে টাকা দিয়া নিলেই পারেন!" নবদ্বীপ উত্তর করিলেন, "প্রভু তো আপনাকে যথেষ্ট টাকা দিয়াছেনই। তাই এখন চাহিতেছেন।" মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি তো বড় ধুরন্ধর ছেলে!" স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রভু কৃপা করিয়া টাকা চাহিয়াছেন।"

"কত টাকা ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মাত্র চল্লিশ টাকা।"

মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে টাকা আনিয়া দিয়া প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণতা হইলেন। প্রভুর প্রয়োজনে টাকা দিতে মহেন্দ্র দম্পতি যেন নিজেদের কৃত কৃতার্থ মনে করিতেন।

নব অবতারের মন্ত্র

"মহাউদ্ধারণকে মহানাম কহে।" —শ্রীবন্ধু

হরিসভার শ্রীগৌরসুন্দরের মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে একটি অপূর্ব্ব মাধবী লতার কুঞ্জ। তদভ্যন্তরে বন্ধুসুন্দরের গৃহ। বন্ধু-সুন্দর গৃহে আপন মনে আছেন। খোকা বন্ধুর গৃহের নিকটে গিয়া বলিল, "বন্ধু, আমাকে কিছু দিবেন না?" কোন সাড়া নাই। খোকা সহজ প্রাণের সারল্যমাখা কণ্ঠে তিন চারবার ঐরূপ বলিলে, দরজাখানি একটু ফাঁক করিয়া বন্ধুসুন্দর এক টুকরা কাগজ ফেলিয়া দিলেন। খোকা তাহা মস্তকে স্পর্শ করিয়া পরম উল্লাসে খুলিল। যাহা তাহাকে দিলেন, তাহার অর্থ সে কিছুই বুঝিল না। শিতিকণ্ঠজীকে দেখাইল। তিনি বলিলেন, "নব অবতারের ইহাই মন্ত্র। যত্নে রাখিবে।"

খোকা কাগজখানি লইয়া লক্ষ্মীকে দেখাইল। লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, "অতি গুপ্ত রহস্য। এখন আমার কাছে থাক্।" মহেন্দ্র-বাবুও দেখিলেন। তিনি লক্ষ্মীকে বলিলেন, "মা, তুমি যদি ইহার রহস্য বলিতে পার, তবেই রাখ, নতুবা কেন রাখিবে?" লক্ষ্মী বলিল, "বাবা, পরে বলিব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুদিন পর লক্ষ্মী একদিন একখানি কাগজে কিছু গুপ্ত রহস্য লিখিয়া খোকাকে দিল, এই লেখা পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর লেখার মর্ম্মার্থ ব্যঞ্জক মনে হয়। মহেন্দ্রবাবু উহা পড়িলেন। পড়িয়া অবাক হইলেন। ঐ লেখাটী ১৩০১ সনের ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের। লক্ষ্মী খোকাকে বলিল, "সময় হইলে সব প্রকাশ হবে। প্রকাশের সময় ও সঙ্কেত আমি বলিয়া দিব। খুব গোপনে রাখবি।"

কয়েকদিন পর মহেন্দ্রবাবু কাগজখানি খোকার নিকট হইতে লইয়া আদরিণী ক্ষেপীমাকে দেখাইলেন। ক্ষেপী উহা দেখা মাত্রই উচ্চৈঃস্বরে অতি দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিল,—"সবই সত্য, অবিশ্বাস করিও না।" শ্রুত আছি, শ্রীবন্ধুসুন্দরের শ্রীকরাঙ্কিত কাগজখানি ও লক্ষ্মীর লিখিত কাগজখানি আজ পর্য্যন্ত খোকার নিকট আছে।

খোকা এখন আর খোকা নাই। বড় বাবাজী শ্রীরাধারমণ চরণ দাসজীর কৃপার স্পর্শ পাইয়া, শ্রীরামদাস বাবাজীর স্নেহের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইয়া, তিনি আজ বহুকাল যাবত পুরীধামে নিষ্কিঞ্চনের বেশে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীনীলাচল ধামে শ্রীনরেন্দ্র সরোবরের তীরে শ্যামদাস বাবাজী যে "বন্ধু আশ্রম" স্থাপন করিয়াছেন, কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি সেখানে সেবাইত পদে ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি সমুদ্র তটে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাজ বাড়ীতে অবস্থান করতঃ ভজনানন্দে নিমগ্ন আছেন। তাঁহার গুরুদত্ত নাম শ্রীনিতাই দাস। হরিসভার ইতিবৃত্ত, মহেন্দ্রবাবুর কন্যার কাহিনী যাহা লিখিত হইতেছে, ইহার অধিকাংশই শ্রীনিতাই দাসের ভাণ্ডার হইতে চুরি করা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু বন্ধুসুন্দরের শ্রীহস্তের ঐ কাগজখানি "খোকা" একদিন শ্রীল রাধারমণ চরণদাসজীকে দেখাইলে, তিনি বলিলেন, "ইহা এবারকার প্রচ্ছন্ন লীলা, গোপনে রাখিবে। সময় হইলে বুঝিতে পারিবে।" শ্রীবন্ধুসুন্দর কোনও সময় হরিসভা হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলে, তাঁহার গৃহে খোকা একটি আতরের শিশি পাইয়াছিল। ঐ শিশির উপর বন্ধুসুন্দরের শ্রীঅঙ্গুলির একটি চিহ্ন আছে। খোকা শ্রীনিতাইদাস ঐ শিশিটি, পূর্ব্বোক্ত ঐ রহস্যময় শ্রীহস্তের অক্ষরযুক্ত কাগজটুকু আজ পর্য্যন্ত বুকের ধন করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রুত আছি, শ্রীমন্দিরে বিগ্রহের মত ঐসব পরম বস্তু নিত্য সেবিত হয়েন।

"তোদের পিছনেই থাকি"

যদি চ'লে যাই পথে, শ্যাম যায় মোর সাথে সাথে
চরণে চরণ ঠেকাইয়া।

—শ্রীযদুনাথ দাস

শ্রীনিতাই দাসকে ছাড়িয়া আমরা আবার "খোকা"র অনুসরণ করিব। একদিন বৈকাল বেলা খোকা আগমেশ্বরীতলা রাস্তায় বেড়াইতেছে। পথে লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা। লক্ষ্মী খোকাকে লইয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে চলিল। চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল বন্ধু তোকে কি বলিতেছিল রে?" খোকা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "তুই কি করিয়া জানলি?" "যেভাবে হোক জানি, তুই বল না!" খোকা সব বলিল। লক্ষ্মী হাসিতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসায় পৌঁছিয়া লক্ষ্মী বলিল "বাবা, চল ছাঁদের উপর, একটা কথা শোনাব। মহেন্দ্রবাবু ও খোকা ছাঁদের উপর বসিল। লক্ষ্মী থালায় করিয়া কিছু ফল ও সন্দেশ আনিয়া পিতাকে ও খোকাকে দিয়া বলিল, "নবগৌরের আনা গৌরের প্রসাদ একটু পাও।" লক্ষ্মী খোকাকে বলিল, "কাল রাত্রের তমাল তলার কথা বাবাকে বল।" খোকা বলিতে লাগিল,—

"গতকল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি শচী গোঁসাইর বাড়ীতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সেই স্থানে রাত্র প্রায় আটটা বাজিল। সেখান হইতে মহাপ্রভুর বাড়ীতে দর্শন করিতে গেলাম। তখন সেখানে কীর্ত্তন হইতেছে। তুলসী বেদীর নিকট দাঁড়াইয়া মহাপ্রভু দর্শন করিব মনে করিয়া আমি সেই স্থানে গেলাম। দেখি, একটী দীর্ঘকায় পুরুষ বস্ত্রদ্বারা নিজ দেহটি ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া আমার দর্শন করার সুবিধা হইতেছিল না। সেইজন্য তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই মৃদুমধুর স্বরে বলিলেন, "তুমি হরিসভায় যাবে?" কণ্ঠস্বর শুনিয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম। বুঝিলাম কে। বলিলাম "যাব।" আমি বাহির হইলাম। তিনি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। আসিতে আসিতে যখন তমাল তলায় আসিয়াছি তখন পশ্চাৎ হইতে মধুরাতিমধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোর সই কাকে ভাবে রে?" আমি বুঝিলাম, বন্ধু লক্ষ্মীর কথা বলিতেছেন।

আমি বলিলাম, "আমার পিছনে যে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঠাৎ কেন যেন ঐ উত্তর আমার মুখ হইতে বাহির হইল। মোহনকণ্ঠে যেন আরও মাধুর্য্যের প্রবাহ ছুটাইয়া পুনরায় কহিলেন, "মনে রাখিস্, আমি তোদের পিছনেই থাকি।"

কথা শুনিয়া মহেন্দ্রবাবুর নয়ন সজল হইয়া উঠিল। লক্ষ্মী বলিল, "একটা বন্ধুর কীর্ত্তন গাও না?" খোকা প্রভু বন্ধুর একটি পদ গান ধরিল। গান শুনিতে শুনিতে লক্ষ্মী ভাব বিহ্বল হইয়া পড়িল। চোখ মুখ লাল হইয়া গেল। কীর্ত্তনান্তে ভাবস্থ অবস্থাতেই যেন বলিতে লাগিল,—

"শ্রীবাস অঙ্গনে যে লীলা হইয়াছিল, তাহা বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া। কিন্তু এবারকার লীলা অতি রহস্যময়। নিজে ঘরে বন্ধ রহিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া সকলকে প্রবেশাধিকার দিবেন। এবার শ্রীবাস অঙ্গনে না হইয়া শ্রীগদাধর অঙ্গনে লীলা। গদাধর আলয়টি শ্রীধাম নবদ্বীপ হরিসভা। এইটি এবার নবগৌরের লীলার যোগপীঠ। এখানে এবার একে একে সকলেই কীর্ত্তন লীলা করিবেন *। সবাই দেখিবে। সকলেই আসিয়াছে। কেহই বাকি নাই। চেনা বড় কঠিন। তাঁহাদের দয়া হইলেই চিনিতে পারিবে।"

সেইদিন লক্ষ্মী আরও অনেক কথা বলিয়াছিল। খোকা ও মহেন্দ্রবাবু শুনিয়াছিলেন। সাক্ষ্য দিতে মহেন্দ্রবাবু বাঁচিয়া নাই।

---

* "হরিসভায় সে মিলন, সে মহাপুরুষগণ,
কৃপা যত কে বর্ণিতে পারে।"

—শ্রীরামদাসজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খোকা এখনও আমাদের মধ্যে আছে। সে বলে, সেদিন লক্ষ্মীর কথায় যে যে ভবিষ্যদ্বাক্তি ছিল, সবই সফল দেখিতেছি।

প্রেম পূজারিণী

নব নব ব্রজবালা উল্লাসে ধায়
(বাঁকা সখার বাঁশী শুনে না) —শ্রীবন্ধু

ভক্তিমতী রাইমাতার বন্ধুকৃপা প্রাপ্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে *। রাইমাতার বাড়ী হরিসভার পশ্চাতেই। স্থানটি অতি মনোরম। কতগুলি আম কাঁঠালের গাছ বাড়ীখানি কুঞ্জবনের মত ঘিরিয়া আছে। রাইমাতা বাড়ীর মধ্যে একটি রাধাকুণ্ড ও একটি শ্যামকুণ্ড তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছেন। কুণ্ড যুগলের সঙ্গম স্থলে বসিয়া মাতা নিত্য লীলামাধুরী আস্বাদন করেন, স্মরণে ধ্যানে—অনুভবে। কিছুদূরে একটি মন্দির। পার্শ্বে ভোগের ঘর ও বিশ্রাম প্রকোষ্ঠ। রাইমাতার বাড়ীটী যেন ব্রজের কুঞ্জ।

একদিন লক্ষ্মী খোকাকে বলিল, "আজ সন্ধ্যার পর পোড়া-মা তলার যোগিনীমাতাকে † আমার কথা বলিয়া রাইমাতার বাড়ী ডাকিয়া আনবি। আমি সেখানে থাকিব।" খোকা লক্ষ্মীর কথামত কার্য্য করিল।

রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। রাইমাতা তাঁহার ছোট মন্দিরটির

---

* বন্ধুলীলা তরঙ্গিণী ২য় খণ্ড ৩৫৭ পৃষ্ঠা

† বন্ধুলীলা তরঙ্গিণী ২য় খণ্ড ৩৬০ পৃষ্ঠা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরজায় জপমালা হস্তে লীলা স্মরণে নিমগ্না। যোগিনীমাতা ভোগের ঘরের সম্মুখে অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে ধ্যান পরায়ণা। লক্ষ্মী রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের সঙ্গমস্থলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে দণ্ডায়মানা। তাহার পার্শ্বে পার্ব্বতী। পার্ব্বতী বন্ধুভক্ত বিহারী মাঝির ছোট বোন। লক্ষ্মীর প্রিয় সঙ্গিনী। পার্ব্বতীর হাতে এক সাজি সুগন্ধি ফুল। উৎকণ্ঠিতা চারিটি ভক্তিমাখা হৃদয় কাহার যেন অপেক্ষায় নিশ্চল ছবির মত অবস্থান করিতেছেন। এক কোণের দিকে —বুঝি বা সাক্ষী দিবার জন্য দ্রষ্টা সঞ্জয়ের মত— খোকাও আছে। লক্ষ্মী একটিবার খোকার কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আজকের খেলা "চুপটি করিয়া দেখিবে।" এই কথা বলিয়া পুনরায় কুণ্ডদ্বয়ের সংযোগ স্থলে গিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মীর নয়ন ধ্যানস্তিমিত। কিছু সময় গভীর নীরবতা রাজত্ব করিতে লাগিল।

হঠাৎ, কে জানে কোন্‌দিক হইতে গগনভালে শুকতারাটির মত সাধনের ধন আসিলেন। ফুলের অঙ্গখানি বস্ত্রে ঢাকা। শ্রীমুখখানি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। মুখচন্দ্রের নিরূপম ছটায় আকাশের পূর্ণ শশী যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। অধর কোণে বাঁকান মধুর হাসির লহরী তুলিয়া বন্ধুধন অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে দাঁড়াইলেন। লক্ষ্মী অতি সন্তর্পণে বন্ধুর নিকটে গিয়া নত জানু হইয়া বসিল। পার্ব্বতী ফুলের ডালা হাতে করিয়া নিকটে দাঁড়াইল। লক্ষ্মী একটি একটি করিয়া ফুল হাতে লইয়া কি যেন বলিয়া বলিয়া শ্রীচরণে অর্পণ করিতে লাগিল।

লক্ষ্মী কী বলিয়াছিল, আমরা কেহ শুনিতে পাই নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিতে সাধ জাগে। লক্ষ্মীর লেখা কয়েক টুক্‌রা পত্রখণ্ড আমরা পাইয়াছি। ফুল দিতে দিতে লক্ষ্মী কি সেই পত্রে লেখা প্রাণের ভাষাই অন্তরে উচ্চারণ করিয়াছিল! এই যে,—

বন্ধু! আমি সংযম মন্দিরে তোমার অনুগত।
আমি ভক্তি মন্দিরে তোমায় ভালবাসি।
আমি প্রেম মন্দিরে তোমায় পূজা করি।
আমি স্থিরতা মন্দিরে তোমার পাদস্পর্শ লাভ করি।
আমি আনন্দ মন্দিরে তোমার নয়ন দর্শন করি।
আমি আবেশ মন্দিরে তোমাকে অনুভব করি।
আমি ধ্যান মন্দিরে তোমার জন্য প্রযত্ন করি।
আমি শান্তি মন্দিরে তোমায় উপভোগ করি।

বন্ধু! আমি দুষ্ট হই বা শান্ত হই, আমি তোমারই।
আমি সাধু হই বা পাপী হই, আমি তোমারই।
যেহেতু, তোমার সম্পূর্ণতার অনপনেয় মূর্ত্তি
আমার মধ্যে বিরাজিত। আমার বাহ্যিক
মূঢ়তায়, কলঙ্ক অপনয়ন করিতে এবং তুমি ও
আমি একই স্থানে ছিলাম ও আছি এই
বোধ করিয়া যেন তোমা ছাড়া না হই।

বন্ধু! বন্ধু! বন্ধু!

সুষুপ্তির গভীর হ'তে জাগি, আমি
উঠিলাম যবে জাগ্রতের ঘূর্ণ্যমান সোপান
উপর, চুপে চুপে কে কহিল কর্ণে—

বন্ধু! বন্ধু! বন্ধু!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি যে আমার জীবন। রাত্রি বিরহের
পরে উল্লাসে উঠিয়া বসি উষার আসনে
উচ্চারিবে তালে তালে আমার পরাণ—
বন্ধু! বন্ধু! বন্ধু!

আঁকা বাঁকা সোজা পথে যেথায় সেথায় যাই
আলোকেতে আঁধারেতে যেথাই বেড়াই
সেথায় আমার মন তব দিকে অনুক্ষণ
চাহিয়া রহিবে। কর্ম্ম যুদ্ধে ঝাঁপাইব
হুঙ্কারিয়া তব নাম, গাহিব অবিরাম—
বন্ধু! বন্ধু! বন্ধু!

দৈব আকাশের মেঘ যবে, দুঃখ বজ্র
করিবে নিনাদ। সে শব্দ করিব স্তব্ধ
ফুৎকারিয়া তব নাম—
বন্ধু! বন্ধু! বন্ধু!

তন্তুবায় মন মোর নিদ্রা বস্ত্রোপরি'
বুনিতে শিখিবে যবে স্বপন সুন্দর
সেথায় তোমার নাম বুনিব প্রথম
ওগো প্রাণের—
বন্ধু! বন্ধু! বন্ধু!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গভীর হইলে নিশি সুষুপ্তির ঘরে
ডাকে যবে অবিরত সুশান্তি আমায়
আনন্দে আনন্দে আসে নাচিয়া গাহিয়া
মরমের সখা তুমি—
বন্ধু ! বন্ধু ! বন্ধু !

সেদিনকার সেই প্রেমের পূজা কতক্ষণ চলিয়াছিল কে জানে ! রাইমাতা, যোগিনীমাতা ধ্যানরতা। পার্ব্বতী পুষ্প পাত্র করে পলকহারা। পার্শ্বে খোকাও আত্মহারা। সে সেদিন যাহা দেখিয়াছিল আজও ধ্যাননেত্রে দেখিবার চেষ্টা করে, তেমনটি আর হয় না। মরমের জন পাইলে চোখের জলে দু'চার কথা ব্যক্ত করিতে চায়। ভাষায় কুলায় না।

বন্ধুসুন্দর কখন যেন চলিয়া গিয়াছেন ! লক্ষ্মী খোকার কাছে আসিয়া বলিল, "এবারকার মত শেষ দেখা।" এই বলিয়া পার্ব্বতীকে লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

বস্তুতঃ লক্ষ্মীর দেখা, দেখার মত দেখা এই প্রথম, এই শেষ। ইতঃপূর্ব্বে যতদিন দেখা, সে কেবল কপাটের রন্ধ্রপথে। এমনি করিয়া কাছে দাঁড়াইয়া শ্রীচরণ স্পর্শের সৌভাগ্য আর দেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সেদিন কেবল আমি যাই নাই।"

শান্তিপুরি শ্রীঅদ্বৈত গৃহাকৃষ্ট গৌর হে।
"প্রিয়া" বিনা লক্ষজনা পরিদৃষ্ট গৌর হে॥

—শ্রীগৌরস্মরণ মঙ্গল

একদিন মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "মা, তুমি তো অনেক কথাই বলিয়াছ। নবগৌর আসিয়াছেন, তাঁহাকে চিনাইয়াছ। কিন্তু তোমার কথা তো কিছুই বলিলে না! বল দেখি মা, তুমি কে?" বাবার কথা শুনিয়া লক্ষ্মী বলিল, "বাবা, আমি আপনার কন্যা। ইহার অধিক জানিলে আমার উপর আপনার স্নেহ ভালবাসা থাকিবে না।" অপর একদিন খোকাও লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকেও বল্‌বি না তুই কে?" লক্ষ্মী কি যেন বলিতে যাইয়া থামিয়া গেল। বলিল, "সময় হইলে বলিব।"

অপর একদিন লক্ষ্মীর ইচ্ছানুসারে খোকা বন্ধুর পদকীর্ত্তন করিতেছে। শুনিতে শুনিতে লক্ষ্মী আবিষ্টা হইয়া পড়িতেছে। কিছুক্ষণ পরে ধীরে বলা হইতে লাগিল,—"সেইদিনের কথা কি তোর মনে নাই? যে দিন কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে আসিয়া খবর দিয়া পাঠাইয়া ভক্তবৃন্দ ও মাকে লইয়া গেলেন, সেদিন কেবল আমি যাই নাই। অনশনে পড়িয়া থাকি। তারপর একটু নিদ্রা আসিলে দেখি, নিকটে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,— "বর্ত্তমানে আমি সন্ন্যাস লইয়াছি। এ অবস্থায় আর দেখা হইবে না। অল্পদিন পরেই আবার আসিব। সেই সময় আমি নিজে আসিয়া দেখা দিব। স্থির হও।" এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হন। তাই তো এবার আমার জন্ম সময় তিনি শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন *। এইবার আসিয়া আমাকে দেখা দিয়া গেলেন।" বলিতে বলিতে লক্ষ্মী নীরব হইয়া গেল। অবশিষ্ট কথা নয়ন ধারা গাহিতে লাগিল।

বিরহিণীর আর্ত্তি

ক নাম কৃষ্ণস্য কৃপাকটাক্ষঃ
ক ভাবদস্মিন্ বত নোভিলাষঃ।
রত্নাকর স্যোদরবর্ত্তি রত্নং
বয়ং করেণৈব জিহীর্ষবঃ স্মঃ॥

—শ্রীকবিকর্ণপুর

লক্ষ্মী চৌদ্দ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করতঃ নিত্যলোকে গমন করে। অপ্রকটের পূর্ব্বে আবার এবারও তীব্র বিরহজ্বালা ভোগ করিতে হইয়াছিল। লক্ষ্মীর লিখিত আর একখানি চিঠি পাওয়া গিয়াছে। উহা তীব্র বিরহের বেদনায় ভরা। চিঠির ভাব ও ভাষা অপ্রাকৃত।

"আমার অন্তরের নিভৃত কন্দরে তোমার জন্য সিংহাসন রচনা করিয়া রাখিয়াছি। তোমার প্রতীক্ষায় আমার আনন্দ প্রদীপ ক্ষীণাভ। তোমার আগমনে তাহা সমুজ্জ্বল হইবে।

তোমার আগমন হউক বা না হউক যাবৎ অশ্রু

---

* বন্ধুলীলা তরঙ্গিণী ১ম খণ্ড ১৫৬ পৃষ্ঠা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীরকে দ্রবীভূত না করে, তাবৎ আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব। তোমার তুষ্টির জন্য আমার প্রেম-সুরভিত অশ্রু তোমার শান্তিময় চরণ সিক্ত করিবে। তোমার আগমন প্রতীক্ষায় আমার হৃদয় সিংহাসন শূন্য থাকিবে।

তোমার নিকট কিছুই বলিব না কিছুই চাহিব না। আমি এইমাত্রই জানিয়াই থাকিব যে, তোমার প্রতীক্ষায় রত আমার হৃদয়ের ব্যথা তুমি অবগত আছ। তোমার প্রেম আমার ভক্তি-মন্দিরে চির জাজ্জ্বল্যমান হউক। আমি যেন সকলের অন্তরে তোমার প্রেম উন্মেষিত করিতে পারি। তুমি আমার ভগ্ন চিন্তা-তরীর কাণ্ডারী হও।"

"বলিবার নয়, কেবল অনুভবের।"

সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়

—শ্রীবিদ্যাপতি

ইহধাম ত্যাগ করিবার কয়েক দিবস পূর্ব্বে লক্ষ্মী একদিন খোকাকে বলিল, "আমি যাব।" খোকা জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাবি?" লক্ষ্মী উত্তর করিল, "যেখানে কোন বাধা বিঘ্ন নাই। বল দেখি কোথায়?" খোকা বলিল, "বন্ধুর নিকট।" লক্ষ্মী খোকার মুখে হাত চাপা দিল। তারপর বলিল,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তোর সঙ্গে সেখানে দেখা হবে। একথা কাহাকেও বলবি না। তুইও একদিন আমার মত মনের কথা মনে মনে ভাববি। সময় হইলে দেখবি গুপ্ত শ্রীবাসের অঙ্গনে যখন গৌরের আবির্ভাব হবে, তখন রাধাকৃষ্ণ লীলারস প্রকাশ পাবে। যখন নিতাই-চাঁদের আবির্ভাব হবে, তখন নামে প্রেমে ভাসাইয়া জগতকে গৌরপ্রেমে উন্মুখী করাবে। যখন অদ্বৈতাচার্য্যের আবির্ভাব হবে, তখন জগতের আচার্য্য হইয়া আচার নিয়ম নিষ্ঠা ও ভজন সাধনের শিক্ষাদান করিবেন। যখন গদাধরের আবির্ভাব হবে তখন কেবল বিরহ বিচ্ছেদ ভাব প্রকাশ হইয়া জগৎ কাঁদাইয়া দিবে। যখন ভক্তবৃন্দের আবির্ভাব হবে, তখন অতি দীনভাবে সকলের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইয়া জগৎকে ভক্তভাব শিক্ষা দিবেন। এসব বলিবার নয়, কেবল অনুভবের। আর বলিতে পারিব না।"

লক্ষ্মীর আর একখানি চিঠি
"কেবল তোমারি জন্য"

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাস জগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাং॥

—শ্রীশুক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে বন্ধু! পৃথিবীর সকলকেই ভ্রাতৃবোধ করিয়া, তোমার নিত্য সহচর কর্ত্তৃক চালিত হইয়া আমি যেন তব গুণ গাহিতে পারি। আমি বিবেচনা করিব, ইচ্ছা করিব, কর্ম্ম করিব কিন্তু আমার বিচার, ইচ্ছা ও কর্ম্মকে তুমি প্রকৃত কর্ত্তব্য পথে চালিত কর। কেবল তোমারই জন্য আমি সৃষ্ট।

প্রভাত বেদীর উপর তোমার পদপ্রান্তে বিনীতভাবে ভক্তিপুষ্প নিবেদন করিবার জন্যই আমার সৃষ্টি। তোমার আগমন প্রতীক্ষা,—তোমার আগমনে অশ্রু জলে তোমার পদযুগল ধৌত করিবার জন্য ও তোমার সেবা করিবার জন্যই আমার হস্তদ্বয় সৃষ্ট।

আমার কণ্ঠ তোমার মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য। আমার চক্ষু তোমার প্রেমময় মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য। আমার কর্ণ-যুগল তোমার পদশব্দের প্রতিধ্বনি ও হৃদয় ক্ষেত্রে তোমার মধুর সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ করিবার জন্যই সৃষ্ট।

আমার স্বকৃত ভবিতব্য যদি আমায় সকল বস্তু হইতে বঞ্চিত করে, তথাপি আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। কিন্তু যে ভ্রম আমায় তোমার নিকট হইতে দূরে রাখে, সে ভ্রমে যেন পতিত না হই। আমি সর্ব্বদা প্রার্থনা করি, যেন তুমি আমায় তোমাব নাম গানে বঞ্চিত না কর। আমাকে শিক্ষা দাও, আমি যেন তোমাকেই একমাত্র বন্ধু বলিতে পারি।"

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সব চিঠি একখানিও প্রভুবন্ধু পাঠ করেন নাই। অধিকাংশ সময়ই প্রভু ভক্তদের চিঠি পড়িতেন না। অন্তরের সকল কথা পত্রে লিখিত হইবার পূর্ব্বেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি সব জানেন, তার আর পত্র পড়িবার দরকারই বা হইবে কেন। ঐ সব পত্র লক্ষ্মী ফুলের সাজির মধ্যে, খাবারের চুপড়ির মধ্যে, মিঠাইর হাড়ীর মধ্যে দিয়া দিত। বন্ধুসুন্দর খামগুলি খুলিতেন না। স্পর্শ করিয়া ফেলিয়া দিতেন। বালক খোকা কি জানি কি ভাবিয়া উহার কয়েকখানি সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল। তাই এই অমূল্য সামগ্রী আজ ভক্তদের আস্বাদনের বস্তু হইল। এই চিঠি কয়েকটির মধ্যে নিজ নির্ম্মল হৃদয়ের ছবিখানি আঁকিয়া রাখা ছাড়া লক্ষ্মী এ জগতে আপনার আর কোন চিহ্নই রাখিয়া যায় নাই। ধন্য খোকার বুদ্ধি! ধন্য তার বুদ্ধির প্রেরক। যে বুদ্ধিবলে সে অর্থ না বুঝিয়াও ঐ মহার্ঘ্য পত্রগুলি অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিয়া, আজ সুদীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দী বুকে দোলাইয়া রাখিয়াছে!

"আমার নাম কিরূপে জানিলে?"

অতুলকৃষ্ণ জীবন রমেশাদি প্রাণধন।
বালকৃষ্ণ সঞ্জীবন বিভর প্রেমজীবন॥

—শ্রীবালকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ

নবদ্বীপ দাসকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবাস অঙ্গনের ঘাটে প্রভুবন্ধু স্নান করিতে আসিয়াছেন। গভীরা রজনী, গাঢ় অন্ধকার। নিজ অঙ্গচ্ছটায় গঙ্গাতীরের আঁধার দূর করতঃ বন্ধুসুন্দর উপবিষ্ট। পার্শ্বে নবদ্বীপ দাস বসিয়া আছেন। নির্ণিমেষ লোচনে তিনি মুখচন্দ্রের শোভা দর্শন করিতেছেন। শ্রীমুখের দিকে তাকান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তদের নিষেধ ছিল। তবু ভক্তগণ চুরি করিয়া ঐ অপার্থিব সুধা আস্বাদন করিতেন।

বন্ধুহরি নিধু-নিকুঞ্জবনের কোন এক অনির্ব্বচনীয় কেলি-বিলাস রস-মধুরিমায় তন্ময় হইয়া আছেন। হঠাৎ সে তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া গেল। সুপ্তোত্থিতের মত বন্ধুসুন্দর হঠাৎ ডাকিলেন—"নবদ্বীপ! নবদ্বীপ!" আদরের ডাকে নবদ্বীপ গলিয়া গেলেন। ডাকটির ভাষায় আদর থাকিলেও সুরের মধ্যে একটা ত্রাসের ভাব ছিল। কৃপানুগৃহীত নবদ্বীপচন্দ্রের শ্রবণে সেটুকু বাজিল। নবদ্বীপ সাড়া দিয়া কাছে দাঁড়াইল। "নবা, তুই এখনি বড়াল ঘাটে যা। দেখ্‌বি, একজন ভক্ত মধ্য-গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করছে। "বালকৃষ্ণ" নাম ধরিয়া ডাক দিবি ও বলবি, প্রভু আপনাকে আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছেন।"

আদেশ প্রাপ্তিমাত্র নবদ্বীপ ছুটিল। পথের অন্ধকার বা অন্য কিছু তাহার গতি একটুও রোধ করিতে পারিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘাটে পৌঁছিয়া সত্য সত্যই তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন, একটি লোক জলে নামিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত। নবদ্বীপ দাস অমনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন—"বালকৃষ্ণ! বালকৃষ্ণ! প্রভু আপনাকে আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছেন।"

শব্দ কয়টি ঠিক মন্ত্রের মত কাজ করিল। শ্রবণে প্রবেশ করা মাত্র নিমজ্জনেচ্ছু ব্যক্তিটি তীরের দিকে ফিরিলেন। তীরে আসিয়া নবদ্বীপ দাসের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন—"তুমি কে আমাকে রক্ষা করিলে? তুমি আমার নাম কিরূপে জানিলে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি কিছুই জানি না—আমার প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছি মাত্র।" বলিতে বলিতে নবদ্বীপ দাস তাঁহার হাত ধরিয়া প্রভুর কাছে লইয়া চলিলেন। তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ও তাঁহার মুখ দর্শন করিয়া নবদ্বীপ দাসের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, বালকৃষ্ণ একজন উন্নত-সত্ত্বা মহাপুরুষ। জহুরীর জহর চিনিতে সময় লাগে না।

বালকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার প্রভু কে ?" নবদ্বীপ দাস গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন,—"শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর।" নামটি শ্রবণ করিয়া বালকৃষ্ণ চমকিয়া উঠিলেন। ঐ নামটি তিনি ইতঃপূর্ব্বে দুইবার শুনিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার নিজ গুরুদেব জটীয়াবাবা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিজীর শ্রীমুখে, আর একদিন হুগলীর সাধক অন্নদা দত্ত মহাশয়ের আবেশোক্তিতে।

ধ্যানের ঠাকুর

অনেকদিন পূর্ব্বের কথা। একদিন ধ্যানকালে ইষ্টমূর্ত্তির স্থলে অন্য একটি মূর্ত্তি পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া বালকৃষ্ণ চিন্তিত চিত্তে নিজ গুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, ধ্যানকালে দৃষ্ট অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ঐ মোহন মূর্ত্তিটি কাহার? সর্ব্বজ্ঞ জটীয়া বাবা উত্তর করিলেন ;—"উনি শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু। উনি মহাবতারী, তোমার পরম ভাগ্যে দর্শন দিয়াছেন।" বালকৃষ্ণের আজ সেই কথা মনে পড়িল।

তারপর অনেক বৎসর পর ঘুরিতে ঘুরিতে বালকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হুগলীতে অন্নদাচরণ দত্ত মহাশয়ের ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন। সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া শুনিতে পাইয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ দেব জগদ্বন্ধুরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। গুরু বাক্যের সঙ্গে ভক্তের অনুভূতি মিলিয়া গেল। তবু বালকৃষ্ণ নব অবতারীকে অনুসন্ধান করিবার মত আগ্রহ লাভ করেন নাই। বালকৃষ্ণ উচ্চ শিক্ষিত যুবক। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম, এ, পাশ। সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী। শিবাবতার জটীয়া বাবার প্রিয় শিষ্য। এত প্রকারে যোগ্যজন হইয়াও আজ একমাত্র অনুসন্ধেয় ধনের সংবাদ পাইয়াও, সন্ধান করেন নাই। তাঁহাকে অনুসন্ধানও তিনি না করাইলে কেহ নিজ ইচ্ছায় করিতে পারে না। আজও ভক্তের অনুসন্ধানের ফলে নহে, ভগবানেরই অনুসন্ধানের ফলে ভক্ত ভক্তের হাত ধরিয়া ভগবদ্দর্শনে চলিয়াছেন।

"শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর" এই নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে বালকৃষ্ণের প্রাণ পূর্ব্বকথা স্মরণে চমকিত হইল। ভগবদ্দর্শন আশায় পরম উল্লসিত হইল, নিজ কৃতকর্ম্ম, যে কারণে আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সে কথা ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইল আর করুণাময়ের অপার করুণার পরশ অনুভব করিয়া বিগলিত হইল। চমৎকৃতি, উল্লাস, অনুতাপ ও কৃপা-দ্রবতা এই চারি ভাবের সাঙ্কর্য্যে বালকৃষ্ণের হৃদয়টি বর্ষাকালীন আকাশের মত বর্ষোণোন্মুখ হইয়া উঠিল।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শ্রীকৃষ্ণই স্বামী"

"সনাতন! দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।" —শ্রীকৃষ্ণদাস

সিক্ত বসন, সিক্ত নয়ন, কম্পমান কলেবর বালকৃষ্ণ ধ্যানের ধনের শ্রীমুখারবিন্দ দর্শন করিয়াই দণ্ডবৎ পড়িয়া গেলেন এবং ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর পরম মধুর স্বরে কয়েকটি কথা বলিলেন "বালকৃষ্ণ, তুমি কি জান না—আত্মহত্যায় আত্মশোধন হয় না! অনুতাপে আত্মশোধন হয়। পরে ভজনেই পাপের বীজ উন্মূলিত হয়। অনুতাপ যখন আসিয়াছে তখন পাপ কালিমা মুছিয়া গিয়াছে। এখন ভজনে নিবিষ্ট হও। তাহা হইলেই পাপের মূল উৎপাটিত হইয়া যাইবে। প্রাণ ভরিয়া কৃষ্ণ ভজন কর। শ্রীকৃষ্ণই স্বামী ও পরম দেবতা। নিজের বলিতে জীবের আর কেহই নাই।"

এই কথাগুলি বলিবার সময় ভক্ত নবদ্বীপ দাসকে মধ্যবর্ত্তী রাখিলেন। কোনও নবাগত জনের সহিত কথা বলিতে হইলে প্রভু অনেক সময়ই প্রিয় ভক্তদিগকে মাঝখানে রাখিতেন। কখনও বলিতেন—"ওকে বল।" উক্ত কথাগুলি ঐরূপভাবেই কহিলেন। অবশেষে নবদ্বীপ দাসকে বলিলেন, "নবদ্বীপ, বালকৃষ্ণকে এই কাপড়টা দে।" এই কথা বলিয়া নিজ পরিধেয় একখানি শুষ্ক বস্ত্র নবদ্বীপ দাসকে দেখাইয়া দিলেন। নবদ্বীপ দাস প্রণাম করিয়া বস্ত্রখানি তুলিয়া বালকৃষ্ণের হাতে দিলেন।

বিরিঞ্চি দুর্লভ প্রসাদী বস্ত্র পাইয়া বালকৃষ্ণের অঙ্গ কণ্টকিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া উঠিল। নয়নে গলদশ্রু ও সর্ব্ব শরীরে কম্পন দেখা দিল। সাত্ত্বিক ভাবোদয়ে বালকৃষ্ণ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। দেহ মনপ্রাণ এক করিয়া প্রাণারাম দেবতার চরণে আত্ম সমর্পণ করতঃ বালকৃষ্ণ তদবধি বন্ধু ভক্তগণের ইষ্টগোষ্ঠির শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

ব্রজবালা

শ্রীশ্রীপ্রভুর আদেশে বালকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনের রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বৈষ্ণব বেশ (ভেক) গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপর ইঁহার নাম হইয়াছিল—"ব্রজবালা।" ইনি অনেক সময় ব্রজগোপীর ভাবে ভাবিত হইয়া—ব্রজ বধূচিত বেশ ভূষা ও অলঙ্কার পরিধান করিতেন। সংকীর্ত্তনে অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে নৃত্য করিতেন। সেইরূপ নৃত্য-ভঙ্গি নরলোকে কোথাও দেখা যায় না। দেখিলেই মনে হইত যেন সাক্ষাৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবেশ মূর্ত্তি।

শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদ-পদ্মে ইঁহার ভক্তি বিশ্বাসও অচল অটল হইয়াছিল ও অনুরাগ পরিপক্ক দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরও পরম কৃপায় ইঁহাকে প্রগাঢ় স্নেহ করিতেন। সামান্য ত্রুটী দেখিলে শাসন-সূচক বাক্যও বলিতেন। এক সময় তাহাকে ভজনাতিরিক্ত বাজে বিষয় লইয়া বাক-বিতণ্ডা করিতে দেখিয়া বন্ধুসুন্দর নবদ্বীপ দাসকে বলিলেন,—

"বালকৃষ্ণকে মৌনব্রত গ্রহণ করিতে বল।" নবদ্বীপ প্রভুর আদেশ তাঁহাকে জানাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সে আদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিরোধারণ করিয়া এক দিবস মৌনব্রত পালন করিলেন। একদিন পর নবদ্বীপকে লিখিয়া দিলেন,—"প্রভুকে জানাও আমি মৌন থাকিতে পারি না, প্রাণ ছট্‌ফট্ করে।" নবদ্বীপ প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু হাসিয়া কহিলেন,—"আর মৌন থাকিতে হবে না। স্মরণানন্দে তন্ময় থাকুক।" সত্য সত্যই বন্ধুর কৃপাদেশে বালকৃষ্ণ অধিকাংশ সময়ই কৃষ্ণ প্রেমাবেশে তন্ময় থাকিতে সমর্থ হইতেন।

সদৈন্য বিলাপ

শ্রীশ্রীপ্রভুর পরম কৃপানুগ্রহে বালকৃষ্ণ ব্রজ কুঞ্জের মধুর ভজনের রসধারায় পরিস্নাত হইয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার স্বরচিত একটি আর্ত্তিপূর্ণ পদ উদ্ধৃত হইতেছে। ব্রজ ভজনের কোন্ গভীরতম ভূমিতে তিনি পোঁছিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, নিম্নোক্ত পদটি তাহার পরিচয় দিবে।—

"না ভজিনু প্রীতিসহ গৌর পদাম্বুজ
"হা গৌরাঙ্গ" বলি প্রাণ না কাঁদিল হায়,
যাপিনু বাগ্বিতণ্ডায় বিফলে জীবন।
না সেবিনু নিত্যানন্দ পদ কোকনদ,
বৃথা দিন ব'য়ে যায় নিতাই না ভজি,
প্রলাপ বচন কহি, পরনিন্দা দোষে,
কলুষিত করি সদা কোমল রসনা।
কর্কশ কুবাক্য কহি পীড়া দেই পরে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত অপরাধানল দহে এ জীবন,
বৈষ্ণবাপরাধানলে জ্বলি অহর্নিশ।

* * * * *

গোরা শশী অবতরি বিতরিলা প্রেম,
না দ্রবিল হিয়া মোর পাষাণ সদৃশ।
না উদিল প্রেমাঙ্কুর উষর হৃদয়ে
না জানি কি অপরাধে বিড়ম্বিলা বিধি।

না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ যুগল কিশোর
ব্রজের নিকুঞ্জবন মানসে ভাবিয়া,—
সুগন্ধি প্রসূন পুঞ্জ সুষমা নিলয়,
সখীর অনুগা ভাবে কল্পি সিদ্ধরূপ,
রহি সদা বৃন্দাবনে রাধাপদ যুগে,
বৃষভানুসুতানুজা সখী আজ্ঞাপরা,
মঞ্জরী অনুগা হ'য়ে পরম যতনে,
অনঙ্গ মঞ্জরী পদ হৃদয়ে ধরিয়া,
হৃদয় নিকুঞ্জ গেহে চিন্তি রাধিকার
কৃষ্ণ সম্মোহিণীপরা পিরীতি মূরতি
মহাভাবস্বরূপিনী আহ্লাদিনী-রূপা।—

না ভজিনু রাধাকানু পরাণ ভরিয়া,
না সেবিনু গুরুপদ প্রেমভক্তি ভরে,
শ্রীবৈষ্ণব পাদপদ্মে না উপজে রতি,
হা হতোঽস্মি এ দীনার কি হবে উপায় ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"লীলাম্বুধি"

শ্রীশ্রীপ্রভু ব্রজবালা শ্রীবালকৃষ্ণকে ব্রজধামে বাস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ব্রজবাস কালে ইনি "লীলাম্বুধি" নামক একখানি ভাবোচ্ছ্বাস পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীশ্রীনিতাই গৌর শ্রীশ্রীহরিপুরুষের জয়গাঁথা প্রাণ ভরিয়া কীর্ত্তন করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার নিজ জীবনের বহু গভীর অনুভূতির কথা তৎকালীন ভারতের বহু মহাপুরুষের গুণগাঁথা ও নিজ গুরুবর্গের যশোগীতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভক্তগণের আস্বাদনার্থ উক্ত লীলাম্বুধি শ্রীগ্রন্থে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না—

"শ্রীস্বামী বিবেকানন্দ করুণা সাগর,
উত্তাল তরঙ্গাপ্লুত প্রবাহ তুলিলা।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব পরম দেবতা
ঢালিলা করুণারাশি অজস্র প্রবাহে।

প্রভু শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বিতরিলা প্রেম,
প্রেমানন্দ সংকীর্ত্তন রসোল্লাসী বিভু,
গুপ্ত রহি জগদ্বন্ধু ভাসাইলা প্রেমে।

ধন্য প্রভু জগদ্বন্ধু জগদুদ্ধারণ,
মহাউদ্ধারণ প্রভু শ্রীহরিপুরুষ॥"

* * * *

"জগদ্বন্ধু প্রাণবন্ধু শ্রীহরিপুরুষ।
প্রেমদাতা নিত্যানন্দ প্রেমবন্যা বেগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাসাইবে ত্রিজগত সুর নর নারী,—
যক্ষ রক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদি সব,
পশু পক্ষী চরাচর স্থাবর জঙ্গম।

কর্ম্মী জ্ঞানী বাসভূমি ইউরোপ রুষ,
জার্ম্মান দেন্মার্ক ফ্রান্স আয়র্ল্যাণ্ড হলাণ্ড,
জাপান প্রভৃতি দ্বীপ সর্ব্ব মহাদেশ,
গ্রাম দেশ পল্লী পাড়া নগর সহর,
আমেরিকা আফ্রিকা বিশ্ব চরাচর,
অচিরে ভাসিবে গৌর প্রেমের বন্যায়।”

* * * *

মাতিবে তাণ্ডব নৃত্যে হরি সংকীর্ত্তনে,
মহারাস নৃত্যরসে উন্মত্ত হইবে,
কৃৎস্ন বিশ্ব চরাচর রাধে রাধে বলি,
রাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ জগদ্বন্ধু জয়,
গাইবে পঞ্চম স্বরে পরম হরিষে।”

* * * *

“প্রেমধাম শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণময়,
জগদ্বন্ধু প্রাণবন্ধু শ্রীহরিপুরুষ,
অবতরি মহাপ্রভু জগদুদ্ধারণ,
শাস্তা পাতা বিশ্বম্ভর প্রেম অবতার।

নৃত্য কর ভক্তবৃন্দ পরাণ খুলিয়া,—
গাও জগদ্বন্ধু নাম প্রাণবন্ধু গাও,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীহরিপুরুষ গাও শ্রীপুরুষোত্তম,
অষ্টপাশ বিনির্মুক্ত প্রেমভক্তি ভরে,
হর্ষে নাচে বালকৃষ্ণ মহামহোল্লাসে।

অবতার প্রকাশের আইল সময়,
মহাপ্রকাশ উল্লাসে নাচিবে আবার,
প্রেমানন্দে মাতি সবে গৌরাঙ্গ নিরখি।"

শ্রীশ্রীহরিপুরুষ সঙ্গীত

(লীলাম্বুধি হইতে উদ্ধৃত)

(১)

রাগিণী বেহাগ, তাল আড়াঠেকা

কোকনদ বিনিন্দিত জগদ্বন্ধু চরণ।
প্রেমভক্তি ভরে সবে স্মর অনুক্ষণ॥
মুখে বল জগদ্বন্ধু, হৃদে ভাব প্রাণবন্ধু,
রিপুকুল হবে বন্ধ্ পালাবে শমন॥
নবদ্বীপ বৃন্দাবন রাধিকা শরণ॥
সেবিবে ভানুনন্দিনী, শ্রীগোবিন্দ সোহাগিণী,
পূত রাঙ্গা পা তু'খানি প্রেম প্রস্রবণ॥
রাধা প্রেম পারাবার, উদ্ধারণ অবতার,
সবে জয় গাও তাঁর করি প্রাণপণ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
Shri Shri ... Anandamayee Ashram

"ব্রজবালা" — বালকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২)

রাগিণী ললিত, তাল আড়াঠেকা।

জয় জয় জগদ্বন্ধু প্রাণবন্ধু প্রাণেশ্বর।
মাতাও গৌরাঙ্গ প্রেমে কৃৎস্ন বিশ্ব চরাচর ॥
কৃপা-কর পরকাশি, বিনাশ তিমিররাশি,
অকলঙ্ক রাকাশশী উজ্জ্বল কর অন্তর ॥
জগত জীবের বন্ধু, তুমি প্রভু প্রাণবন্ধু,
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু শ্রীপদে দাও শরণ ॥
(হৃদে শ্রীপদ বিতর) করুণা বারি বিতর)
এ শিশু পতিত জন, তুমি জগতুদ্ধারণ,
শ্রীপদে যাচে শরণ বালকৃষ্ণ সমুদ্ধর ॥

(৩)

রাগিণী পূরবী, তাল আড়াঠেকা।

আয়ু-ভানু অস্ত যায় জগদ্বন্ধো উদ্ধারণ।
এখনো না দিলে দেখা কবে দিবে দরশন ॥
শ্রীহরিপুরুষ তুমি, তোমারি বালক আমি,
অন্তরাত্মা অন্তর্য্যামী শিরে ধর শ্রীচরণ ॥
শ্রীহরি কীর্ত্তন গাব, নেচে গেয়ে প্রাণ জুড়াব,
প্রেমানন্দে সদা রব কর এই ভিক্ষা দান ॥
তব যত ভক্তগণে, নিষেবিব প্রাণপণে,
সবে মিলি রাত্রি দিনে গাব তব সংকীর্ত্তন ॥
বালকৃষ্ণ প্রাণারাম, বন্ধু নয়নাভিরাম,
তুমি গৌর-কৃষ্ণ-রাম সুরেশ্বর নারায়ণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যা কিছু সকলি তুমি, তব কৃৎস্ন বিশ্বভূমি,
তোমারিত শিশু আমি স্ব-ক্রোড়ে কর ধারণ ॥
অতুলকৃষ্ণ জীবন, রমেশাদি প্রাণধন,
বালকৃষ্ণ সঞ্জীবন বিতর প্রেম জীবন ॥

ভক্তাধীন প্রভু

আপনাকে বড় মানে আমাকে সম-হীন।
সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥
—শ্রীকৃষ্ণদাস

নবদ্বীপ হইতে শ্রীশ্রীপ্রভু নবদ্বীপ দাসকে সঙ্গে লইয়া বাকচর চলিয়া আসিলেন। বরাবর গোপাল মিত্র মহাশয়ের বাড়ী উঠিলেন। মিত্র মহাশয় প্রভুর জন্য বাড়ীর পূর্ব্বের ভিটিতে একখানি নূতন দোচালা ঘর তুলিয়াছিলেন। কবে প্রভু আসিয়া এ ঘরে বাস করিবেন, ভাবিয়া উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ কোন সংবাদ না দিয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রভুর শুভাগমনে মিত্র মহাশয় আনন্দে দিশাহারা হইয়া গেলেন।

সংবাদ পাইবামাত্র বাকচরবাসী ভক্তগণ, বালক বৃদ্ধ, পুরুষ নারী দলে দলে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। সুনির্ম্মল ভক্তির বলে বাকচরবাসী শ্রীশ্রীপ্রভুকে কিনিয়া ফেলিয়াছিলেন। নবদ্বীপে শ্রীশ্রীপ্রভু শিতিকণ্ঠ ও অপর দুই একজন বিশিষ্ট ভক্তপ্রাণ ছাড়া কাহারও সঙ্গে মিশিতেন না বা কথা বলিতেন না। বাকচরে প্রভু সকলের সঙ্গে কথা বলিতেন। কেবল কথা বলিতেন না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহিয়া সেবার জিনিষ লইতেন, হাত পাতিয়া গ্রহণ করিতেন, জোর করিয়াও লইয়া যাইতেন। ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়া খাবার চাহিতেন। "কচি শশা দিবি" "আমসত্ব দিবি" বলিয়া বলিয়া জনে জনের কাছে এটা ওটা চাহিতেন। বাকচরে অবস্থান কালে যাহারা প্রভুকে দেখেন নাই তাহারা স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারিবেন না যে, প্রভু ওরূপ কার্য্য করিতে পারেন।

বাকচরে প্রভু "প্রভু" নহেন। প্রভু "বন্ধু"। কেমন করিয়া যে এতবড় প্রভু তাঁহার প্রভুত্বকে ভুলিয়া থাকিতেন, তাহা ধারণার অতীত। কেমন করিয়া যে প্রভুর এত পবিত্র সম্ভ্রম মর্য্যাদা, এত যত্নের স্বতন্ত্রতা, এত নির্জ্জনপ্রিয়তা, নীরবতা বাকচরে আসিয়া সরল ভক্তের সহজ প্রেমের প্লাবনে ভাসিয়া যাইত, তাহা বুদ্ধির অতীত। বাকচরবাসীর প্রধান সম্পদ ছিল একটি মাত্র রত্ন—সরল ভালবাসা। "কেমন করিয়া প্রভুকে সুখ দিব" এই একটি মাত্র চিন্তা।

ভক্ত নবদ্বীপ দাস অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিতেন, ভাবিতেন, নবদ্বীপে যাঁহাকে দেখিয়াছি এইকি সেই প্রভু? নবদ্বীপ দাসের নিজ লিখিত একটি ডায়রী খাতা হইতে তৎকালীন বাকচরবাসী ছোট ছোট বালিকাদের প্রভুর প্রতি ভাব ও অবস্থার বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বালিকা ভক্তগণ

বাকচরে ছোট দল বড় দল যেমন দুইটি কীর্ত্তনের দল, তেমন ছোট বালিকাদের আর একটি কীর্ত্তনের দল। তাহারা অনেকেই সাত আট নয় বৎসর বয়স্কা। কেহ কেহ তা অপেক্ষাও ছোট। ললিতা, হেমাঙ্গিনী, কাদম্বিনী, কুদি, মেনি, বিরজা এইসব সেই বালিকাদের নাম। তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই কণ্ঠ মধুর। আকৃতি প্রকৃতি মনোমুগ্ধকর। প্রভুর রচিত গানগুলি যখন তাহারা সমকণ্ঠে গায়, তখন সকলেই মুগ্ধ হয়। প্রভু নিজে যে কী আনন্দ পান, তাহা বর্ণনীয় নহে। তাহারা বারান্দায় কীর্ত্তন করে, প্রভু ঘরের মধ্যে আহ্লাদে ডগমগ হন। ঘরের ভিতরে যা থাকে, হরিলুট দেন। হাড়ি হাড়ি মিঠাই লুট দেন। এত যে কোথায় পান, তাও জানি না। লুট দিতে দেরী হইলে বালিকারা বলে, "প্রভু নুট দ্যাও। প্রভু নুট দ্যাও।" ঐ আব্দার মধুর মত লাগে। ঐ মধুর আব্দার শুনিবার জন্য প্রভু দেরী করিয়া লুট দেন।

প্রভু যখন যে-বাড়ী থাকেন, বালিকার দল কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া সারাদিন সেখানে পড়িয়া থাকে। প্রভু ঘরের ভিতর থাকিয়া তাদের সঙ্গে কথা বলেন। কত কথাই যে প্রভু তাদের সঙ্গে বলিতে জানেন! যাহাদের সঙ্গে বলিবার মত কথা আমরা খুঁজিয়া পাইনা, সেই বালিকাদের সঙ্গে প্রভু কত কথা বলেন। যে প্রভুর সঙ্গে আমরা—আমরা কেন—মথুরানাথ পদরত্নের মত বিজ্ঞ লোকও কথা বলিতে ভয় সঙ্কোচ করেন, অতবড় মহান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গম্ভীর পুরুষের বালিকাদের সঙ্গে আলাপন কতই না চমৎকার! বালিকারা মনে করে, প্রভু আমাদের কত আপনার!

রঙ্গের খেলা

"ঐ গোরা গুণমণি, ও যে, চিত্তচোর চূড়ামণি".

—শ্রীবন্ধুহরি

প্রত্যহ সকালে প্রভুবন্ধু একখানি নৌকায় চড়িয়া শৌচ ও স্নানাদি কৃত্যে গমন করেন। এ জীবাধমকে (নবদ্বীপ দাস) প্রায়ই সঙ্গে লন। সেদিন শৌচ কর্ম্মাদি অন্তে জলে নামিয়াছেন, অনেকক্ষণ উঠেন না। নৌকা ধরিয়া সন্তরণ দেন। আমি নৌকার উপর বসিয়া। নৌকা স্রোতের সাথে চলে।

মিত্র মহাশয়ের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে একটা গলি পথ। খুব নীচু। বর্ষার জলে ডুবিয়া গিয়াছে। দুই তিন হাত জল জমিয়াছে। ক্রমে স্রোতের সঙ্গে মিশিয়াছে। নদীর জল তীব্র বেগে সেই গলির মধ্যে আসিতেছে। আর একদিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। প্রভুর নৌকা ভাসিয়া সেই গলির মধ্যে আসিল। প্রভু নৌকা ধরিয়া সাঁতার কাটিতেছেন। সাধারণতঃই প্রভু একটু অধিক সময় জলে থাকিতে ভালবাসেন। আজ যেন অত্যধিক হইয়া যাইতেছে।

গলির ভিতরে নৌকা আসিলে বালিকাদের দল আসিয়া জুটিল। প্রত্যহ সকালে তাহারা প্রভুর দর্শনে আসে। আজ প্রভুর স্নানে দেরী হইতেছে। তা প্রভু যে ওখানে আছেন, তাহা উঁহারা যে কি ভাবে খোঁজ পাইল, জানি না। অন্তরের দেবতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকর্ষণ অন্তরে অন্তরে। বালিকারা চারিদিক হইতে প্রভুর গায়ে জল ছিটাইতে লাগিল। প্রভুও তাদের গায়ে জল ছিটাইতে লাগিলেন। প্রভুর হাতের ছিটান জল পাইয়া বালিকারা একেবারে ভাবে মত্ত। জল ছিটাইতে ছিটাইতে প্রেমে জ্ঞান হারা। জল ছিটাছিটি চলিতে লাগিল। নৌকায় থাকিয়া ছবির মত দেখিতে লাগিলাম।

প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ জলের মধ্যে। একটি শতদল পদ্মের মত শ্রীমুখখানি উপরে ভাসিয়া বেড়ায়। তীরে নরনারী উলুধ্বনি করে। প্রভু সকলের মুখের দিকে করুণ নয়নে দৃষ্টিপাত করেন। প্রভুর গায়ের কাপড় খুলিয়া গিয়া স্রোতে ভাসে। বালিকারা কাপড় ধরিয়া ফেলে। ললিতা হিমির কাপড়ের সঙ্গে প্রভুর কাপড়ের গাঁট দেয়। দিয়া বলে, আজ প্রভুর সাথে হিমির বিয়ে *। বলিয়া সবাই ঘন ঘন উলুধ্বনি দেয়। একটা রোল উঠে। প্রভু কাপড় টানেন না।

বাকচরবাসী নরনারী কেউ বুঝি আর ঘরে নাই। সবাই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ছেলেদের কীর্ত্তনের ছোটদল আসিয়াছে। মধুর রোলে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া গেল। কি যে আনন্দ! যমুনায় জল ক্রীড়ার রঙ্গ প্রকট হইল। ব্যাসদেব ছাড়া এ লীলার বর্ণনা আর কে করিবে!

---

* এই হিমি বা হেমাঙ্গিনী সাহা পরম ভক্ত মদনমোহন সাহার দ্বিতীয়া কন্যা। মদনমোহন সাহা কীর্ত্তনের মধ্যে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। তৃতীয় খণ্ড ৫৬৬ - ৫৭০ পৃঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ ঘট কুলা আনিয়া হিমির কপালে লাগাইল। কেহ সিঁদূর আনিয়া হিমির সিঁথীতে পরাইয়া দিল। রসিকভক্ত যোগেন ঠাকুর বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল। বালকদের কীর্ত্তনের ধ্বনি, পুরুষদের জয় জয় রোল, হাততালি, বামাকণ্ঠে হুলাহুলি, জল ফেলা ফেলি। মাঝে প্রভু রসের খনি; পদ্মমুখে হাসি চাঁদের সুধা ছানি, নলিন নয়নে ঢল ঢল প্রাণহারা চাহনি। নৌকার উপরে আমি কাক ভূষণ্ডীর মত দ্রষ্টা। দেখিলাম, অনাবিল আনন্দ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

হঠাৎ দেখিলাম, প্রভু শীতে কাঁপিতেছেন। কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া কহিলাম, "প্রভু, এখন উঠে কাপড় ছাড়ুন।" আমার কথা শুনিয়াই প্রভু কাপড় টান দিলেন। মেয়েরা গাঁট খুলিয়া দিল। ভিজা কাপড় গায় দিয়াই ধীরে ঘরের মধ্যে গেলেন। কাপড় ছাড়িলেন। তারপর লুট পড়িতে লাগিল। ঘরের মধ্যে যত দ্রব্য ছিল বা না ছিল, সবই লুট দিতে লাগিলেন। কাড়া-কাড়ি পড়িয়া গেল। বালক বালিকা বৃদ্ধ যুবা সবাই লুট কুড়াইতে লাগিয়া গেল। কত কাগজ পত্র, বই, খাতা, ঘড়ি, আংটী, ঘটী বাটি যা পাইলেন, তাই ছড়াইলেন। প্রেমের পাগল, নামের বিগ্রহ, মহাভাবের মূর্ত্ত মানুষ ভাবে রসে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন।*

---

* নবদ্বীপ দাস মহাশয়ের নিজ লিখিত খাতা হইতে উদ্ধৃত

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারক ও পূর্ণ

বাকচরের জগচ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের তিন পুত্র। সতীশ, তারক ও পূর্ণ। তিনজনই প্রভুর পরম প্রিয় পাত্র। তারক ও পূর্ণ দুইজনই সুকণ্ঠ সুগায়ক ও অতীব সৎস্বভাব-সম্পন্ন ছিল। শ্রীশ্রীপ্রভু তাহাদের দ্বারা কীর্ত্তন গাওয়াইয়া নিজে শুনিতেন ও অপার আনন্দ অনুভব করিতেন।

হঠাৎ জগচ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় ভাই তিনটি অসহায় হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের আর্থিক অবস্থা নিতান্তই অসচ্ছল। 'গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া সাহায্য করিয়া কোন মতে তাহাদিগকে পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া দিল। তৎপর সতীশ সংসারের ভার লইল। শ্রীশ্রীপ্রভু তারক ও পূর্ণকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ ধাম যাত্রা করিলেন।

এইবার শ্রীধামে আসিয়া বন্ধুসুন্দর কয়েকদিন পরমা ভক্তি-মতী শ্রীযুক্তা রাইমাতার কুঞ্জে অবস্থান করিলেন। রাইমাতার গৃহে শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর শ্রীমূর্ত্তির সেবা পূজা দেখিয়া তারক ও পূর্ণ পরম আনন্দ লাভ করিল।

নবদ্বীপ ধর্ম্মশালার নিকটে শ্রীহট্টের জনৈক বিশিষ্ট জমিদারের কন্যা শ্যামলা মাতা একটি একতালা কোঠা-বাড়ী করিয়া মাঝে মাঝে আসিয়া বাস করিতেন। সেই বাড়ীতেই শ্রীহট্ট বাসী চন্দ্রকিশোর দাস মহাশয়ের মাতা বাস করিতেন। মাতা পরমা ভক্তিমতী দেবী ছিলেন। বাবা প্রেমানন্দ ভারতী মহোদয়ের বিশেষ কৃপা লাভে তিনি সুদুর্লভ ভক্তি ধনের অধিকারী হইয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন। ভারতী মহাশয়ের মুখেই প্রভুবন্ধুর তত্ত্ব শ্রবণে হৃদয়ে ঐকান্তিক ভক্তি বিশ্বাস ও নিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। প্রভুবন্ধুকে সাক্ষাৎ মহাপ্রভু জানিয়া ফটো বিগ্রহে তুলসী চন্দনে পূজা ও ভোগাদি দিতেন। ফটো রূপে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেন। ফটোর দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া দুই চক্ষের জলে ভাসিতেন। মায়ের আকৃতি প্রকৃতি দুইই ছিল নিরুপম, নিবিড় স্নেহে গড়া। প্রভুর কৃপায় তারক ও পূর্ণ মায়ের দর্শন করেন ও স্নেহাশীষ লাভে কৃতার্থ হন।

অনন্তর শ্রীশ্রীপ্রভু তারক ও পূর্ণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। অহল্যাবাইর ঘাটে একটি কুঞ্জে তাহাদিগকে লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু স্বয়ং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযমুনায় স্নান করিলেন ও নিধুবন কুঞ্জবন দর্শন করিলেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করিয়া তাহাদিগকে শ্রীকুণ্ডদ্বয়ে স্নান করাইলেন এবং গিরিরাজ ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দর্শন করাইলেন। তৎপর একজন বঙ্গদেশীয় ভক্তের সঙ্গে তাহাদিগকে বাকচরে পাঠাইয়া দিলেন।

তাহার পর আরও কিছুদিন বন্ধুসুন্দর ব্রজে বাস করেন। "ঘোমটাওয়ালী"কে পাইয়া ব্রজবাসিনী জননীরা কত না আনন্দ করেন, "মৌনীবাবা"কে পাইয়া তাড়াস কুঞ্জের সেবকেরা দুই এক দিন সেবা ভাগ্য লাভ করেন। "প্রাণবন্ধু"কে পাইয়া শ্যামদাসজী কতিপয় দিবস সান্নিধ্যে রহিয়া সেবা মাধুরী ভোগ করেন। "ভট্টাচার্য্য মহাশয়"কে পাইয়া ব্রজের সিদ্ধ মাধবদাস বাবা মনোহর দাস বাবা, জগদীশ বাবা, প্রাণকৃষ্ণ দাস বাবা সকলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবল মুগ্ধ নহেন, বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। ব্রজের বহু ভজনানন্দী বৈষ্ণব বন্ধুসুন্দরকে সাক্ষাৎ শচীনন্দন জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। কেহ বা বন্ধুসুন্দরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশ অবতার মনে করেন। যাহাকে যতটুকু জানিতে ও বুঝিতে অধিকার দেন, ততোধিক বলিবার বা বুঝিবার শক্তি কোনদিনই কাহারো হইতে পারে না।

সর্ব্বসুখের পত্র

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর সর্ব্বসুখ সান্যাল মহাশয়কে দুইখানি পত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল,—

ওঁ

বৃন্দাবন ১৭ কার্ত্তিক
১৩০০
২রা নভেম্বর ১৮৯৩

সর্ব্বসুখ! জগচ্চন্দ্রের চিঠি পাইয়াছি। ঋণ করে স্বস্ত্যয়নাদি করা বিশেষ মঙ্গলজনক নহে। ঋণ ব্যাধি ও বৈরী ইহার শেষ রাখিতে নাই। বাড়ীতে ও বাড়ীর চতুঃপার্শ্বে হরিনাম সংকীর্ত্তন ও বাড়ীতে তুলসী বন এবং পঞ্চবটী স্থাপন করিলে বিশেষ মঙ্গল হয়। পঞ্চবটী—ধাত্রী, হরিতকী, বিল্ব, নিম্ব তমাল। আমলকী জলে পেষন করে মাথায় দিতে হয়। তৈলের সঙ্গে নহে।

পত্র পাইয়া সর্ব্বসুখ বুঝিলেন, শারীরিক এবং পারিবারিক অমঙ্গল নাশের জন্য স্বস্ত্যয়নাদি করা প্রভুর তেমন অভিপ্রেত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে। তাহা অপেক্ষা বাড়ীতে হরিনাম কীর্ত্তন ও তুলসী বন এবং পঞ্চবটী রোপন করিলেই বিশেষ মঙ্গল হইবে। সর্ব্বসুখ সংসারের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে থাকিয়া কিভাবে গোবিন্দ ভজনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থী হইয়া একটি পত্র লেখেন। তদুত্তরে বন্ধুসুন্দর একটি অপূর্ব্ব কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া দেন।

"মম আশীষ জানিবে" —শ্রীবন্ধু

পরম কল্যাণবরেষু—

শ্রীমান সর্ব্বসুখ !

ভাই, বন্ধু, প্রতিবেশী কুটুম্ব স্বজনে,
সত্য, স্নেহ, সদাচারে তুষিও সতত,
বিরোধ বিদ্বেষ ভাব রাখিও না মনে,
ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে খাদ্য দিও সাধ্যমত।

ধর্ম্মে দৃষ্টি রাখি কর্ম্ম করিও পালন,
যাইও সে স্থানে যথা সাধু আগমন।
সাধুর চরণে পড়ি, সুখে দিও গড়াগড়ি,
বসিও অদূরে রহে ইতর যেমন,
চঞ্চলতা ব্যাকুলতা করিও বর্জ্জন।

কুস্থানে গমন আর কুদৃশ্য দর্শন,
কুস্পৃশ্য স্পর্শন কভু কুভক্ষ্য ভক্ষণ,
কুসঙ্গ কুরুচি, ক্রোধ, কুজনের অনুরোধ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুদান গ্রহণ কভু কুগ্রন্থ পঠন,
এ সকল কায়মনে করিও বর্জ্জন।

সমগ্রীব হ'য়ে বসি স্বস্তিক আসনে,
নাসাগ্রেতে দৃষ্টি সদা রাখিও যতনে।
ব্রজ সৃষ্টি রূপ লীলা, যৈছে হরি আচরিলা,
বিচারিও এ সকল আপনার মনে,
সমগ্রীব হ'য়ে বসি স্বস্তিক আসনে।

অবিবেকতা ও চৌর্য্য হিংসা, মোহ, মায়া,
নিদ্রা, তন্দ্রা. লোভ, ক্ষোভ, আলস্য, অসত্য,
ত্যজিলে এসব তবে শুদ্ধ হয় কায়া,
নতুবা কি মনোপরে শোভে আধিপত্য ?

শাস্ত্রপাঠ, জীবে দয়া, সত্যের সেবন,
অল্পাহার, গম্ভীরতা, অভ্যাস করিবে,
বেদ বিধিমতে সব করিবে পালন,
সর্ব্বজন সহ মম আশীষ জানিবে।

গোবিন্দে অর্পিও সব ওহে মতিমান্,
পার্থিব সুখেতে কভু তৃপ্তি নাহি হবে,
পুরাণ, বেদান্ত, বেদ, সাংখ্যের প্রমাণ,
বিনা মনোবৃত্তি রোধ শান্তি কি সম্ভবে ?

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

জগদ্বন্ধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বাল্য স্বভাব আমার যাবার নয়।"

"আমি সকলের ছোট আমাকে শিশু কহে।"

— শ্রীবন্ধুবাণী

কার্ত্তিক মাসের নিয়ম সেবা অন্তে (১৩০০ সন) শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর ফরিদপুর আসিলেন। ফরিদপুর আসিয়া বরাবর নিষ্কিঞ্চন বুনাভক্তদের পাড়ায় উপনীত হইলেন। হরিদাস শ্রীমন্ত প্রমুখ বুনা ভক্তগণ বহুদিন পর অপ্রত্যাশিত-ভাবে হারানিধি পাইয়া আনন্দ সাগরে ডুবিলেন। প্রভু আসিয়াছেন, কত ভাগ্য! কিন্তু হায়, তারা কি দিয়া প্রভুর সেবা করিবে—তারা যে নিতান্ত গরীব। অধিক কি, একখানি ঘরও তাদের এমন নাই, যেখানে প্রভুকে বসিতে দিতে পারেন। কিন্তু কাঙ্গালের ঠাকুর, কাঙ্গাল জানিয়াই তো তাদের গৃহে আসিয়াছেন। বন্ধুসুন্দর ভক্তদের জানাইয়া দিলেন, আমার সেবার জন্য তোদের কিছুই দরকার নাই, খোল করতাল আর হরিনাম ছাড়া।

মোহান্ত ভক্তেরা সত্য সত্যই ঐ ধনে মহাধনী। অমন প্রাণ দিয়া খোল বাজান, অমন হৃদয়ভরা আবেগপূর্ণ কীর্ত্তন, মোহান্ত ভক্তেরা ছাড়া আর কে করিতে পারে? তাহারা সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন করিয়া কীর্ত্তনেশ্বরকে সেবা করিতে লাগিলেন। আর যা কিছু ক্ষুদকুড়া জুটিল তাহাই প্রভু কত আদরে উল্লাসভরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বন্ধুসুন্দর ভক্তবর কার্ত্তিক বাগ্দীকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "কার্ত্তিক, তুমি বাকচর যাও। জেঠাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিবে,—প্রভু একরূপ ন্যাংটা আছেন। মদনদিয়া প্রতাপের বাড়ী আমার বস্ত্র ও আসন পড়িয়া আছে। তাহা লইয়া সে যেন কাল ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকান্দায় পৌঁছে।" কার্ত্তিককে পাঠাইয়া বন্ধুসুন্দর ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে আসিলেন।

কার্ত্তিক বাকচর গিয়া গোপাল মিত্র মহাশয়কে শ্রীশ্রীপ্রভুর আদেশ জানাইল। মিত্র মহাশয় সংসারের সকল কর্ম্ম ফেলিয়া প্রভুর বস্ত্রাদি লইয়া ফরিদপুর যাইবার জন্য মদনদিয়া রওনা হইলেন। অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টিপাত হইতেছে। কর্‌কর্‌ শব্দে শরতের মেঘ গর্জ্জন করিতেছে। বিদ্যুতের আলোকে কোন প্রকারে পথ দেখিয়া মিত্র মহাশয় চলিতেছেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকান্দা না পৌঁছিলে শ্রীশ্রীপ্রভুর স্নানের অসুবিধা হইবে। তাই সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়াও মিত্র মহাশয় অগ্রসর হইতেছেন।

বহু কষ্টে গভীর রাত্রিতেই ব্রাহ্মণকান্দা পৌঁছিয়া প্রভুর গৃহের নিকট উপনীত হইলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু সাড়া পাইয়াই উঠিয়া "শরতি শরতি" বলিয়া ভক্তবর শরচ্চন্দ্রকে ডাকিলেন। শরচ্চন্দ্র উঠিয়া আসিলেন। প্রভু বলিলেন, "শরতি, খড় দিয়া আগুন জ্বালাইয়া দেও। জেঠার শীতে কষ্ট হইতেছে।"

প্রভুর আদরেই জেঠার সকল পথ-কষ্টের অবসান হইল। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "না প্রভু, আমার কোন কষ্ট হয় নাই।" তখন রাত্র তিনটা। শ্রীশ্রীপ্রভু ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "এত রাত্রিতে একা একা এলে, ভয় পাও নাই তো ?" মিত্র মহাশয় বলিলেন, "না প্রভু কিসের ভয়।" প্রভু বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তাইতো, ওতে কোন ভয় নাই। মেঘের গর্জ্জনে ভয় কি? এখন সময়, তাই ওরা ওরকম করে।"

এইরূপ আলাপনের পর মিত্র মহাশয় বলিলেন, "প্রভু, ইতিমধ্যে একজন সন্ন্যাসী বাকচর গ্রামে আসিয়াছে। সে আপনার রচনার ভুল ধরিয়াছে। আর আপনার নিন্দা করিয়াছে। কত কি বলিয়াছে।" প্রভু বলিলেন, "কী নিন্দা?" মিত্র মহাশয় বলিলেন "সে বলে যে, আপনার তুইটি স্বভাব পরিবর্ত্তন হয় নাই।"

"কী স্বভাব?"

"অর্থলোভ আর বাল্য স্বভাব।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু হাসিয়া বলিলেন, "একটি কথা ঠিক বলেছে। আর একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। অর্থলোভ আমার নেই। অর্থ দিয়া আমার কি হবে। এইটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর বাল্য স্বভাব আমার যাবার নয়। এটি চিরস্থায়ী, সন্ন্যাসী ঠিক বলেছে।"

তৎপর গানের কথা উল্লেখ করিয়া মিত্র মহাশয় বলিলেন, "ভজ নিতাই গৌরাঙ্গ চরণ, যদি যাও গোকুল বৃন্দাবন" এই গান শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিয়াছে "এ কি রচনা, পাঁচসিকার ভেড়ী বক্‌রী হলে বৃন্দাবন যাওয়া যায়। সেইজন্য নিতাই গৌরাঙ্গ ভজবো কেন?" শ্রীশ্রীপ্রভু ঈষদ্ হাস্য করিয়া এই কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন,—"সন্ন্যাসী কি করে রে?"

"ছেলে মেয়েদের যোগ শিক্ষা দেয়।"

"তুমি কি যোগ শিখ্‌তে গিয়েছিলে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"না প্রভু।"

"যোগ শিক্ষা করতে যেও না। তোমার ভগ্ন শরীর। যোগের আবশ্যকতা নাই, সকলকে নিষেধ করে দিও। তারা যেন হরিনাম ছাড়া আর কিছু না করে।" মিত্র মহাশয় বলিলেন "প্রভু, আপনার নিন্দা শুনিয়া বাকচরবাসী ভক্তগণ তাহাকে মারিয়া তাড়াইতে চাহিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া ক্ষমার দেবতা শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর ধীর গম্ভীর স্বরে মিত্র মহাশয়কে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র বাড়ী যাও সকলকে নিষেধ করিয়া দিও, যেন তাকে কেউ কিছু না বলে। জীব দেহে নিত্যানন্দের বাস। কোন জীবকে আঘাত করিলে নিত্যানন্দকে আঘাত করা হয়। ওঁরা তোমাদের মন পরীক্ষা করিতে আসেন। আমার প্রতি তোমাদের কত ভক্তি বিশ্বাস আছে, তাহা পরীক্ষা করেন। সাধু সন্ন্যাসীর বেশে কখন কে আসেন, তাহা তোমরা বুঝতে পার না। সকলকে সম্মান ও ভক্তি করিবে। কদাচ কাহাকেও ঘৃণা করিবে না। গোপীকৃষ্ণ নাম সত্য। নামের কাছে ভক্তি-পথ বিরোধী অষ্ট সিদ্ধি তুচ্ছ। নাম হইতে সর্ব্বানর্থনাশ ও নববিধা ভক্তি প্রাপ্ত হবে। তাপ জ্বালা দূরে যাবে।"

মিত্র মহাশয় বাকচর ফিরিয়া আসিয়া সকলকেই প্রভুর আদেশ জানাইলেন। পরে জানা গেল যে, সন্ন্যাসী পূর্ব্ব রাত্রিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তাহার কোন সন্ধান আর পাওয়া গেল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খোল করতাল বিতরণ

"সবে তালে তালে, খোল করতালে
কর হরিসংকীর্ত্তন।" —শ্রীবন্ধুহরি

ব্রাহ্মণকান্দায় শ্রীশ্রীপ্রভুর আগমন বার্ত্তা পাইয়া নানাদিক ও নানাদেশ হইতে নবীন ও প্রাচীন ভক্তমণ্ডলী আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। হরিবোলা চম্পটী আসিলেন। নিতাই প্রেমোন্মত্ত জয়নিতাই আসিলেন, বীরভক্ত বাদল আসিলেন। গ্রাম ভরিয়া নিত্য নিয়মিত প্রভাতী টহল কীর্ত্তন, নগর কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। ঘরে ঘরে কীর্ত্তনের রোল উঠিল। অবর্ণনীয় আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল।

রাজর্ষি বাহাদুরের প্রদত্ত অর্থ দ্বারা যে খোল করতাল ক্রয় করা হইয়াছে তাহা বিতরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর একটি উৎসবের ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া ভক্তগণ উৎসবের আয়োজন করিতে লাগিয়া গেলেন। বিভিন্ন গ্রামের বহু কীর্ত্তনের দল নিমন্ত্রিত হইল। আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যাদির সংগ্রহ কার্য্য সমাধা হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কীর্ত্তনের দল সকল আসিয়া ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ী ভরিয়া ফেলিল। তিন দল লইয়া গোপাল মিত্র আসিয়াছেন। বহু বুনা ভক্ত সঙ্গে হরিদাস মোহান্ত আসিয়াছেন। তা' ছাড়া আশপাশ হইতে বহু দল আসিয়াছেন। আশা, সোটা, বিউগেল, নিশান, অগণিত খোল করতাল, কাঁশর ঘণ্টা, ঝাজ আসিল। প্রভুবন্ধুর আদেশে একই সময় শত শত করতাল ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। গোকুলানন্দের উপর কীর্ত্তন পরিচালনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভার। বৃন্দাবন দাসের উপর মহোৎসবের রান্নার ভার। নবদ্বীপ দাসের উপর সমাগত ভক্তগণের যত্নের ভার। এইভাবে খুঁটিনাটি সমস্ত বণ্টন করিয়া দিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু নগর কীর্ত্তনে বাহির হইবার আদেশ দিলেন।

শত শত কীর্ত্তন দল, শত শত খোল করতাল লইয়া কীর্ত্তন ধরিয়া ব্রাহ্মণকান্দা হইতে ফরিদপুর সহরাভিমুখে বাহির হইল। প্রত্যেক সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভুর ভিন্ন ভিন্ন রচনা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কীর্ত্তনের রোল গগন মণ্ডল ভেদ করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবন ছাইয়া গেল। তুঙ্গ তুমুল নর্ত্তনে ধরণী প্রেম-পুলকিতা হইয়া ঘন ঘন কম্পিতা হইতে লাগিলেন। উচ্চ রোলে হরি হরি বোল বলিতে বলিতে চম্পটীঠাকুর কীর্ত্তনের অগ্রভাগে চলিতেছেন। বাহ্যজ্ঞান হারা জয়নিতাই বগল বাজাইয়া মাল-সাট মারিয়া করভ বিক্রমে কুন্দিয়া চলিতেছেন।

খোল করতালের মধুর ধ্বনিতে সারা বিশ্বের অমঙ্গল রাশি নাশ হইতেছে। পথের ধারে বৃক্ষরাজি শাখা পল্লব সঞ্চালিত করিয়া শ্রান্ত ভক্তগণকে ব্যজন করিতেছেন। বিহঙ্গকুল কীর্ত্তনের সুরে সুর দিয়া ধ্বনি করিতেছে। পশুগণ অনিমেষ লোচনে কীর্ত্তন যাত্রা দেখিতেছে। গাভীগণ উৎকর্ণ হইয়া নামের ধ্বনি শুনিতেছে। সহরবাসী, গ্রামবাসী, বালবৃদ্ধ, কুলবধূ, গৃহের বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কেহ ছুটিতেছে, কেহ নাচিতেছে, কেহ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

সহর পরিক্রমণ করিয়া ভক্তগণ ব্রাহ্মণকান্দায় আসিলেন। তুমুল আনন্দের মধ্যে নামের জয় জয় ধ্বনি উচ্চারিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তগণ বিশ্রাম করিয়া উদর তৃপ্তি করতঃ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। গোকুলানন্দ ও বৃন্দাবন দাসকে প্রভু খোল করতাল বিতরণের আদেশ দিলেন। যে একটু বাজাইতে পারে, সে-ই মৃদঙ্গ পাইল। যে একটু গাইতে পারে, সে-ই করতাল পাইল। প্রত্যেক দলই তিন চারিটি মৃদঙ্গ সাত আট জোড়া করতাল পাইয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল।

কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীপ্রভু কতিপয় ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া সকলের প্রতি অমিয় উপদেশ বাণী বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

প্রভু বলিলেন,

"সকলে সর্ব্বদা হরিনাম শ্রবণ; হরিনাম কীর্ত্তন করিবে। হরিকথাময় গ্রন্থ পাঠ করিবে, বৈষ্ণবদিগকে সর্ব্বাঙ্গে প্রণিপাত করিবে। সর্ব্বদা অন্তরে বাহিরে তারকব্রহ্ম নাম করিবে। ঊর্দ্ধ বাহুতে উন্মত্তাবস্থায় অহংশূন্য হইয়া নৃত্য করিবে। কীর্ত্তনই জীবন। তোমরা কীর্ত্তন ভিন্ন আর কোন ব্রত তপস্যা করিবে না। মৃদঙ্গ সাক্ষাৎ সীতানাথ, করতাল নিত্যানন্দ, নাম গৌরচন্দ্র, প্রেম গদাধর, ভক্তি শ্রীবাসচন্দ্র। সংকীর্ত্তনে মহাপ্রভুর এই পঞ্চ প্রকাশ। সকলে নিত্যকীর্ত্তন, নিত্য টহল করিবে। টহলই শেষ ধর্ম্ম জানিবে।" পরম উপদেশ প্রসাদে তৃপ্ত হইয়া ভক্তগণ সাশ্রুনেত্রে বন্ধু চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া গৃহে ফিরিলেন। সেই দিনকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা শ্রীশ্রীপঞ্চবটী সেই আনন্দধারায় সিক্ত হইয়া আজও দাঁড়াইয়া সেই "প্রেম-কুতুকীর" লীলা বিলাসের সাক্ষ্য বহন করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলেরা ও ন্যাংটা

চৈত্র মাসের শেষভাগ। বাকচর গ্রামাঞ্চলে ভীষণ কলেরার প্রকোপ দেখা দিল। আশেপাশের গ্রামে পুত্রহারা মায়ের কান্না, মাতৃহারা শিশুর রোদন, পতিহারা বিধবার করুণ বিলাপ, গৃহহারা পুরুষের হা-হুতাস গগন ভেদিয়া উঠিতেছিল। ভবভয়হারী বন্ধুসুন্দর বাকচরবাসী সকলকে বলিলেন,—"সকাল সন্ধ্যায় প্রত্যহ গৃহে কীর্ত্তন করবি। গভীর রজনীতে নগর কীর্ত্তন করবি।" তাহারাও হরিনামের রোলে গ্রামখানি মুখরিত করিয়া রাখিল।

তারক ও পূর্ণ প্রভুবন্ধুর নিকটে থাকিয়া কীর্ত্তন আনন্দ করিতেছিল। হঠাৎ সংবাদ আসিল বাড়ীতে তাহাদের দাদার কলেরা হইয়াছে। সংবাদ পাইয়াই তাহারা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। বাড়ী যাইয়া তারক ও পূর্ণ উভয়েই কলেরায় আক্রান্ত হইল। বন্ধুসুন্দর এই সংবাদ পাইয়া উভয়কে মহিমদাসের বাড়ী আনাইয়া ভালরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। বড় ভাই সতীশের দুই একদিনের মধ্যেই মৃত্যু হইল। তারক ও পূর্ণচন্দ্রের অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্কটাপন্ন হইতে লাগিল। উভয়েরই মৃত্যু লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ভক্তগণ কাঁদিতে লাগিল।

গভীর রাত্র। বন্ধুসুন্দর মহিমকে লইয়া কাবেরীতে স্নানে চলিয়াছেন। কালীমাতার মন্দিরের নিকট দিয়া যাইতেছেন। হঠাৎ মন্দিরের মধ্যে বিকট অট্টহাসি। প্রভু দাঁড়াইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহিম ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া প্রভুর বাম পার্শ্ব ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীশ্রীপ্রভু মহিমকে বলিলেন, "ভয় পাসনে, জিজ্ঞাসা কর, উনি কে?" মহিম জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই মন্দির হইতে উত্তর আসিল, "আমি ন্যাংটা।" প্রভুর আদেশে মহিম বলিল, "আপনি যে হউন সে হউন, সম্মুখে আসুন।" এই কথা বলিবামাত্র হঠাৎ একটি উলঙ্গ স্ত্রী-শরীর মাথার পক্ক কেশপাশ দ্বারা নিজের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া উভয়ের সম্মুখে বসিয়া পড়িল। শরীরের রং উজ্জ্বল, কেশদাম শুভ্র। ন্যাংটা বসিয়াই বলিল, "তোরা আমায় খাবার দিস্‌না কেন? ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলে গেল।"

প্রভুর আদেশে মহিম বলিল, "আমরা কেমন করে খাবার দিই না?" ন্যাংটা বলিল, "তোমরা যেন কিছুই জান না, এই সাতটা দিন না খেয়ে রয়েছি। শীগ্‌গীর ঠাণ্ডা কর।" প্রভুর আদেশে মহিম বলিল, "আচ্ছা, আমরা স্নান করে আসি।"

মহিমকে লইয়া প্রভুবন্ধু স্নান করিতে গেলেন। স্নান করিতে করিতে প্রভু মহিমকে বলিলেন, "যেরূপ ব্যাপার দেখছি, আর বুঝি ওদের বাঁচাতে পারবো না। এক সময় এতগুলি লোক মারা যায় কেন রে? ওদের কি কোন ব্রহ্মশাপ আছে নাকি রে?" মহিম বলিল, "হাঁ প্রভু, কোন বিষয় বঞ্চনা করার জন্য কোটালীপাড়ার জনৈক পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য অভিসম্পাত দিয়াছিলেন, তোদের বংশ নির্ব্বংশ হউক।" প্রভু বলিলেন, "সেই ব্রহ্মশাপেই এদের পরমায়ু শেষ হইয়াছে। তবু আমি নিয়তির হাত হইতে এ কয়দিন রেখে দিয়েছি। আর কি করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখি। তবে কেহ যদি পরমায়ু দেয়, তবে রাখ্‌তে পারি। আর কাকেই বা রাখি কাকেই বা না রাখি। একজনকে রাখা যায়। তুইজনকেই রাখ্‌লে ন্যাংটা এ গ্রামের উপর ভারী অত্যাচার করবে। যা হউক বড় তারককেই রাখ্‌বার ইচ্ছা হয়।"

এই কথা বলিয়া স্নান করিয়া ফিরিবার সময় পুনরায় সেই বিকট হাস্য শুনিলেন। কালীকাদেবীর পশ্চাৎ হইতে ন্যাংটা বলিতেছে, "তোমাদের যুক্তি পরামর্শ আমি সবই শুনেছি। যা হোক, ক্ষুধায় পেট জ্বলে গেল, ভোগ দে।" প্রভুর আদেশে মহিম বলিল, "কি ভোগ দিব? ন্যাংটা বলিল, "যা মনে লাগে তাই দে।" প্রভু মহিমকে বলিলেন, "উহাকে জল দেওয়া ভাত, ডাল তরকারী, সাদা খই চিনি ও জল খাবার কথা বল।" মহিম সেই কথা বলিলে ন্যাংটা বলিল, "আচ্ছা তাই দে।"

মহিম বাড়ী আসিয়া প্রভুর আদেশমত উক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি একটা কলাপাতায় লইয়া এক ঘট জলসহ কালীমন্দিরের সম্মুখে ন্যাংটার উদ্দেশ্যে রাখিল। ন্যাংটা বাহির হইয়া আসিল। পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র কেশাবৃত করিয়া বসিল। জলপূর্ণ ঘটটি মাথার উপর ঘুরাইয়া জল ছিটাইয়া শান্তি শান্তি বলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে খাদ্যদ্রব্যগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল। মহিম অবাক। ভয়ে জড়সড় হইয়া হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে গৃহে ফিরিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুকে সব জানাইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঁচ বৎসর পরমায়ু

কয়েকদিন হয় কলিকাতা হইতে চম্পটীঠাকুর আসিয়াছেন। প্রভুবন্ধু মহিমের বাড়ীতে আছেন জানিয়া সেইখানেই আসিলেন। প্রভাতকালীন কীর্ত্তনান্তে যখন সকল ভক্তগণ একস্থানে বসিয়া আছেন, তখন শ্রীশ্রীপ্রভু তাহাদের সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন "তোমরা যদি কেহ পরমায়ু দান কর, তাহা হইলে ওদের একজনকে পাঁচ বৎসর রাখিতে পারি।" একথা শুনিয়া অন্য কেহ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই দেবপ্রতিম অবধূত চম্পটীঠাকুর কহিলেন, "আমার যদি পাঁচ বৎসরের অধিক পরমায়ু থাকে, তাহা হইলে আমি পাঁচ বৎসর পরমায়ু দিলাম।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তগণ সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং প্রভুর আদেশে তারককে ঘিরিয়া "হরেকৃষ্ণ নাম" বহুক্ষণ ধরিয়া তুমুলভাবে কীর্ত্তন করিলেন।

তারকের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। ক্রমেই ভালোর দিকে। শ্রীশ্রীপ্রভুর মন্দিরের নিকটে পৃথক পৃথক গৃহে দুইজনকে রাখিয়া শুশ্রূষা করা হইতেছিল। ভক্তবর গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী তারকের সেবা করিতেছিলেন। বীর ভক্ত বাদল বিশ্বাস মহাশয় ও অন্যান্য কতিপয় ভক্ত পূর্ণের সেবা শুশ্রূষা করিতেছিলেন। পূর্ণের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছিল। বিশ্বাস মহাশয় হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলিতে বলিতে মুখে চরণামৃত দিতে লাগিলেন। গভীর রাত্রিতে হঠাৎ বিশ্বাস মহাশয় দেখিলেন, দরজার উপর একটা ভীষণ কালমূর্ত্তি গলা বাড়াইয়া রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্রপটে আঁকা যমদূতের মত তার চেহারা। বিশ্বাস মহাশয় চমকিয়া উঠিয়া ভীতকণ্ঠে "হরেকৃষ্ণ হরিবোল" বলিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী বন্ধুসুন্দর নিজ শ্রীমন্দির হইতে বলিয়া উঠিলেন, "ভয় নাই হরিনাম কর।"

বিশ্বাসজী শমনদমন বন্ধুসুন্দরের সাড়া পাইয়া নির্ভয়ে হরিনাম করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ঐ ভীষণ কালমূর্ত্তি বিলীন হইয়া গেল। কিছু সময় পরে বিশ্বাস মহাশয় পুনরায় দেখিলেন, বেড়ায় ঝুলান মৃদঙ্গখানা সর সর করিয়া সরিয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে একটা শব্দ হইল। মনে হইল, কে যেন মৃদঙ্গখানি বাড়ীর আঙ্গিনার মাঝখানে আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া দিল।

প্রভাতে বিশ্বাস মহাশয় সমস্ত ঘটনা শ্রীশ্রীপ্রভুকে জানাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, ঐ ভীষণ মূর্ত্তিটি কার?" শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন,—"স্বয়ং কাল ওকে গ্রাস করতে এসেছিল। আমি থাকায় নিতে পারলো না। তাই রাগ করে খোল ভেঙ্গে চলে গেল। আমার আগমনে যমের অধিকার চলে গেছে। তবে পূর্ণ আর এ দেহে থাক্‌তে পারবে না। আজই আমি ওকে ব্রজধামে পাঠিয়ে দিব। তোমরা উহাকে ঘিরে ঘিরে কীর্ত্তন কর। উহার সর্ব্বাঙ্গে গোপীমৃত্তিকা দ্বারা "হরেকৃষ্ণ" নাম লিখিয়া দাও। ও-দেহ তোমরা ছাড়া আর যেন কেহ না স্পর্শ করে।"

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণের মহাপ্রয়াণ

কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি আর। —শ্রীকৃষ্ণদাস

ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীপ্রভুর নির্দ্দেশানুযায়ী মহাভাগ্যবান পূর্ণকে রজঃরাণীর কোলে শোয়াইয়া গোপীমৃত্তিকা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে হরেকৃষ্ণ নাম লিখিয়া বেষ্টন করতঃ সুমধুর হরিনাম সুধা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৃপাময় বন্ধুহরি আসিয়া ধীর গম্ভীরভাবে তাহার প্রাণের ভক্ত পূর্ণের মাথার উপর বিধি-রুদ্র-বাঞ্ছিত রাঙ্গা চরণ দুইটি স্থাপন করতঃ শ্রীমন্দিরে চলিয়া গেলেন। পূর্ণও সেই সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণানন্দময় বন্ধুসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম মকরন্দ পান করিতে করিতে ভাব রাগ ও রসে ভোরা—গোপীদেহ লাভ করিয়া 'জয় জগদ্বন্ধু' 'নিতাই গৌর' 'রাধামাধব' বলিতে বলিতে প্রেমময়ের গুপ্ত প্রেমের খেলায় নিযুক্ত হইলেন। পূর্ণের দেহটি যেন পূর্ণানন্দে হাসিতে লাগিল। মৃতদেহের কোন লক্ষণ না দেখিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন। সকলের চোখে জল ঝরিতে লাগিল।

ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নরনারী হরিধ্বনি জয় ধ্বনি দিয়া ফুল চন্দন ছড়াইতে লাগিল। প্রভুর আদেশে পূর্ণের ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য পরমানন্দে সুসম্পন্ন হইল। পূর্ণ পূর্ণানন্দ ধামে চলিয়া গেল। ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুর নিকটে আসিয়া কীর্ত্তন শেষ করিলেন। সবাই দেখিলেন, প্রাণের ভক্ত পূর্ণকে বিদায় দিয়া প্রভুর বদন গম্ভীর। সকলেই নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমেশচন্দ্র

শ্রীমান রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কৃপা লাভের কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।* প্রভুবন্ধুর নিকট হইতে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী পাইয়া রমেশচন্দ্র পরম নিষ্ঠার সহিত তাহা পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তনে তাহার কলেজ মেসের ছাত্র মহলে হৈ চৈ আরম্ভ হয়। ছুটিতে রমেশচন্দ্র ফরিদপুরের বাসায় আসিলে তাঁহার পিতা মাতা জ্যেষ্ঠ সহোদর ঐ সব নিয়ম নিষ্ঠা পালনের জন্য তাঁহার উপর কঠোর শাসন চালাইতে আরম্ভ করিলেন। রমেশচন্দ্রের পরিবর্ত্তনের মূলে প্রভু জগদ্বন্ধু; ইহা জানিয়া তাঁহারা প্রভুর উপর বিশেষ বৈরভাব আরম্ভ করিলেন। মাঝে মাঝে শাসনসূচক ভাষায় শ্রীশ্রীপ্রভুকে পর্য্যন্ত চিঠি পত্রাদি দিতে লাগিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে পাবনা অবস্থানকালে প্রভু বন্ধুহরি রমেশচন্দ্রের নিকট হইতে কাতরোক্তি পূর্ণ এক পত্র পাইয়াছেন। পত্র পাইয়া তিনি তাঁহাকে পাবনা যাইতে লিখিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র তখন পাবনা যাইয়া প্রভুর সঙ্গে দেখা করিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ভক্তের বেদনা বুঝিতে পারিয়া বন্ধুসুন্দর বাকচর পৌঁছিবার কয়েকদিন পরে নিকটবর্ত্তী পরাণপুর নামক গ্রামে জন্মেজয় নামক জনৈক নিষ্কিঞ্চন দীন সেবকের বাড়ী গমন করেন। সেখানে গিয়া একান্তে অবস্থান করতঃ বন্ধুহরি রমেশচন্দ্রকে সংবাদ দিয়া

---

* বন্ধুলীলা তরঙ্গিণী—২য় খণ্ড ৪৩৫—৪৪ পৃষ্ঠা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনেন। সংবাদ পাইয়া রমেশচন্দ্র সে স্থানে আসিয়া শ্রীচরণ দর্শন করেন। রহঃ স্থানে ডাকিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু তাঁহাকে অনেক কথা বলেন। ভক্ত ভগবানের গোপন আলাপনে কি কি কথা আস্বাদিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের জানিবার ভাগ্য হয় নাই। যাঁহাদের কথা তাঁহাদের মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে।

ঐ সময় রমেশচন্দ্র শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদুত্তরে প্রভু বলেন, "রমেশ, তোকে একবার বৃন্দাবন যেতেই হবে। তবে কিছু দেরী হবে। যদি মা বাবা আদেশ করেন, তবে এখনও যেতে পারিস।"

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "প্রভু মা বাবা আদেশ কিছুতেই করিবেন না। তাঁহারা আমার ভজন, নিয়ম নিষ্ঠা ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন। কেবল চিন্তিত নহেন, আমার উপর অত্যন্ত অত্যাচার চালাইতেছেন। তান্ত্রিক সাধক দ্বারা আমাকে ইষ্ট হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা চলিতেছে। যাহাতে বিবাহ করি, সেজন্য পীড়াপীড়ি ও ষড়যন্ত্র চলিতেছে।" প্রভু বলিলেন, "রমেশ, সবই জানি। তবু গৃহেই তোমার স্থান। তোমার পিতামাতা ও দাদা আমাকে অনেক কঠোর পত্র দিয়াছেন। তুমি একান্ত মনে হরেকৃষ্ণ নাম জপ কর। তাহা হইতেই সকল অনর্থ কাটিবে।"

শ্রীশ্রীপ্রভু রমেশচন্দ্রকে 'ধ্রুবানন্দ' বলিয়া ডাকিতেন। সেইদিন "হরেকৃষ্ণ দাস" বলিয়া ডাকিলেন। তৎপর হইতে রমেশচন্দ্র কঠোরভাবে ভজনে মনোনিবেশ করিলেন। অত্যাচার উৎপীড়নও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কয়েকদিবস পরে বন্ধুসুন্দর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একখানি পত্র রমেশচন্দ্রের পিতা, দাদা ও মাতৃদেবীকে লক্ষ্য করিয়া প্রেরণ করেন। পত্রখানিতে প্রভুবন্ধুর ভাষা, বৃন্দাবন দাসজীর হস্তাক্ষর।

প্রভুর পত্র

"আমাকে কোটী যোজন দেখিতে হয়"

To

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র শর্ম্মা,

তথা শ্রীমোক্ষদা দেবী—

সমীপেষু—

এ পর্য্যন্ত আপনাদের কয়েকখানি পত্র পাইয়াছি। কিন্তু রমেশ সম্বন্ধে কি লিখিতে কি লিখিব, কি লিখিলে হিত হয়, কি লিখিলে অহিত হয়—ইত্যাদি নানারূপ চিন্তা করিয়া কিছুই লিখিতে সমর্থ হই নাই। এ পর্য্যন্ত তাহার জন্য অতিশয় চিন্তা করিয়া তাহার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা লিখিয়াছি।

আপনাদের রমেশ ও আপনারা রমেশের,—ইহা সত্ত্বেও আপনারা রমেশের সম্বন্ধে আট যোজন দেখিলে আমাকে সেখানে কোটী যোজন দেখিতে হয়। কারণ রমেশ তাহার গুরু ও যুগলকিশোর ভিন্ন আর কিছুই জানে না। আপনাদের উপর রমেশের যে সব মায়ামমতা ও ভালবাসা ছিল, সে সবই এখন তাহার গুরুর উপর পড়িয়াছে ইহা জানিবেন। কলিকাতায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছকুখানসামার লেনে বকুদের বাসায় যখন তাহার গুরুর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত ভাব ও মমতাদি তাহার গুরুর উপর পড়ে। এই ভাব ক্রমে ক্রমে বা যত্ন দ্বারা প্রস্ফুটিত হয় নাই। যেন পূর্ব্বজন্মেই এই সমস্ত ভাব প্রস্তুত হইয়াছিল। সুযোগ পাইয়াই তাহা একেবারে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এ সম্বন্ধে তাহাকে এই ঘটনার পূর্ব্বে কেহ উপদেশও দেয় নাই বা তাহার আভাসও সে পায় নাই। অতএব এস্থলে দৈবই বলবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এমতাবস্থায় তাহার নিমিত্ত মায়িকভাবে বৃথা অশ্রুপাত না করিয়া বরং জ্ঞান চক্ষে বিচার করাই শ্রেয়ঃ।

আমি এতদিন পর্য্যন্ত রমেশের মাত্র ভূত অর্থাৎ অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টেই উপদেশ করিয়াছি এবং আপনাদের সহিতও তাহার বর্ত্তমান অবস্থানুযায়ী ব্যবহারাদি করিয়াছি। কিন্তু তাহার ভবিষ্যত সম্বন্ধে তত লক্ষ্য করি নাই। এখন তাহার ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাহাই আপনাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি।

রমেশ ব্রজের ভক্ত। তাহার উপাসনাদিও তদনুযায়ী। তাহার প্রাণ যুগলকিশোর-গত। সে তাহা বই আর জানে না। তাহার ঐ ভাব সম্বন্ধে আমি উপদেশাদি বিশেষ কিছুই দেই নাই। ঐ সকল মধুর ভাব তাহাতে আপনা আপনিই আসিয়াছে। তবে কদাচিৎ একটু আধটু পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইত মাত্র।

যুগলকিশোর যাহাদের সর্ব্বস্ব, তাহাদের চিত্তে কোন বাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামনা থাকে না। কোনপ্রকার ক্ষোভ গ্লানিও থাকে না। এমন কি তাহারা মুক্তি পর্য্যন্ত ইচ্ছা করে না। কিন্তু মুক্তি তাহাদের জন্য প্রস্তুত থাকেন। তাহারা ধর্ম্মের জন্য পৃথক ব্যস্ত হয় না। বরং ধর্ম্মই ছায়ার ন্যায় তাহাদের অনুগামী হন। তজ্জন্য কোন ত্রুটিও হয় না। ধর্ম্ম ও সংকর্ষণ সর্ব্বদাই ইহাদের সঙ্গে থাকেন।

রমেশ এইপথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এইজন্য আপনাদের উপদেশ-সকল তাহার কর্ণে প্রবেশ করে না। অন্তরেও স্থান পায় না। সে অমৃতের পিয়াসী। আপনারা তাহাকে তক্র অর্থাৎ ঘোল পান করাইয়া পিপাসা নিবারণ করাইতে চান। এইজন্য আপনাদের ভাবে উহার চিত্ত নত হয় না। তা ছাড়া উহার কোন মস্তিষ্কের বিকৃতাবস্থা বা বায়ুরোগ হয় নাই। উহার চিত্তও চঞ্চল নয়। ঐ সব আপনাদের বুঝিবার ভ্রান্তি মাত্র। ইহা আমি বিশেষ পরীক্ষায় জানিয়াছি।

উহার সহিত কলিকাতা আমার প্রথম সাক্ষাৎ হওয়ার পর হইতেই প্রবল বৈরাগ্যানল উহার অন্তর তুষানলের ন্যায় দগ্ধ করিতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত আমি ঐ ভাব প্রকাশ হইতে দেই নাই। বস্তুতঃ ধর্ম্ম ও সংকর্ষণ উহাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। আমি উপলক্ষ মাত্র। অগ্নি কাপড়ে বাঁধা যায় না। তাই এখন আর উহার ঐভাব চাপা দিয়া রাখার উপায় নাই। যদি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে উহার দেহ নষ্ট হইয়া অকাল মৃত্যুর কারণ হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অলক্ষিতে উহার দেহ নাশের সূত্রপাতও হইতেছিল। কিন্তু তদ্বিষয় আমার লক্ষ্য ছিল না। এখন ঐ সকল অনুভব করিয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়াছি। সম্প্রতি আমি শ্রীধাম হইতে পাবনায় আসিবার পর হঠাৎ কেন যেন রমেশের জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা অনুভব করি। তাই পাবনা যাইবার জন্য উহার কোন সুহৃদের মারফতে বৃন্দাবনকে দিয়া চিঠি লিখি। কিন্তু ও তথায় যায় না। পরে সংকর্ষণের কৃপায় উহার সহিত পরাণপুর সাক্ষাৎ হয়। যোগশাস্ত্রে অকাল মৃত্যুর লক্ষণাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু আমি অধ্যয়ন করিয়াছি, উহার শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কোন কোন লক্ষণ আমার দৃষ্টিগোচর হইল। দেখিয়াই আমার কিছু চিন্তা উপস্থিত হইল। সে আমার নিকট কখনও কিছু কামনা করে নাই। কিন্তু তাহার সাময়িক ভাব ও ব্যবহারে ও অবস্থায় তাহার ঐ ভাব ব্যবহারের পক্ষ সমর্থনের মত হইল।

বিশেষ চিন্তা করিয়া লিখিলাম। কিছুই জানাইবার বাকী রহিল না। প্রত্যেক পংক্তি বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক পড়িবেন ও ভাব গ্রহণ করিবেন: রমেশ সংসারী হইবে না। সংসারী হইলে সে অধিক দিন বাঁচিবে না। রমেশ অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তাহাকে সংসারী করিবার মানসে পীড়াপীড়ি করিলে অকাল মৃত্যু হইবে।

বৃন্দাবনের নিকট শুনিলাম, রমেশকে তাহার পিতা অভিশাপ দিয়াছেন। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু অভিশাপ তাহাকে না দিয়া আমাকে দিলেই ভাল হইত। অবশ্য ফলে একই হইয়াছে।

শ্রীউমাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলই লিখিয়া জানাইলাম। কিছুই ত্রুটি রহিল না। প্রতি পংক্তি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া সবিশেষ জানিবেন। আমার নিকট আর কিছুই লিখিবেন না। আমি সমস্ত লিখিয়া নীরব ও নিরস্ত রহিলাম।

ইতি—

ব্রাহ্মণ

"এই স্থানে আঙ্গিনা করিব।"

আজ কাবেরী হইতে স্নান করিয়া ফিরিতে প্রভুর কিছু বিলম্ব হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যের মত নবদ্বীপ দাস সিক্ত বসন লইয়া চলিতেছেন। হঠাৎ একটী বটবৃক্ষ তলে প্রভু দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। নবদ্বীপকে ডাকিলেন, "নবা, প্রহ্লাদকে ডাক।"

প্রহ্লাদ সাহা ঘোর বিষয়ী। সকলে প্রভুর কীর্ত্তনে আসে, কিন্তু প্রহ্লাদ সাহা আসে না। সবাই বলে "প্রভু প্রহ্লাদকে আনিতে পারিলেন না।" প্রহ্লাদ যৌবন-সুলভ মত্ততায় অসৎ সংসর্গে পড়িয়াছিল। প্রহ্লাদের আর্থিক অবস্থা ভাল। তাই কেহ কিছু বলিতে সাহস করিত না। ভক্তগণ সকলে মনে মনে প্রহ্লাদ যাহাতে ভাল হইয়া প্রভুর কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ ইচ্ছা করিত ও প্রার্থনা করিত। আজ বুঝি ভক্তগণের বাসনা পূর্ণ হইবে।

প্রহ্লাদ তখন নিকটবর্ত্তী একটা পানের বরজের মধ্যে কাজ করিতেছিল। নবদ্বীপ প্রভুর আদেশ পাওয়া মাত্র বরজের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

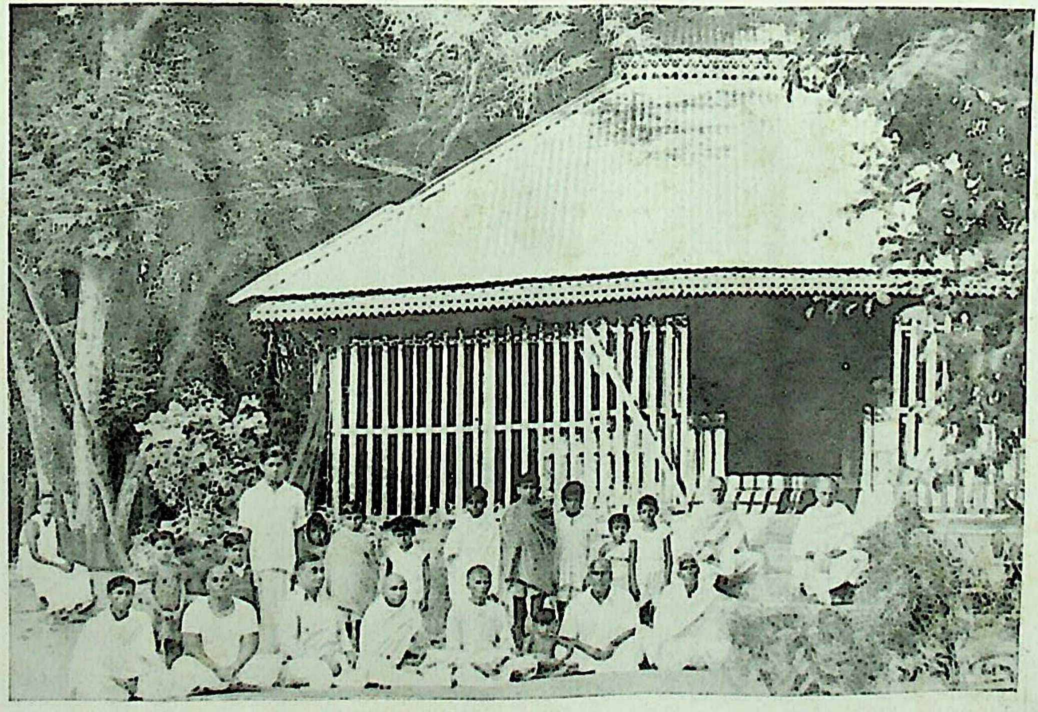

শ্রীশ্রীবাকচর শ্রীঅঙ্গন ধাম
(শ্রীমন্দির ও পঞ্চবটী)

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

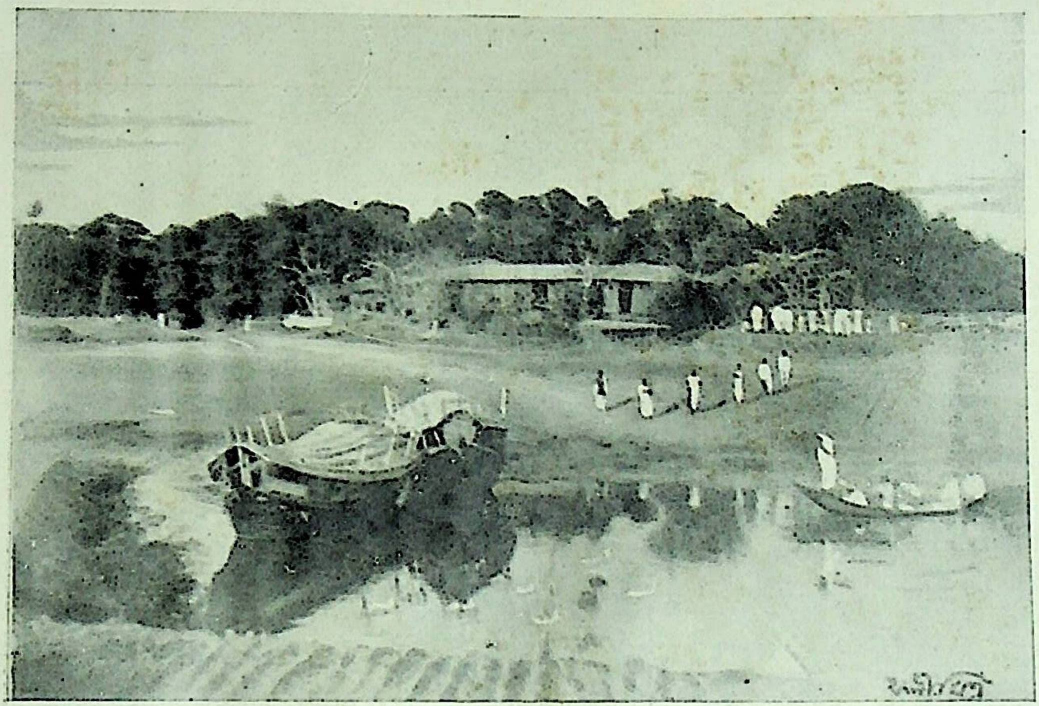

শ্রীশ্রীকাবেরী, বাকচর ধাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়া প্রহ্লাদকে জানাইল, "প্রভু ডাকিতেছেন।" "প্রভু ডাকিতেছেন? কি আশ্চর্য্য, প্রভু আমাকে ডাকিতেছেন?" প্রহ্লাদ যেন কেমন হইয়া গেল। হাতের কাজ ফেলিয়া দ্রুতগতি প্রভুর শ্রীচরণ সমীপে আসিয়া গলবাসে প্রণাম করিয়া বলিল, "প্রভু, এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?"

প্রভুসুন্দর প্রহ্লাদের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এ জায়গাটি কার?" ধীর ভাবে প্রহ্লাদ বলিল, "প্রভু; আমাদেরই।" মৃদু মধুর হাসিয়া প্রভু বলিলেন, "প্রহ্লাদ, আমি এই স্থানে আঙ্গিনা করিব, ঐ স্থানটুকু আমায় দান কর।" প্রহ্লাদের আঁখি ছল ছল করিয়া উঠিল। "প্রভু, এতো আমার মহাসৌভাগ্য, এ স্থানে আপনি আঙ্গিনা করিবেন। এতো আমার পিতৃ পুরুষের মহাপুণ্যের ফল। এ স্থান অন্তরের সহিত আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম।" প্রহ্লাদের মুখ হইতে এই কথা বাহির হইল।

প্রভুবন্ধু প্রহ্লাদের দান গ্রহণ করিলেন। শুধু দান গ্রহণ করিলেন না, যেন তার জীবনখানিই হাতে লইলেন। প্রহ্লাদ প্রহ্লাদ হইয়া গেল। প্রভুর কৃপায় হরিনাম ও ব্রহ্মচর্য্যের আশ্রয় লইয়া ক্রমশঃ প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন। সে কথা পরে বলিব। প্রেমময় বন্ধুও তাহার প্রদত্ত জমির উপর আঙ্গিনা করিয়া তাহাকে অমর করিয়া রাখিলেন। প্রহ্লাদের ভ্রাতৃবধূ প্রভুবন্ধুকে বাৎসল্য ভাবে সেবা করিতেন। বন্ধুসুন্দর তাঁহাকে "খুড়িমা" বলিয়া ডাকিতেন। গোপাল মিত্র মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীকে বন্ধুসুন্দর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"জেঠীমা" বলিতেন। এই সকল সম্বন্ধের মূল যে কোথায়, তাহা কে বলিবে!

নূতন জায়গায় প্রভুর ইঙ্গিত মত গৃহাদি নির্ম্মিত হইল। চারি ভিটায় চারিখানি ঘর উঠিল। উত্তরের ভিটায় চৌচালা ঘর হইল। উহাই প্রভুর মন্দির। মন্দিরের ভিতরে পূর্ব্বদিকে একটা মাটীর কোঠা ও পশ্চিমদিকে আর একটা প্রকোষ্ঠ তৈয়ারী হইল। পশ্চিমদিকের প্রকোষ্ঠ প্রভুর সর্ব্বদা থাকিবার জন্য। প্রভুর ইঙ্গিতেই এরূপ প্রস্তুত হইল।

১৩০১ সনের বৈশাখ মাসে শ্রীশ্রীপ্রভু মহাসমারোহে চৌদ্দ-মাদল কীর্ত্তন মহোৎসব করিয়া শ্রীঅঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। বহু বহু খ্যাতনামা কীর্ত্তনীয়া আসিয়া কীর্ত্তন করিলেন। এই-ভাবে "বাকচর শ্রীঅঙ্গন" প্রতিষ্ঠিত হইল। নূতন আঙ্গিনা হওয়াতে সকল ভক্তগণেরই পরমানন্দ হইল। আঙ্গিনা হইবার পর শ্রীশ্রীপ্রভু বাকচর আসিলে আঙ্গিনাতেই থাকিতেন আর কোন ভক্তের বাড়ী থাকিতেন না।

আঙ্গিনার জন্য শ্রীশ্রীপ্রভু দশ বারটা চৌকা-লণ্ঠন ক্রয় করাইলেন। সমস্ত আঙ্গিনা ভরিয়া দশ বারটা আলো জ্বালাইয়া রাখিতেন। দুইটি আলো সমস্ত রাত্রি জ্বলিত। কোথায় কোন্ আলো জ্বলিবে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। আঙ্গিনার দৈনন্দিন কীর্ত্তনাদির নিয়মাবলীও নিজ শ্রীহস্তে লিখিয়া দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

॥ শ্রীম তিতুবম ॥

। দৈনিক নিয়মাবলী ।

১। নিত্য, রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত, কীর্তন হইবে॥

২। নিত্য, দিবায়ও, কীর্তন হইবে,

৩। সপ্তাহে, দুই দিন, নগর-সংকীর্তন হইবে॥

৪। নিত্য, শ্রীমদ্ভাগবত চরিতামৃত পাঠ হইবেক॥

৫। নিত্য, দুইবেলায়, ভোগরাগ-সেবায়, সর্ব্বত্র প্রসাদ বন্টন,

৬। নিত্য, গৌরাঙ্গ প্রভুর, ও নন্দন—
দুই প্রহর ভোগ লাগিবে; এক, রাত্রিকালে; দুই, কীর্তনের শেষে; ভোগের পরে, নিত্যই, সাধুসেবা কুমারীসেবা॥

৭। নিত্য, সেবার অধ্যায় হইবে॥

৮। নিত্য, হোম হইবে॥

৯। দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ॥

১০। যথাসাধ্যে, সর্ব্বসাধারণ হিত করিবে॥

(ঠাকুর দাস)

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

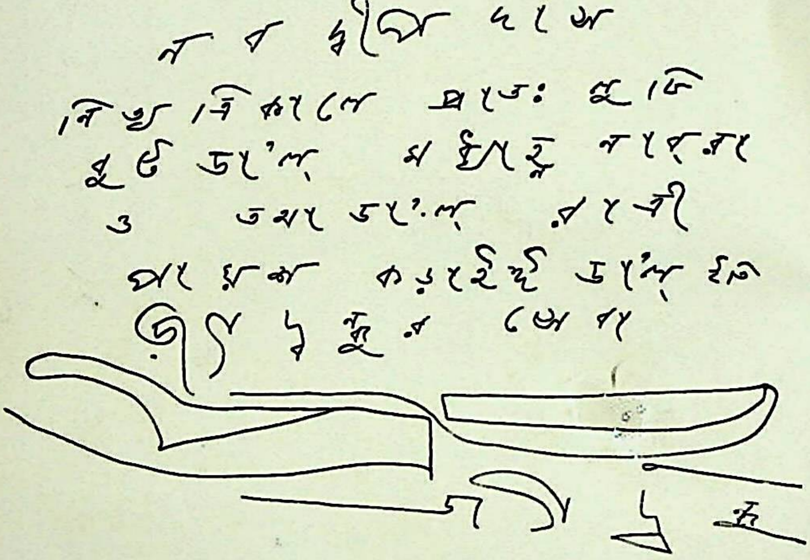

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমতী ভরসা

দৈনিক নিয়মাবলী

১। নিত্য রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইবে।

২। নিত্য দিবায় কীর্ত্তন হইবে।

৩। সপ্তাহে দুইদিন নগর সংকীর্ত্তন হইবে।

৪। নিত্য প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা পাঠ হইবে।

৫। নিত্য দুইবেলা গোবরগোলা সর্ব্বত্র ব্যবহার।

৬। নিত্য হেরিকেন ও নূতন দুই লণ্ঠন জ্বলিবে। এক বট-গাছে, দুই কীর্ত্তনের ঘরে। ভুবনের গৃহে নিত্যই আলো জ্বলিবে না।

৭। নিত্য গোবর আনা হইবে।

৮। নিত্য টহল হইবে।

৯। দিবা নিদ্রা নিষিদ্ধ।

১০। অঙ্গনে সব শুচি রহিবে।

জগদ্বন্ধু

যখন ভক্তদের বাড়ীতে থাকিতেন, তখন ভক্তগণ নিজ ইচ্ছা-মত প্রাণে যাহা চায় তাহা দিয়াই প্রভুর সেবা করিতেন। যখন শ্রীঅঙ্গনে বাস আরম্ভ করিলেন, তখন নিজ ইচ্ছামত সেবা লইতেন। কিভাবে সেবা করিতে হইবে, নবদ্বীপ দাস জানিতে চাহিলে, রঙ্গ-নটবর রঙ্গভরে লিখিয়া দিলেন,—

নবদ্বীপ দাস—

নিত্য ত্রিকালে

প্রাতঃ লুচি বুট ডাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যাহ্ন লাব্‌রা ও তথা ডাল
রাত্রি পায়স কড়াই ডাল
ইতি জগদ্বন্ধুর সেবা—
প্রভু
জগদ্বন্ধু

"প্রহ্লাদ, ওসব ছেড়ে দে।"

"অযাচিত উদ্ধারণ বাসিত সংসার
যেচে দয়া করে য়ে।"

শ্রীশ্রীপ্রভু অপর একদিন প্রহ্লাদকে ডাকাইলেন। প্রহ্লাদ আসিয়া দণ্ডবৎ করিয়া দরজার নিকটে বসিলে শ্রীশ্রীপ্রভু স্নেহ করুণ অথচ দৃঢ়ভাবে বলিতে লাগিলেন, "প্রহ্লাদ, তোর বাড়ীতে অত ঘর দরজা করেছিস্ কেন? তোর পুত্র সন্তান হ'লনা, কেবল মেয়ে, ওরা তো যার যার বাড়ীতে যাবে। তুই আমাকে ভালবাসিস্। আমার এখানে থাকিস্। আমি তোর পিণ্ড দিয়ে উদ্ধার করে দেব। বাড়ী ঘর পুড়িয়ে ফেলে দে। আর যে সব পাপ কার্য্যে রত আছিস্ প্রহ্লাদ, ওসব ছেড়ে দে।"

প্রহ্লাদ প্রভুর বাক্যে সম্মতির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "প্রভু, আমার কোন দোষ নাই। সে আমাকে ছাড়ে না। তবে আজ থেকে আমি ওকে ছেড়ে দিলাম।" তখন শ্রীশ্রীপ্রভু প্রহ্লাদকে সেদিনকার মত বাড়ী যাইতে বলিলেন এবং গোপাল মিত্র মহাশয়কে দিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে ডাকাইয়া আনিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মায়ের মত দেখি।"

মিত্র মহাশয় বলিলেন, প্রভু, "তিনি এসেছেন।" শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "ঘরের পিছনে বস্‌তে বল। আর উনি আমাকে কিরূপ দেখেন জিজ্ঞাসা কর।" মিত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কোন উত্তর করিলেন না। তখন শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "আমি উহাকে মায়ের মত দেখি।" এইকথা শুনিয়াই স্ত্রীলোকটি বলিল, "আমি উহাকে বাবার মত দেখি।"

শ্রীশ্রীপ্রভু তখন মিত্র মহাশয়কে বলিলেন, "উহাকে বল, এ পর্য্যন্ত যত কুক্রিয়া করে আসছেন, ঐসব ত্যাগ করুন। উহাতে মহাপাপ হয়।" স্ত্রীলোকটি তখন কান্দিতে কান্দিতে বলিল, "প্রভু, দয়াময় এতকাল যে সব পাপ করেছি তার কি হবে? আমি কি তাহা হইতে উদ্ধার হব না? শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "সে সব পাপ আমার। তোমার পাপ আমি নিলাম, তুমি নবদ্বীপ হতে গঙ্গাস্নান করে এস।" স্ত্রীলোকটি বলিল, "প্রভু, হাতে পয়সা নাই। শ্রীশ্রীপ্রভু মিত্র মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ওকে বল, ছেলের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে যাক।" এইকথা শুনিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া পুনঃ পুনঃ ভূমিতলে দণ্ডবৎ করিল এবং পরে প্রভুর আদেশে চলিয়া গেল।

প্রহ্লাদ সাহার জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তাহার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভক্তবৃন্দ পরম আনন্দ লাভ করিলেন। প্রহ্লাদ তখন হরি সংকীর্ত্তনের প্রধান উদ্যোগী হইলেন। যে সমস্ত পাপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া পাপ ক্ষালন করিলেন, নিত্য সকাল সন্ধ্যা টহল কীর্ত্তন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, জপ, ভজন নিয়মিত রূপে করিতে লাগিলেন। প্রভুবন্ধুর কৃপাদেশ শিরোধারণ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে থাকিয়া ভজনানন্দে নিমগ্ন হইলেন। পতিতপাবনের প্রেমের স্পর্শে এইরূপ কত শত পতিত জন যে দেবতা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

"পুত্র বলিয়া ডাকিতে হয়।"

সেই স্ত্রীলোকটি শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট কাতরে প্রার্থনা করিল, "প্রভু, কৃপা করিয়া যখন আশ্রয় দিয়াছেন, এখন যাহাতে পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারি, সেইরূপ উপদেশ দিয়ে এ হতভাগিনীকে ধন্য করুন।" তাহার কাতর প্রার্থনা শুনিয়া পতিতপাবন বন্ধুসুন্দর ধীরে ধীরে কয়েকটি কথা বলিলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় মাঝে থাকিয়া শ্রীমুখের কথাগুলি তাহাকে শুনাইয়া দিতে লাগিলেন।

"সর্ব্বদা সকলের কাছে সাবধান থাকিতে হয়। তাহাতেও যদি কেহ কুটিল কটাক্ষ করে, তাহা হইলে সেই পাষণ্ডকে এক সময় নির্জ্জনে ডাকিয়া পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতে হয় ও মুক্ত কণ্ঠে তাহাকে পুনঃ পুনঃ পুত্র বলিয়া ডাকিতে হয়। এইরূপ বলিতে হয় "তুমি আমার পুত্র, তুমি আমার সন্তান, আমি তোমার মা, জননী। আমাকে মা বলিয়া ডাক।" তাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু আড়ালে পাইলেই পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতে হয়, ইহাতে যদি কেহ প্রহার করে বা গঞ্জনা দেয় বা নিন্দা করে বা মারিয়া ফেলিতে চায় বা তাড়াইয়া দিতে চায় সেও ভাল।"

"মাছ, মাংস, তৈল, লবণ, ডাল, তরকারী, পান স্থপারী, আলোপাতা ও বেশী জল ইহা কদাপি খাইবে না। আহারে বসিয়া জল খাওয়া ও কথা বলা নিষেধ। যদি কেহ জোর করিয়া মাছ মাংস বা ডাল তরকারী দেয়, তাহা হইলে সে সকল না ছুইয়া কেবল মাত্র শুধু কয়েকটি ভাত খাইয়া উঠিতে হয়। পেটে ক্ষুধা রাখিয়াই উঠিতে হয়। জল খাওয়া একেবারে ত্যাগ করাই ভাল। নিতান্ত পিপাসা হইলে হরিচরণামৃত অথবা তুলসী মিশ্রিত জল বা অল্প কাঁচা দুগ্ধ খাওয়া যায়। কথা বলা প্রায় ছাড়িয়া দিলেই ভাল হয়। সর্ব্বদা কৌপীন পড়িয়া থাকা উচিত। ঋতু হইলে কৌপীনখানা ফেলিয়া দেওয়া উচিত। সর্ব্বদা বিশুদ্ধাচারে থাকিলে এবং এ পর্য্যন্ত যে সব নিয়ম লেখা হইল, উহা প্রতিপালন করিলে ঋতুর প্রায়ই ভয় থাকে না ও শেষে একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়।"

"সকলের সঙ্গে নির্ভয়ে কথা বলা উচিত। কাহাকেও দেখিয়া বিশেষ ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সর্ব্বদা অতিশয় সাবধানে ও সতর্কে থাকিতে হয়। শিব পূজা করিয়া শিব দুর্গার নিকট কৃষ্ণপ্রাপ্তির কামনা করিতে হয় অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণকেই চাহিতে হয়। অন্য প্রার্থনা ভুলিয়াও করিতে নাই বা হৃদয়ে স্থান দিতে নাই বা ভাবিতে নাই। সকল দেবতাকেই ডাকিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার নিকট কৃষ্ণপ্রাপ্তি বর প্রার্থনা করিতে হয়। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ চাহিতে হয়।"

"মাটি গুলিয়া অথবা সিন্দূর গুলিয়া সর্ব্বদা শরীরে 'রাধাকৃষ্ণ' নাম লিখা উচিত। কীর্ত্তনে নৃত্যটি সর্ব্বদাই বজায় রাখিতে হয় কারণ শরীর দ্বারা যত পাপ হইতে পারে, উপযুক্ত রূপ নৃত্য করিলে তাহা সবই নষ্ট হইয়া যায়। নারায়ণ মণ্ডপে যাইয়া নৃত্য করিতে করিতে চতুর্দ্দিক পরিক্রমা করিতে হয়। মাটিতে গড়াগড়ি দিতে হয়। অনেক রাত্রিতে বাহিরে আসিয়া বেলগাছ তলা, তুলসীগাছ তলা ও নারায়ণ মণ্ডপের আঙ্গিনায় অনেকক্ষণ গড়াগড়ি দিতে হয়। তুলসী মূলের মাটি সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে হয়। সুযোগ হইলে দিনেও গড়াগড়ি দেওয়া যায়।"

ঋতু হইলে সর্ব্বাঙ্গে গোবর মাখিয়া স্নান করিতে হয়। যখন বাম নাসিকায় শ্বাস চলে, তখন কিছুই খাইতে নাই। রাত্রে সামান্য একটু জলও খাইতে নাই। নিকটে বা দূরে সংকীর্ত্তন হইলে সেই তালে তালে ঘরে দরজা দিয়া নাচিতে হয়। যদি অতিশয় নিদ্রা আসে, তবে হরি বলিয়া নৃত্য করিলে নিদ্রা পলাইয়া যায়।

এই সকল নিয়ম পালন করিলে যদি কেহ মারে, ভৎর্সনা বিড়ম্বনা করে, লাঞ্ছনা দেয়, প্রহার করে তবুও এ সমস্ত সহ্য করিতে হয়। খুব সাহস চাই। নিদ্রা, তন্দ্রা ক্ষোভ, আলস্য, অভিমান, অহংকার, হিংসা, পরনিন্দা এই সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হয়। কদাচ মিথ্যা কথা বলা উচিত নহে। মান, অভিমান, ক্রোধ, লজ্জা, সংকোচ সমস্তই সর্ব্বদার জন্য পরিত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হয়। সর্ব্বদার জন্য মনে হর্ষ রাখা কর্ত্তব্য। কিছুতেই ক্ষুণ্ণ বা দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। সকলকেই পুত্রবৎ স্নেহ করিতে হয়। ইতি—"

"ওরে, আঙ্গিনা ছাপ হয়েছে"

শিবু সাহা নামক একজন স্বনামধন্য কীর্ত্তনীয়া তৎকালে বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতনামা ছিলেন। বহু নরনারী মুগ্ধ হইয়া তাহার কীর্ত্তন শুনিত। কীর্ত্তনের সুর তাল লয় ও অঙ্গভঙ্গিতে শ্রোতৃমণ্ডলীর মনমুগ্ধ করিতে শিবু সাহা মহাশয় সুপটু ছিলেন। ভক্তগণের আগ্রহ বাকচর অঙ্গনে শিবু সাহার কীর্ত্তন দেন। খোকসা জানিপুর গ্রামে দুইবার লোক পাঠান হইল, তাহাকে পাওয়া গেল না।

কয়েকদিন হয় বন্ধুসুন্দর ব্রাহ্মণকান্দা গিয়াছেন। এর মধ্যে শিবু সাহা কীর্ত্তনের দলসহ বাকচর অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গোপাল মিত্র মহাশয় ব্রাহ্মণকান্দা যাইয়া প্রভু-বন্ধুকে লইয়া আসিলেন। পথিমধ্যে প্রভু বলিলেন, "জেঠা, কীর্ত্তনীয়াকে কোন ফরমাইস করিওনা, ইচ্ছামত গান করুক।" প্রভুর ইঙ্গিত মত ভক্তগণ কীর্ত্তনীয়াকে বলিলেন, "আপনার ইচ্ছামত গান করুন।"

সন্ধ্যার পর আঙ্গিনায় কীর্ত্তনের আসর হইল। "কলহান্তরিতা" পালা কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে মদনদিয়া নিবাসী দীননাথ নামক একজন পণ্ডিত বৈষ্ণব ভক্ত মালা জপ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন। কীর্ত্তনীয়া গাইতে গাইতে এমন একটি প্রাকৃত ভাবের বর্ণনা করিলেন যে, বৈষ্ণবটি দুঃখিত হইয়া গমনোদ্যত হইলেন। কীর্ত্তনীয়া করজোড়ে বিনয়ের সহিত বলিলেন "আমার কোন অপরাধ নিবেন না। পদকর্ত্তার পদই এইরূপ।" দীননাথ বলিলেন, "যে পদকর্ত্তা শ্রীমতির কামভাব বর্ণনা করিয়া পদ লেখে, সেই পদকার্ত্তার পদ আমি শুনি না। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কীর্ত্তন আর জমিল না। কেহই আর আনন্দ পাইল না। কীর্ত্তনীয়া কোন মতে পালা শেষ করিলেন। রাত্রিতে মুষলধারে বৃষ্টি হইল। পর দিবস প্রভাতে নেচু সাহা মহাশয় আসিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুকে জানাইলেন, "প্রভু, আজ সকলে গোষ্ঠ-লীলা শুনিতে চেয়েছিল, তা' আঙ্গিনায় জল হয়েছে কেমন করিয়া হবে?" প্রভু বলিলেন, "ওরে আর না, বেশ হয়েছে, আঙ্গিনা ছাপ হয়েছে।" নেচু সাহা বলিলেন, "প্রভু তবে কীর্ত্তনীয়াকে বিদায় করিয়া দিতে হয়।" এইকথা শুনিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "আমার কাছে তো টাকা পয়সা নেই। তোমার কাছে যা' আছে এবং আর যা' লাগে তা' তুমি দিয়ে দেও, পরে আমি দেবো।" নেচু সাহা এই কথায় হতভম্বের মত হইয়া বলিলেন, "কিসের টাকা আমার কাছে, আমি আঙ্গিনার কোন টাকা নেই নাই।" এই কথা বলিয়া তিনি স্নান করিতে চলিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বলত, কার কাছে নালিশ করি ?"

গোপাল মিত্র মহাশয় প্রভাতী কীর্ত্তন করিতে করিতে আঙ্গিনায় আসিলেন। শ্রীঅঙ্গনে আসিয়া শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করতঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অন্যদিন ভক্তগণ বাহিরে কীর্ত্তন করিলে শ্রীশ্রীপ্রভু মন্দিরের ভিতর হইতে শ্রীমৃদঙ্গ বাজাইয়া থাকেন। আজ আর বাজাইলেন না। মিত্র মহাশয় বুঝিলেন, কোন অপরাধ হইয়া থাকিবে।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর মিত্র মহাশয়কে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিলেন। মিত্র মহাশয় ভয়ে নিকটস্থ হইতে সংকোচিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করিয়া কীর্ত্তনই করিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "ওরে, ভয় নেই শোন !" তখন অভয় পাইয়া মিত্র মহাশয় প্রেমধ্বনি দিয়া কীর্ত্তন শেষ করতঃ শ্রীশ্রীপ্রভুর মন্দিরের দরজার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "জেঠা, সেদিন তুমি যে সামিয়ানার জন্য দশটি টাকা নিয়েছ, তাহার কয় টাকা খরচ হয়েছে ?" মিত্র মহাশয় বলিলেন, "প্রভু পোণে সাত টাকা খরচ হয়েছে।"

"তা' হলে সোয়া তিন টাকা আছে।"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তারপর নেচুর কাছে যে কাগজ কলম নিব্ করতাল আনিতে ছয় টাকা দেওয়া হয়, তা' তুমি জান ?"

"আজ্ঞে হাঁ, জানি।"

"সে তা' ত আনে নাই, বলেছিল চালান আসলে দেবো। সেই টাকা তার কাছে আছে। এখন আমার কাছে বলিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি আঙ্গিনার কোন টাকা নেই নাই। বলত কি ক'রে টাকাটা আদায় করি? নালিস করবো? বলত কার কাছে নালিস করি?" মিত্র মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে কোনদিন প্রভুর মুখে টাকা পয়সার হিসাব শোনেন নাই। আজ শুনিয়া বাহিরে গম্ভীর থাকিয়া অন্তরে পরম কৌতুক আস্বাদন করিতে করিতে বলিলেন, "কার কাছে নালিশ করবেন, প্রভু? এ ব্রহ্মাণ্ডে আপনার চেয়ে কেউ বড় থাক্‌লে তো তার কাছে নালিশ করবেন!"

কথা শেষ হইতে না হইতেই নেচু সাহা মহাশয় স্নান করিয়া আসিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ কহিলেন, "প্রভু কয় টাকা নিয়েছি, কত খরচ হল?" সে কথার কোন উত্তর না দিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু নিকটস্থ গোবিন্দ সিকদার মহাশয়কে বলিলেন, "গোবিন্দ, কীর্ত্তনীয়াদের পাঁচ টাকা দিলে হয় না?" গোবিন্দ বলিল, "তা' কি করে হয় প্রভু, তামাকই দু'সের লাগ্‌ল।" গম্ভীর-ভাবে প্রভু বলিলেন, "কেউ যদি এসে বলে, এক সের মদ দিলে কীর্ত্তন করতে পারি, তবে কি মদ দিয়ে কীর্ত্তন করাতে হবে?"

এই কথা বলিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু নীরব হইলেন, নেচু সাহা মহাশয়ও আর কোন কথা না বলিয়া কীর্ত্তনীয়াদের যাহা প্রাপ্য হিসাব করিয়া দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। তৎপর শ্রীশ্রীপ্রভুর আদেশে সকল ভক্তগণ মিলিয়া সমস্ত আঙ্গিনা ভরিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর পদ প্রাণ ভরিয়া গাইতে লাগিলেন।

"গাওরে আনন্দ ভরে হরেকৃষ্ণ নাম।
হরেকৃষ্ণ হরেরাম বল অবিরাম॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাকচরবাসীদের প্রতি ধর্ম্মলিপি

শ্রীশ্রীপ্রভু বাকচরবাসী ভক্তদের জন্য এক মোটা খাতায় অনেক শিক্ষণীয় ও ভজনীয় উপদেশ লিখিয়া ও লিখাইয়া দিয়াছিলেন। সেই খাতা হইতে কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

শ্রীমতি ভরসা ॥

—ঃ ভজন ঃ—

১। দাস্য ভক্তি ॥
২। ললিতার যূথ ॥
৩। বৃন্দার অনুগত ॥
৪। রাই সেবা ॥
৫। সখী ॥

ইতি পঞ্চ রহস্য

———

শ্রীমতি ভরসা

=ঃ জ্ঞান ঃ=

—ঃ—

১। ক্ষমা ॥
২। দয়া ॥
৩। অক্রোধ ॥
৪। মৌন ॥
৫। স্মরণ ॥

॥ ইতি পঞ্চ নিষ্ঠা ॥

———

॥ শ্রীমতি ভরসা ॥

ঃ সাধন ঃ

১। সংকীর্ত্তন ॥
২। নর্ত্তন ॥
৩। পঠন ॥
৪। উদ্ধারণ ॥
৫। জপন ॥

॥ ইতি পঞ্চ ধর্ম্ম ॥

———

॥ শ্রীমতি ভরসা ॥

=ঃ=

১। রূপমঞ্জরী ॥
২। রতিমঞ্জরী ॥
৩। লবঙ্গমঞ্জরী ॥
৪। গুণমঞ্জরী ॥
৫। রাগমঞ্জরী ॥
৬। রসমঞ্জরী ॥

ইতি ছয় মঞ্জরী

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ শ্রীমতি ॥

১। নিত্য, সংকীর্ত্তন ॥
২। নিত্য, টহল ॥
৩। নিত্য, সন্ধ্যা-টহল ॥
৪। নিত্য, পাঠ ॥
৫। নিত্য, খাতা পাঠ ॥
৬। নিত্য, উপদেশ ॥
৭। নিত্য, ধর্ম্ম-চর্চ্চা ॥
৮। নিত্য, নিষ্ঠাদান ॥

॥ বন্ধু ॥ ॥ মাঘ ॥

॥ শ্রীমতি ॥

১। ॥ সপ্তাহে ॥

প্রতি সপ্তাহে, তিনদিন,
নগর সংকীর্ত্তন ॥

॥ পঞ্চ গ্রাম ॥
॥ পঞ্চ মৃদঙ্গ ॥
॥ অষ্ট করতাল ॥
॥ ত্রয়োদশ পতাকা ॥
॥ ঘড়ি ॥
শঙ্খ
বিগল
ঝাঁজ
তুলসীটব

হেরিক্যান
বড় এক লণ্ঠন
বত্রিশ গায়ন ॥

॥ শ্রীমতি ॥

প্রতি মাসে, তিনদিন,
একবিংশ গ্রাম, নগর কীর্ত্তন ॥
॥ সপ্ত মৃদঙ্গ ॥
গ্রামস্থ সমগ্র করতাল

॥ উনপঞ্চাশ গায়ন ॥
আর সমগ্র কীর্ত্তন দ্রব্যাদি ॥
॥ ব্যূহ কীর্ত্তন ॥
॥ প্রেম কীর্ত্তন ॥

॥ শ্রীমতি ॥

নগর কীর্ত্তন—

—ং—

লোকালয়ে
গৃহীর গৃহে
জনতার পথে
সর্ব্বসমক্ষে
হাটে
বাজারে
নদীতে
পথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ শ্রীমতি ॥

টহল

—ং—

১। গৃহ-সন্নিকট ॥

২। লোক-পথে ॥

৩। উষায় ॥

৪। সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ॥

৫। প্রেম রোলে ॥

৬। রসাবেশে ॥

৭। নিরালম্বে ॥

৮। চিরদিন ॥

॥ উচ্চ তাণ্ডব ॥

॥ উচ্চ নৃত্য ॥

॥ উচ্চ রোল ॥

॥ উচ্চ ধ্বনি ॥

॥ উচ্চ গান ॥

॥ শ্রীমতি ॥

১। গ্রামস্থ সবকে, সর্ব্বখাতা শ্রবন করান ॥

২। সকলের কৃষ্ণ স্মরণ ॥ চৈতন্য নিষ্ঠা ॥

৩। ক্ষমা ও দয়াদান ॥ কারুণ্য ভিক্ষা ॥

৪। গোস্বামী দীক্ষা ॥

৫। গোস্বামী ধর্ম্ম পালন ॥

॥ শ্রীমতি ভরসা ॥

১। অষ্টাঙ্গ লুণ্ঠন ॥

২। উর্দ্ধ বাহুতে, নৃত্য ॥

৩। মণ্ডলাকারে, নৃত্য ॥

৪। জয় ধ্বনি ॥

৫। সর্ব্ব-হিত-স্তুতি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি পরশমণি

"তোরা দিন রাত্ত হরিনাম করিস্—
তোরা চিরপবিত্র।"

একদিন গভীর রাত্রে লীলারসময় বন্ধুহরি নৌকায় আরোহণ করতঃ ভক্তবর বঙ্কু সাহাকে বলিলেন, "বঙ্কা, নৌকা বেয়ে চল্।" কোথায় যাবেন কিছুই ঠিক নাই। বঙ্কা বৈঠা টানিতেছে। আর বন্ধুসুন্দর তাহার নিকট হরিভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। "হরিভক্তি শূন্য ব্রাহ্মণও চণ্ডালের অধম। হরি ভক্তিমান মুচিও পরম শুচি। ভক্তিমান চণ্ডালও দ্বিজোত্তম। বুঝ্লি বঙ্কা, ভক্তির মত আর ধন নেই রে, ভক্তি পরশমণি।"

কথা বলিতে বলিতে নৌকা খলিলপুর মধুগুহ মহাশয়ের বাড়ীর নিকটে পৌঁছিল। বন্ধুহরি বলিলেন, "বঙ্কারে, তুই এই ঘাটে নৌকা রেখে গুহ মহাশয়ের বাড়ী হ'তে কিছু খাবার এনে, নিজ হাতে আমাকে দে।" বঙ্কু সাহা মহাশয় প্রভুর আদেশ মত নৌকা ঘাটে রাখিয়া গুহ মহাশয়ের বাড়ীতে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" বলিতে বলিতে উঠিলেন। গুহ মহাশয় বাহির হইয়া বলিলেন, "কি বঙ্কু, এত রাত্রে খবর কি? বঙ্কু প্রভুর আদেশ জানাইলেন।

গুহ মহাশয় গৃহের ভিতর যাইয়া কিছু খাবার দ্রব্যাদি ও একটি জলপূর্ণ পাত্র লইয়া বাহির হইয়া নিজেই নৌকায় যাইতে উদ্যত হইলেন। বঙ্কু অতি ধীর ভাবে বলিলেন, "গুহ মহাশয়, প্রভু আমাকে বলিয়াছেন, খাবার তুই নিজ হাতে আনবি। ওটি আমার হাতেই দেন।" জাত্যাভিমানী গুহ মহাশয় অমনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বিকৃত সুরে বলিলেন, "তোদের প্রভুর কারবার যত সা' শুড়ি চাড়াল লয়ে। ভদ্রলোকের হাতে তিনি খাবেন কেন? এই নে যাঃ, দে নিয়া।"

এই কথা বলিয়া বন্ধুর হাতে পাত্র দিয়া জোরে জোরে পা ফেলিতে ফেলিতে গুহ মহাশয় নিজ ঘরে প্রবেশ করিলেন। দীন কাঙ্গাল বন্ধু কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া নীরবে বন্ধুর সেবার দ্রব্য লইয়া ঘাটে আসিলেন। ঘাটে আসিয়া দেখেন নৌকাও নাই, প্রভুও নাই।

বন্ধু অবাক। প্রভু কোথায় গেলেন? বোধ হয় আমার দেরী দেখিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। হায় হায়, আমি এমন হতভাগ্য, ক্ষুধার্ত্ত প্রভুকে সেবা করাইতে পারিলাম না, এই ভাবিয়া বন্ধু ঝর্ ঝর্ নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। সে নয়ন জল পাইয়া কাবেরীর জলও যেন কৃতার্থ হইল। ঝোপের আড়ালে বন্ধুসুন্দরও আর ঠিক থাকিতে পারিলেন না। একটি গাছের ডাল নাড়িয়া সাড়া দিলেন ও হাসিতে হাসিতে নৌকা লইয়া ঘাটে আসিলেন।

বন্ধু তখন পরমানন্দে বন্ধুসুন্দরের সেবার দ্রব্যাদি সকল সম্মুখে রাখিয়া গুহ মহাশয়ের সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বন্ধুসুন্দর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোরা দিন রাত হরিনাম করিস—তোরা চিরপবিত্র। ওরা কুলীন, ধনী মানী, ওদের বড় অভিমান। ওরা বড় অপবিত্র ওদের হাতে খাব কেন?" এই কথা বলিয়া ঐ দ্রব্য হইতে কিঞ্চিৎ মাত্র গ্রহণ করিয়া সবগুলি বন্ধুকে খাইতে আদেশ করিলেন। প্রভুবন্ধু ক্ষুধার্ত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াও কিছু গ্রহণ করিলেন না, এইজন্য বন্ধুর প্রাণে দুঃখ হইল। তবে প্রভুর আদেশে ও তাঁহার অধর স্পর্শে ঐ বস্তু পরম পবিত্র হইয়াছে এই বোধে সকলই গ্রহণ করিলেন। পাত্রটি ধুইয়া গুহ মহাশয়ের বাড়ীতে ফিরাইয়া দিয়া আসিলেন। তৎপর শ্রীশ্রীবন্ধুকে লইয়া বাকচর অঙ্গনে ফিরিলেন।

নৌকাপথে ব্রাহ্মণকান্দা

বর্ষাকাল। নদী নালা পথ ঘাট পুকুর ডোবা মাঠ ঘাট সব জলময়। বাকচরবাসীর ঘাটে ঘাটে নৌকা বাঁধা। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর নৌকাপথে ব্রাহ্মণকান্দা যাইবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। একখানা ডিঙ্গি নৌকা সাজান হইল। মধ্যস্থলে পাটাতনের উপর মৃগচর্ম্ম বিছান হইল। তদুপরি সোনার অঙ্গখানি বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া বন্ধুসুন্দর উপবেশন করিলেন।

ভক্তগণ জয় জয় রবে নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। কেহ হাল ধরিলেন, কেহ কেহ বৈঠা ধরিলেন, কেহ বাঁশের লগী লইয়া বাহিতে লাগিলেন, কেহ কেহ খোল করতাল বাজাইয়া গান ধরিলেন। সকলেই গাহিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ কিছুক্ষণ নাম কীর্ত্তন হইল। তৎপর সকলের এমন আবেশ হইল যে, সকলেই যেন যমুনায় খেলিতেছেন এইরূপ অনুভব করিতে লাগিলেন। ভক্তবর হরিচরণ গান ধরিলেন,—

হাসলো যমুনে হাস, হাস ও-চারুবদনে।
মিশাব নয়ননীর, তোর নীল নীর সনে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(মোরা নীরবে কাঁদি দু'জনে) (মোরা নীরবে হাসি দু'জনে)
(আয় আয় সখী)
তোমার তীরেতে আসি, বঁধু বাজাইত বাঁশী,
পাগল করিত বাঁশী নব ব্রজবধূগণে।
(তারা ছুটিত ছুটিত) (শ্যামের বাঁশী শুনে)
ধাইত গোপিনী সব শ্যামচাঁদ দরশনে ॥
(তারা সবে ভ্রমিত কাননে) (তারা অন্বেষিত প্রাণধনে)
(ও তোর পড়ে কিনা পড়ে মনে) (বাঁকা সখার কথা)
শুনি শ্যাম বেণুগান, তুমি বহিতে উজান,
ত্যজি নিজ কুলমান কিশোরী পশিত বনে।
(রাই আসিত আসিত) (শ্যাম অভিসারে)
মিলিতেন কমলিনী শ্যাম নটবর সনে ॥
(তুমি দেখতে দোঁহে একাসনে) (তুমি ধন্য করিতে নয়নে)
(তোমার দাস জগদ্বন্ধু ভনে) (ওলো ও যমুনে)

কীর্ত্তনে সকলেরই প্রেমাশ্রুপাত হইতে লাগিল। কীর্ত্তন-রসিয়া বন্ধুহরি ঢুলিয়া ঢুলিয়া ভাববিহ্বল ভাবে আপনার আস্বাদিত পদের মাধুর্য্য আপনি আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

নৌকা ব্রাহ্মণকান্দার ঘাটে লাগিল। তুমুল ভাবে নামের রোল তুলিয়া ভক্তগণ তীরে উঠিলেন। আলুথালু বেশে দিদি দিগম্বরী দেবী ছুটিয়া আসিলেন। কীর্ত্তনের রোল শুনিয়াই তিনি বুঝিলেন, জগত আসিয়াছে। বাড়ীতে বহু আম পরিপক্ক হইয়াছিল। দিদি ঝাকা ভরা আম লইয়া কয়েকদিন যাবৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের ধ্যান করিতেছিলেন। আম এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে, আর একদিনের বেশী রাখা যাইবে না। জগতচাঁদ এল না, তাই দিদি নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। সেই অশ্রু বিন্দুই আজ বন্ধুসুন্দরকে ব্রাহ্মণকান্দা টানিয়া আনিয়াছে।

সভক্তবৃন্দ জগতকে পাইয়া দেবী দিগম্বরীর অপার আনন্দ। আনন্দে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। অন্যান্য রমণীগণ ঘন ঘন উলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দিরের নিকট কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হইল। তারপর কীর্ত্তনের জয়ধ্বনি হইল। দেবী দিগম্বরী প্রাণ ভরিয়া আম ও কাঁঠাল ভোগ লাগাইলেন এবং নিজহাতে জগতকে ও জগতের ভক্তগণকে সেবা করাইলেন। আমের কি অপূর্ব্ব আস্বাদন। এই সকল গাছের আম সকলে আরও কতদিন খাইয়াছেন কিন্তু আজ সকল বস্তুই অপূর্ব্ব আস্বাদনময়। সেবান্তে সকলে মিলিয়া কীর্ত্তনানন্দ করিলেন।

মোহিনীমোহন ভাদুড়ী

শ্রীশ্রীপ্রভু ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। বাহিরে ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন করিতেছেন। এমন সময় একটি চৌদ্দ পনর বৎসরের বালক সেখানে উপস্থিত হইয়া বন্ধুসুন্দরের দর্শনের জন্য পরম আর্ত্তি প্রকাশ করিতে থাকেন। ভক্তদের সঙ্গে কীর্ত্তনে যোগ দিয়া অশ্রু জলে ভাসিতে থাকেন। বালকটি দুই তিনদিন উন্মনাভাবে ব্রাহ্মণকান্দা থাকিলে পর জনৈক ভীম দর্শন পশ্চিমা মাড়োয়ারী তাহাকে ধরিয়া লইতে আসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাড়োয়ারীর নিকট জানিতে পারা গেল যে, ঐ বালকের নাম মোহিনী ভাদুড়ী। উহার মামা বনমালী সান্যাল উহাকে ধরিয়া লইবার জন্য এই মাড়োয়ারীকে পাঠাইয়াছেন। মাড়োয়ারী কিন্তু বালককে ধরিল না। ব্রাহ্মণকান্দার অঙ্গন রজঃ স্পর্শমাত্র কি এক উন্মাদনায় সে যমদূত সদৃশ মাড়োয়ারী উন্মত্ত হইয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। প্রেমাশ্রু-পাতে তাহার ভীম নেত্র শান্ত ও স্থির হইল। তারপর কিছুদিন সে মাড়োয়ারী হরিনাম রসে বিভোর হইয়া তুলসী মালা ধারণ করিয়া ফরিদপুর টাউনের ভিতর দিয়া হরি হরি বলিয়া নাচিত, বেড়াইত।

তারপর কয়েকদিন পরে বনমালী সান্যাল মহাশয় নিজে আসিয়া মোহিনীমোহনকে ধরিয়া লইয়া যান। বনমালী বাবু ঘোর বিষয়ী ও একজন প্রথম শ্রেণীর মাতাল ছিলেন। প্রভুর কাছে গিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিবার অপরাধে মোহিনী-মোহনকে তিনি বহু তিরস্কার করেন, এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত করেন।

ব্রাহ্মণকান্দা হইতে বাকচর আসিয়া ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীপ্রভু মোহিনীকে মাতুলের নির্য্যাতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য মহিম-দাসকে প্রেরণ করেন। মহিমকে বলিয়া দেন যে, "তুই ওদের পুকুর পারে গিয়া বসিয়া থাকবি। মোহিনী ঘাটে আসিলে তাহাকে আমার কাছে লইয়া আসবি।"

মোহিনীর মামা সান্যাল মহাশয় মহা-অত্যাচারী শুনিয়া মহিমের যাইতে সাহস হইতেছিল না। তিনি ভাবিলেন আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর নিকট হইতে গিয়াছি ইহা বুঝিতে পারিলে বনমালী বাবু আমার উপর অত্যাচার করিবেন। মহিমের অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া রঙ্গলাল বন্ধুহরি কহিতে লাগিলেন, "মহিম, তুই হাবার ন্যায় থাকবি। কেহ নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলবি, আমি আবার একটা মানুষ, আমার আবার নাম! কেহ বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলবি, আমি আবার একটা মানুষ, আমার আবার বাড়ী! কেহ খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলবি, আমি আবার একটা মানুষ, আমার আবার খাওয়া! এইরূপ সকল কথার উত্তর করিলে কেহ আর তোকে উদ্বেগ দিবে না।"

প্রভুর এই কৌতুকাবহ নির্দ্দেশ মত কার্য্য সাধন করিয়া মহিম মোহিনীমোহনকে লইয়া প্রাণারাম দেবতার চরণ সান্নিধ্যে উপনীত হইলেন। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর মোহিনীমোহনকে আপন সেবক রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা ও ভজনোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাহার গোপীকৃষ্ণ দাস নাম রাখিয়াছিলেন।

একদিন সংবাদ আসিল মোহিনীর মামা বনমালী বাবু অতিরিক্ত মদ খাইয়া মৃতবৎ হইয়াছেন। ডাক্তার কবিরাজ আসিয়া নানা ঔষধ ও নানা প্রক্রিয়া দ্বারা সুস্থ করিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া গিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া মোহিনী মুমূর্ষু মাতুল মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার কাণের নিকট মুখ নিয়া ভক্ত মোহিনী পরম করুণার্দ্র চিত্তে কাতর স্বরে বলিলেন, "মামা, বিষ বিষয়ে মেতে যা' করেছেন, তা' করেছেন। মানুষের অভিমান, অহঙ্কার, রূপ, কুল, যশ, মান, সব শ্মশানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগুনে ছাই হয়ে যায়। নিদানের সম্বল একমাত্র হরিনাম। সেই সাক্ষাৎ হরি গোলোকবিহারী এবার জগদ্বন্ধুরূপে আমাদের উদ্ধারের জন্য এসেছেন। এহেন আসন্ন সময়ে তাঁহাকে বিশ্বাস করুন ও তাঁহার নাম কীর্ত্তনে মনোনিবেশ করুন, তা' হলেই শান্তি পাইবেন। অন্যথা কাল নরকের হস্ত হইতে কখনও নিষ্কৃতি পাইবেন না।"

কি আশ্চর্য্য, ভক্তবর মোহিনীর ঐ কথায় অচৈতন্য সান্যাল মহাশয় চেতনা প্রাপ্ত হইলেন। তারপর শ্রীমান মোহিনী কর্ত্তৃক আনিত তুলসী নির্ম্মাল্য গ্রহণ করতঃ নিরাময় হইয়া মরা দেহে প্রাণ পাইলেন।

রামদাসের প্রতীক্ষা

তোমা সনে ব্রজবনে শ্রীকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধনে
সেই সঙ্গে সে সুখবিলাস।
ব্রজরস গৌর রস নিঙারি তার নির্য্যাস
পিয়াইলে মিটাইয়া আশ॥

—শ্রীরামদাস

শ্রীশ্রীপ্রভুর আদেশ মাথায় লইয়া পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক রামদাস ব্রজের পথে যাত্রা করিয়াছেন। প্রভুর ইঙ্গিতে ব্রহ্মচারী গোকুলানন্দজী, হুগলীর গৌরভক্ত মোক্তার কান্তি রাঢ়ী মহাশয়ের বাড়ী পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাতরাসে পৌঁছিয়া রামদাস প্রভুর আদেশ অনুযায়ী রেল বিভাগের কর্ম্মচারী ভক্তবর শ্রীযুক্ত যোগেন ব্যানার্জ্জী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হন। হাতরাসে তখন অটলবিহারী নন্দী, হরিদাস গোস্বামী, উপেন্দ্র গোস্বামী প্রমুখ বহু ভক্ত বাস করিতেন। রামদাসজী তাঁহাদের স্নেহময় সঙ্গ পাইলেন। একটি ঠাকুর বাড়ীতে তাঁহার প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হইল। তিনি প্রভুর প্রতীক্ষায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

হাতরাস বৃন্দাবনের অতি সন্নিধানে। বাংলা দেশ হইতে ব্রজমণ্ডলে প্রবেশ করিতে হাতরাস দুয়ার স্বরূপ। হাতরাস হইতে কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে অগ্রসর হইলেই চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের পরিধি মধ্যে প্রবেশ করা যায়। এই ষ্টেশনেই ই, আই, আর, এর গাড়ী বদলাইয়া ব্রজ যাত্রীগণ বি, বি, এণ্ড সি, আই, গাড়ী ধরিয়া মথুরায় পৌঁছিয়া থাকেন। রামদাস ব্রজের দুয়ারে দাঁড়াইয়া ব্রজে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। আদেশ নাই। ভক্ত অবিরাম অশ্রুনীরে ভাসিতেছেন। ব্রজ প্রবেশের যেটুকু অযোগ্যতা ছিল তাহা নয়ন প্রবাহে ভাসিয়া গেল। আর সহ্য হয় না। রাম পত্র লিখিতে বসিলেন,—

হরি, আমার মানস সন্তাপ নাশিতে
যদি তোমার অতি দুঃখ হয়।
তবে আমার যা হবার তা হবে, কেন তুমি দুঃখ পাবে,
সুখে থাক তুমি সুখময়॥

এই প্রাচীন গানটির যেখানে যেখানে "হরি" শব্দ আছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে সেখানে "বন্ধু" শব্দ বসাইয়া পত্রখানি লিখিলেন। শেষ দুই পংক্তিতে থাকিল,—

"ফেলে মোরে একা বন্ধুহীন দেশে,
প্রাণবন্ধু জগদ্বন্ধু কোথা রলে বসে,
আমি তোমার উদ্দেশে যাব কোন্ দেশে
কে দিবে পথের পরিচয়॥"

রামদাসের অন্তরের সমগ্র বেদনাটি যেন ঐ দুই পংক্তির মাঝে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের দুয়ারের ধারে বসিয়া তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। চিরসাথী বন্ধুসুন্দরের আনুগত্যময় সঙ্গ ভিন্ন ব্রজে গমন তাঁহার সম্পূর্ণ অর্থহীন। একে তো জীব অন্ধ, তাতে আবার ব্রজ-কুঞ্জের নায়কটি আঁধার বরণ চৌর-চূড়ামণি। কুঞ্জের পথও দুর্গম গাঢ় অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। এমতা-বস্থায় চক্ষুদাতা আলোর দেবতা চিরসাথীটি না থাকিলে তথায় গমন ব্যর্থশ্রম নয় কি? তাই বন্ধুহীন দেশে বন্ধুর আদরের শারিকা রামদাস জীবন্মৃতবৎ হইয়া কেবল অশ্রুধারায় ভিজিতেছেন।

বাল্যবেলায় তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহার কোষ্ঠীতে লেখা আছে, "বন্ধুসহায়।" রামদাস জানিতেন, ভাবিতেন, বলিতেন, আজও বলেন জীবনের সকল ধর্ম্মে কর্ম্মে, সাধনে ভজনে আমার বন্ধুই সহায়। প্রাণবন্ধুর স্নেহসিন্ধুর কথা স্মরণ করিয়া আজও অশ্রুভরা নয়নে কম্পিত কণ্ঠে গান করেন,—

তাঁর ভালবাসা রীতি, অসীম গুণ সম্পত্তি,
মনে হইলে হৃদয় বিদরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোর অধ্যয়ন কালে, আকর্ষিয়া কৃপাবলে,
ডুবাইল অমিয় পাথারে ॥
তাঁরই বাৎসল্য স্নেহ, সোহাগে লালিত দেহ,
তাঁরই হৃদয় মন প্রাণ।
তাঁর মুই ক্রীতদাস, সেই পদে সদা আশ,
সেই মোর ভজন সাধন ॥
সোঙরি তাঁহার কথা, হৃদয়ে বাড়য়ে ব্যথা,
কে মোরে পাঠাবে বৃন্দাবন !

* * *

রামের পত্র পাইয়া বন্ধুসুন্দর উত্তর লিখিলেন, সেই উত্তরের সারমর্ম্ম এই,—"রামদাস, তুমি একাকীই বৃন্দাবনে যাবে। শ্রীগোবিন্দজীর পুরাণ মন্দিরে থাকিবে। মাধুকরী করিবে। ফিরে আবার হাতরাসে আসিবে। আমি শীঘ্রই যাইতেছি।"

এই পত্রেই প্রভুবন্ধু সর্ব্বপ্রথম তাহাকে লিখিত ভাবে "রামদাস" সম্বোধন করেন। শ্রীহস্ত লিখিত "রামদাস" শব্দটী দর্শনে ভক্তবরের সর্ব্বশরীর পুলক-স্পন্দন দেখা দিল। নববলে বলীয়ান হইয়া বন্ধুসুন্দরের ইঙ্গিত মত একাকীই বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। আদেশ বাক্যই পরম সম্বল তথাপি একাকী যাইতে ভয় ভয় করিতেছিল। সন্ধ্যার পরে বৃন্দাবন ধামে পৌঁছিলেন। কোথায় গোবিন্দজীর মন্দির, কেমনে যাইবেন, কিরূপে থাকিবেন উদ্বিগ্ন চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে সমাধানের জন্য যিনি আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার চরণ চিন্তন করিতে লাগিলেন।

"তুমি কোথায় যাবে, বাবা" জনৈকা বর্ষীয়সী রমণী রামদাস-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "গোবিন্দজীর পুরাণ মন্দিরে। কিন্তু মন্দিরের পথ যে চিনি না মা!" "তার জন্য কি বাবা, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।" উৎফুল্ল প্রাণে রামদাস অনুগমন করিতে লাগিলেন। ' রমণী ' চলিতে লাগিলেন। শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের নিকটে গিয়া "এই যে বাবা, গোবিন্দজীর মন্দির" বলিয়া রমণী অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রামদাস ফিরিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। ব্রজমণ্ডলে আর কোনও দিন তিনি তাহাকে দেখিতে পান নাই! তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিল, ইনি সাক্ষাৎ যোগমায়া। অদ্যাপি সে ধারণা অক্ষুণ্ণ আছে।

শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের ফৌজদার শ্রীমৎ চৈতন্য দাসজীর সঙ্গে রামদাসের পরিচয় হইল। তাঁহার যত্নে শ্রীগোবিন্দ দর্শন করতঃ তিনদিন পুরাণ মন্দিরে বাস করিলেন। তারপর শ্রীরাধা-কুণ্ড দর্শন করিলেন। আদেশ বাক্য শিরোধারণ করতঃ কয়েক-দিন মাধুকরী করিলেন। বনে বনে ঘুরিলেন, তারপর পুনরায় হাতরাসে ফিরিয়া আসিয়া প্রাণবন্ধু জগদ্বন্ধুসুন্দরের অপেক্ষায় থাকিলেন। দর্শনে দর্শন লালসার তৃপ্তি ঘটিল না। উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিল। বন্ধুসুন্দরের জন্য আবেগ ভরা উৎকণ্ঠা আবার কানায় কানায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লুকোচুরি

"লুকোচুরি খেলে থাকে অন্তরালে
বিচারে কে পাবে শেষ" —শ্রীমহেন্দ্র

রামদাসের আকর্ষণে শ্রীশ্রীপ্রভুর আসন টলিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সকলকে সকল কাজের ভার দিয়া বৃন্দাবন দাসকে সঙ্গে লইয়া প্রভু বাকচর হইতে রওনা হইলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রিয় ভক্তগণ অমানীমানদ ভাবে সর্ব্বদা বন্ধুসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। তথাপি তাঁহারই কৃপায় তাঁহাকে লাভ করিয়া "আমি বন্ধুধনে মহাধনী, আমার মত প্রিয় কে?" এইরূপ ক্ষীণ অভিমানের রেখা কখনও বা কোনও ভক্তের হৃদয়ে দেখা দিত। ঐরূপ দেখিলে বন্ধুসুন্দর অঙ্কুরেই তাহাতে আঘাত করিতেন। কোন সময় বাকচরে মহিমদাসজীর ও নবদ্বীপে শিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চিত্তে ক্ষণিকের জন্য ঐরূপ ভাব জাগে, এবং কথায় ও কার্য্যে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। ভক্তবৎসল বন্ধুসুন্দর "স্বজন প্রেমবিবর্দ্ধন স্বভাবে" এক মধুর খেলা খেলেন।

বৃন্দাবন দাসকে লইয়া বাকচর হইতে যাত্রাকালে সকলকে যার যার কাজের দায়িত্ব বুঝাইয়া দেন। নবদ্বীপ দাসের উপরে শ্রীঅঙ্গনের ভার দিলেন। গোপাল মিত্রের উপরে কীর্ত্তনের ভার দিলেন। অন্যান্য অনেক ভক্তকেই অনেক কথা বলিলেন কিন্তু মহিমদাসকে ডাকিলেন না এবং কিছু বলিলেন না, ইহাতে তিনি অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবন দাসকে লইয়া বন্ধুসুন্দর কুষ্ঠিয়া পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন। "বৃন্দাবন, তুমি নবদ্বীপ যাইয়া রাইমাতার কুঞ্জে অবস্থান কর। আমি শীঘ্রই পাবনা হইয়া আসিতেছি" এইকথা বলিয়া তাহাকে নবদ্বীপ পাঠাইয়া স্বয়ং একাকী পাবনা পৌঁছিলেন। পাবনা পৌঁছিয়া দীনবন্ধু বাবাজীর বাড়ী আসিলেন। শ্রীঅতুলচন্দ্র মীরবহর নামক পাবনা কলেজের জনৈক ছাত্র কতিপয় কলেজের বন্ধুসহ শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট উপস্থিত হন। বন্ধুসুন্দর কিছু সময় তাহাদের সঙ্গে আলাপাদি করেন। মীরবহর মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে বন্ধুসুন্দরের নিকট প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি প্রমাণ দিতে পারেন যে, ভগবান আছেন?" তারপর যাহা ঘটিল তাহা মীরবহর মহাশয়ের নিজ ভাষাতেই প্রকাশ করিতেছি।—

"আমার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর অতি মধুর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, আপনারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পাঁচ মিনিট-কাল স্ব স্ব উপাস্য দেবতার আরাধনা করুন।" আমরা সকলে শ্রীশ্রীপ্রভুকে বেষ্টন করতঃ তাঁহার নির্দ্দেশমত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্ব স্ব উপাস্য দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রায় তিন মিনিটকাল অতিবাহিত হইলে সেস্থান এক স্বর্গীয় অনুপম গন্ধে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। সেরূপ সুগন্ধ আমরা জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। প্রায় পাঁচ মিনিটকাল অতিক্রান্ত হইলে আমরা সকলে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি জগদ্বন্ধুসুন্দর নাই। কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। তার তিন চারদিন পর এলাহাবাদ হইতে এক বন্ধুলোকের পত্র পাইলাম। তিনি লিখিতেছেন—জগদ্বন্ধুসুন্দর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গত কয়েকদিন যাবৎ এখানে (এলাহাবাদে) সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন। আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কিরূপে একই লোক একই তারিখে এলাহাবাদে সংকীর্ত্তন ও আমাদের সম্মুখে ভগবৎ সম্বন্ধীয় কথা বার্ত্তা বলেন, ইহা অলৌকিক ক্ষমতা ছাড়া সম্ভবে না। *

, প্রভু যে কোথায় চলিয়া গেলেন বুঝিতে না পারিয়া দীনবন্ধু ও বিন্দুমাতা শিরে করাঘাত করিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হঠাৎ প্রভু সকলের অজ্ঞাতসারে রাইমাতার কুঞ্জে উদিত হইলেন। বৃন্দাবন দাস সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রভুর আদেশে বৃন্দাবন শিতিকণ্ঠজীর কাছে গিয়া কহিলেন, "আপনাকে আজই প্রভুর সঙ্গে যেতে হবে।" ঐ সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিশেষ কোন একটা কাজের ঠেকা ছিল। তিনি বলিলেন, "আজ পারিব না।" পরে রাইমাতার কুঞ্জে শ্রীশ্রীপ্রভুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া শুনিলেন, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় যে গিয়াছেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া নিজের ত্রুটির জন্য মর্ম্মাহত হইলেন। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া শিতিকণ্ঠ বাকচরে মহিমদাস মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলেন।

---

* শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মীরবহর বি, এ, বি, টি, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বর্ত্তমানে বিষ্ণুপুর গবর্ণমেণ্ট প্রাইমারী ট্রেণিং সেণ্টারের হেড্‌মাষ্টার। উপরোক্ত কাহিনী তিনি জঙ্গীপুর নিবাসী বন্ধুভক্ত শ্রীযুত কৃষ্ণকিঙ্কর সাহা বি, এ, মহাশয়ের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ হরি

শ্রীধাম হরিসভা

২৫শে আষাঢ় ১৩০১

সোদরোপম মহিম !

ভাই, শ্রীশ্রীপ্রভু এখন কোথায় আছেন ? যদি তোমার ওখানে থাকেন তাহা হইলে লিখিবে। যদি অন্যত্র থাকেন তাহা হইলেও লিখিবে। কোনমতে অবহেলা করিও না। পত্রপাঠ পত্র লিখিবা। দেখিও ভাই দেরী করিও না। আর অধিক কি, আমি বড় কষ্টে আছি। ইতি—

ফকির দাসানুদাস—

শিতিকণ্ঠ

এইরূপ পত্র আরও অনেক স্থানে পাঠাইলেন। মহিমচন্দ্র পাবনার দীনবন্ধু বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতেও অনুরূপ এক পত্র পাইলেন। বাবাজী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

ভাই মহিম,

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর তোমাদের গ্রামে কিংবা ব্রাহ্মণকান্দায়, বিশেষ অনুসন্ধানে কোথায় আছেন জানিয়া আমাকে লিখিতে বিলম্ব করিও না। এবার প্রভু পাবনাতে আসিয়া আমাকে না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারিতেছি না। বিশেষ জানিয়া আমাকে পত্র লিখিবা।—

দীনবন্ধু দাস

চারিদিক হইতে মহিমের নিকট প্রভুর সংবাদের জন্য চিঠি পত্র আসিতেছে। ইহাতে বাকচরের মধ্যে মহিম যে প্রভুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি নিজজন ইহা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু হইলে কি হইবে, মহিম এবার নিজেও প্রভুর সংবাদ রাখেন না। যেন ক্ষত স্থানে ক্ষারের প্রলেপ। মহিম বড় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। একেবারে মনমরা হইয়া গেলেন। প্রভু আমায় ডাকিয়া কথা বলিলেন না! তবে কি আর ডাকিবেন না? এই ভাবিয়া মহিম দিনরাত দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন।

"ব্রজের পাথেয় গৌরভক্ত দিবে"

শ্রীশ্রীপ্রভু বৃন্দাবন দাসকে নবদ্বীপ হইতেই হাতরাসে পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, "রামকে শান্ত করিবে। আমি দুই একদিনের মধ্যেই আসিব।" বৃন্দাবন দাসকে রওনা করিয়া দিয়াই বন্ধুসুন্দর কলিকাতা রামবাগান আসিলেন ও পরদিন সন্ধ্যা সাতটায় শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। চম্পটী-ঠাকুর হওড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিলেন। গাড়ী ছাড়িবে দশটায়। বন্ধুসুন্দর চম্পটী মহাশয়ের দ্বারা গঙ্গাজল আনাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি বিশ্রাম প্রকোষ্ঠে খানিকটা স্থান ধোয়াইয়া সেখানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। একখানি কম্বলের উপর শুভ্র বস্ত্র বিছাইয়া শিরীষ কুসুমনিভ অঙ্গখানি বিন্যাস করতঃ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় নিমিলিত নয়নে নিবিষ্ট মনে আছেন। চম্পটীঠাকুর বাহিরে দরজা হেলনা দিয়া একখানি খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে পাহারা দিতেছেন।

হঠাৎ প্রভুর বীণা-বিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠ চম্পটীর কানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেঁৗছিল। প্রভু ডাকিলেন "অতুল!" "প্রভু," বলিয়া দরজা খুলিয়া চম্পটীঠাকুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রভু বলিলেন "অতুল, টিকিট করিয়া আন।" চম্পটীমহাশয় বলিলেন "টাকা?" "আমি জানি না।" বলিয়া প্রভু অন্যদিকে তাকাইলেন।

চম্পটীঠাকুর জানিতেন প্রভু অর্থাদি স্পর্শ করেন না। কিন্তু আজ যেন তাঁহার কেমন একটা ভুল হইয়া গিয়াছিল। টিকিটের কথা এতক্ষণ তাঁহার মনেই ছিল না। প্রভুর কথা শুনিয়া তিনি অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন ও ঊর্দ্ধশ্বাসে কলিকাতা অভিমুখে ছুটিলেন। হাওড়ার পুল পার হইয়াই তিনি ভাবিলেন কোথায় যাই? রাত্রি নয়টা বাজিল। এক ঘণ্টার মধ্যে প্রভুকে টিকিট করিয়া দিতেই হইবে। এত রাত্রে কে টাকা দিবে?

চম্পটীঠাকুর ফিরিলেন। ঊর্দ্ধ মুখে দৌড়িয়া আবার প্রভুর শ্রীচরণ সমীপে উপনীত হইয়া নিবেদন করিলেন "প্রভু, এত রাত্রে টাকা কোথা পাব?" চম্পটীঠাকুরের মনের ভাব এই যে, প্রভু যদি একবার বলিয়া দেন, কাহার কাছে গেলে টাকা মিলিবে, তবে নিশ্চিন্ত মনে সেইখানেই যাইতে পারেন। মুচ্‌কি হাসিয়া রঙ্গলাল বন্ধুসুন্দর কহিলেন. "ব্রজের পাথেয় গৌর ভক্ত দিবে।" এই বাণী সম্বল করিয়া কোন অজানিত গৌরভক্তের সন্ধানে চম্পটীঠাকুর পুনরায় কলিকাতা অভিমুখে ছুটিলেন, কোথায় যাবেন কিছুই ঠিক নাই। বরাবর চিৎপুর পর্য্যন্ত আসিয়া যেন ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই বাঁ-দিকে বাঁকিলেন। বিডন স্কোয়ারের নিকটে একটি খাবারের দোকানের সম্মুখে একজন শিখা-মালা-ধারী নধরকান্তি যুবককে দেখিয়া চম্পটীঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি গৌরভক্ত ?" দোকানী একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। চম্পটীঠাকুর পুনরায় বলিলেন, "ভাবছেন কি মশাই ? সরলভাবে সত্য কথায় উত্তর দিন।" দোকানী অতি দীনভাবে কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "আজ্ঞে ! অধমের ঐরূপ অপবাদ আছে।"

চম্পটীঠাকুর বলিলেন, "আমার প্রভু শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু-সুন্দর। তিনি রাত্র দশটার গাড়ীতে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবেন। গাড়ী ভাড়ার টাকার প্রয়োজন। তিনি বলিয়াছেন, "ব্রজের পাথেয় গৌরভক্ত দিবে।" আপনি যখন গৌরভক্ত তখন আপনাকেই ঐ টাকা দিতে হইবে।" দোকানী জিজ্ঞাসা করিলেন "কত টাকা ?" চম্পটী মহাশয় বলিলেন, "পঞ্চাশ টাকা সাড়ে নয় আনা।" দোকানী বলিলেন "অত টাকা ত হবে না !" চম্পটীমহাশয় বলিলেন, "আপনার বাক্সে যে টাকা আছে তাহা ঢালুন ও গণিয়া দেখুন। যদি ঐ টাকা হয় তাহা হইলেই দিবেন, নচেৎ আপনি আর কোথা হইতে দিবেন !"

দোকানী তখন বাক্সের টাকা গদীতে ঢালিয়া গণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কি আশ্চর্য্য ! ঠিক পঞ্চাশ টাকা সাড়ে নয় আনাই হইল। একটি পয়সা বেশীও নয়, একটি পয়সা কমও নয়। দোকানীর দুইটি নয়নের প্রান্ত হইতে দুইটি জলধারা গণ্ডদেশ পর্য্যন্ত বহিয়া আসিল। ভক্তি গদগদ স্বরে "এই নিন" বলিয়া দোকানী চম্পটী মহাশয়ের হাতে টাকা তুলিয়া দিলেন। দোকানী শির অবনত করিয়া প্রণাম করিতে গেলে চম্পটীঠাকুর হরিবোল বলিয়া সরিয়া পড়িলেন। বিদ্যুৎ বেগে হাওড়া ষ্টেশনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর এক টিকিট কাটিয়া প্রভুবন্ধুকে হাতরাসের ট্রেণে তুলিয়া দিলেন। তারপর ভূমিষ্ঠ হইয়া বিদায় লইলেন। ট্রেণ ছাড়িয়া গেলে চম্পটীঠাকুর সহরে ফিরিলেন। বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া "হরি হরি বোল জয় মুকুন্দ ঘোষ" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি দিতেই দোকানী মুকুন্দ ঘোষ দরজা খুলিয়া সজল নেত্রে তাকাইয়া দেখিলেন, হরিবোলা চম্পটীঠাকুর চলিয়া যাইতেছেন। দেখিয়া দূর হইতে দণ্ডবৎ করিলেন।

তদবধি মুকুন্দ ঘোষ মহাশয় বন্ধুসুন্দরের গণে পরিণত হইলেন। অর্থ গ্রহণ করিবার সুযোগেই শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর যেন তাঁহার অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাতিয়া লইলেন। ঘোষ মহাশয় খ্যাতনামা সুরসিক কীর্ত্তনীয়া ও মৃদঙ্গ বিশারদ ছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর রচিত পদে মধুর মধুর আখর যোজনা করিয়া প্রাণ ভরিয়া গাহিতেন।

হাতরাসে

বৃন্দাবন দাসজী হাতরাসে আসিয়া পৌঁছিলেন। উৎকণ্ঠিত ভক্তের জন্য তিনি ভক্তবৎসলের সন্দেশ বহিয়া আনিয়াছেন। "প্রভু আসিতেছেন" সংবাদে ভক্তমহলে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। হরিদাস গোস্বামী, উপেন্দ্র গোস্বামী, অটল নন্দী প্রমুখ ভক্তগণ ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া প্রভুর থাকিবার গৃহখানি অতি যত্নের সহিত গোবর জলাদির দ্বারা পরিষ্কার করাইয়া রাখিলেন। রামদাসের হৃদয় আনন্দে নাচিতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুও আসিয়া পৌঁছিলেন। কয়েকদিন হাতরাসে বাস করিয়া ভক্তগণের সেবা গ্রহণ করতঃ তাঁহাদিগকে ধন্য করিলেন। তারপর প্রিয় রামদাসকে লইয়া বৃন্দাবনে ছত্রিশগড় রাজার কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। আশ্বিন মাস, সপ্তমী পূজার দিন। সেই সময় শ্রীবৃন্দাবনে লালাবাবুর মন্দিরের সম্মুখে একখানি দুর্গোৎসব হইত। ইহাই ছিল তখন বৃন্দাবনে একমাত্র দুর্গোৎসব। এই উৎসবের প্রথম দিন বন্ধুসুন্দর রামদাসকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিলেন।

রামদাসের শিক্ষা

'শ্রীরূপে শিক্ষা দিলা শক্তি সঞ্চারিয়া"

—শ্রীকৃষ্ণদাস

এইবার সুদীর্ঘ তিন মাসকাল বন্ধুসুন্দর ব্রজে বাস করেন। আদরের রামকে গভীরভাবে ব্রজ-ভজনে উন্মুখী করিবার জন্যই যেন এবারকার ব্রজে বাস। সমস্ত কার্ত্তিক মাস শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীদাস গোস্বামীর সমাধি মন্দিরের সন্নিধানে বাস করতঃ নিয়ম-সেবা ব্রত করেন। তখনও নিজে শ্রীকুণ্ডের জল স্পর্শ করিতে পারেন না। করিলেই ভাবাবিষ্ট হন। শ্রীরাধানাম কর্ণগত হইলেই অচৈতন্য হইয়া পড়েন। সে ভাব-বিহ্বলতা রামদাস প্রাণ ভরিয়া দেখে, হৃদয় ভরিয়া আঁকিয়া লয়। আজও স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। এই যে তাঁহার নিত্য স্মরণীয় কথা, কবিতায় রূপায়িত,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মচর্য্য দৃঢ়ব্রত, করি করায় অবিরত,
কঠোর নিয়ম সদাচারে।
নদে ব্রজ উপাসনা, রাত্রি দিন অন্তর্ম্মনা,
"রা" ভাবিতে ধৈরয পাশরে ॥
শ্রীরাধানাম যদি শুনে, অচেতন সেই ক্ষণে,
নিশি দিশি ভাবে ডুবি রয়।

* * *

রামদাসের পরিধানে কালো ফিতে পাড়ের কাপড় ছিল। তাহাই ছিড়িয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাস তৈয়ারী হইল। তাহাই পরিধান করিয়া প্রভুর ইচ্ছায় রামদাস নিষ্কিঞ্চন সাজিল। সঙ্গে সঙ্গে নূতন জীবনের নূতন শিক্ষা আরম্ভ হইল। বন্ধুসুন্দরের শিক্ষার ধারা অভিনব। কথা কম, কাজই বেশী। কখনও হয়ত দিনের পর দিন মোটেই কথা বলিতেছেন না। কিন্তু নিজ আচরণগুলির মধ্য দিয়া মর্ম্মস্পর্শী শিক্ষা দিতেছেন। কেবল কতগুলি কথার জাল বুনিতে শিখাইয়া বুদ্ধিটাকে ভারী এবং তীক্ষ্ণ করাই শিক্ষা নহে। ব্যক্তির অখণ্ড জীবনকে সামগ্রিক ভাবে মহান আদর্শে রূপায়িত করাই প্রকৃত শিক্ষা পদবাচ্য। ঐরূপ শিক্ষা প্রধানতঃ আচার্য্যের জীবনের আচরণের মধ্য দিয়াই মূর্ত্তিলাভ করে। ভাগবতীয় ধর্ম্মের মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের আচার্য্যভাব অতুলনীয়। তাঁহার আচরণ হইতে অপরে শিক্ষা-লাভ করিতেছে অথচ তাঁহার আচরণ কাহাকেও শিক্ষা দিবার জন্য নহে। উহা স্বকীয় অনুভবানন্দেরই প্রকাশরূপ।

নিত্য তিনবার যমুনাবগাহন, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধুকরী যাচন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিহ্বলভাবে শ্রীবিগ্রহ দর্শন, ঠাকুর বৈষ্ণব অগ্রে ভূলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদের স্নেহ প্রীতি করুণা আকর্ষণ, স্মরণ, মনন, সাধন ভজন, বন্ধুসুন্দরের যত কিছু নিখুঁত আচরণ তাহার মধ্য দিয়া রামদাস-জীর নূতন জীবনের নূতন শিক্ষার রেখাপাত হইতে লাগিল। বন্ধুসুন্দর রামদাসকে স্মরণ ভজনের উপদেশ দিয়া ব্রজবনে মাধুকরী করতঃ কিছুকাল ধামে বাস করিবার নির্দ্দেশ দিলেন।

রামদাসজী বন্ধুর নির্দ্দেশ শিরোধারণ করিয়া লইলেন। তিনি বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত থাকিতেন। একদিন বন্ধুসুন্দর যমুনায় স্নানে যাইতেছেন। ঊষা তখনও দেখা দেয় নাই। রামদাসকে সঙ্গে লইয়াছেন। ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "রামা, তুই এখানে বোস্। আমি স্নান করে আসি। তারপর তুই স্নান করবি। আমার দিকে তাকাস্ না।"

আদেশক্রমে রামদাস বন্ধুর বস্ত্রাদি লইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তারপর কৌতূহল বশে ধীরে ধীরে যমুনার দিকে অগ্রসর হইলেন। নিকটে যাইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার আত্মসংবরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন যমুনার ঘাট হইতে আকাশ পর্য্যন্ত একটি অপূর্ব্ব নীল জ্যোতিঃ; সে জ্যোতির ঝলকে তাঁহার অঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ধারণ করিতে না পারিয়া "বাপ্‌রে" বলিয়া তিনি বিহ্বলভাবে ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। বন্ধুসুন্দর তাড়াতাড়ি কাপড় গায় দিয়া জ্যোতিঃ সংবরণ করিলেন। তীরে উঠিয়া রামদাসের মাথায় হাত দিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন।

"প্রভু, আজ তোমার একি অদ্ভুত রূপ দেখিলাম!" "দেখলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন, তাকাতে নিষেধ করলাম না?" রামদাস আর কোন উত্তর করিল না। কোন মতে নিজে স্নান করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহে ফিরিলেন। রামদাস বুঝিলেন, "তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল"ই দর্শন করিয়াছেন। ইহাই সেই শাস্ত্র প্রসিদ্ধ "তনুভা।"

অপর একদিন সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীপ্রভু রামদাসকে সঙ্গে লইয়া শ্রীগোবিন্দজী দর্শনে চলিয়াছেন। অগ্রে প্রভু, পশ্চাতে রাম। প্রভু বলিলেন "রাম, দেখিস, কারো স্পর্শ যেন আমার গায়ে না লাগে।" রামদাস পাহারা দিতে দিতে সতর্ক ভাবে চলিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রামদাস হঠাৎ অন্যমনস্ক হইলে একটি প্রকৃতির শরীর পাশ দিয়া চলিয়া গেল ও তাহার বস্ত্রাঞ্চল বন্ধুর অঙ্গ স্পর্শ করিল।

বন্ধুসুন্দর অমনি "জ্বলে গেল জ্বলে গেল" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সে আর্ত্তনাদ হইতে রামদাসের বুঝিতে কাল বিলম্ব হইল না যে, প্রভু সত্য সত্যই কষ্ট পাইতেছেন এবং তাহার কারণ তার নিজের অসতর্কতা। প্রভু রামদাসকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। তিনিও অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুবন্ধু একাকী অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথ ছাড়িয়া অপথে চলিলেন। যেদিকে জনমানব নাই সেইদিকে গিয়া গাত্র হইতে বসন সরাইয়া, রজে লুটাইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ বহুবার গড়াগড়ি দিয়া উঠিয়া বসনাবরণ করতঃ আসিলেন। রামদাসকে দেখিয়া বলিলেন, "জুড়াইল।" রামদাস তখনও ভয়ে কাছে আসিতে সাহসী হইতেছিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধুহরি মধুর স্বরে অভয় দিয়া কহিলেন, "অত দূরে দূরে যাচ্ছিস কেন ? কাছে আয়।" প্রভুর মনোহারী বাক্যে রামদাস নির্ভয় হইয়া পুনঃ সতর্কতার সহিত সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু কেশীঘাটে অবস্থান করিতেছেন। একদিন একটি নূতন গান রচনা করিলেন। রামদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "রাম, রাজর্ষির তাড়াস কুঞ্জে গিয়া এই গানটি শ্রীবিনোদকে শুনাইয়া আয়। নাম করিতে করিতে যাবি, নাম করিতে করিতে আসবি।" করতালে ঝঙ্কার দিয়া রামদাস নাম করিতে করিতে চলিলেন। শ্রীবিনোদের কুঞ্জে গিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রভুর পদটি গাহিলেন। গান শুনিয়া বিনোদজী আনন্দে ডগমগ করিতে লাগিলেন। উপস্থিত বৈষ্ণব ও ভক্তবৃন্দ অপূর্ব্ব গান ও মনমাতান সুর শুনিয়া তন্ময় হইয়া গেলেন। নয়ন জলে গান শেষ করিয়া রাম আবার নাম ধরিয়া কেশীঘাট অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইল।

এমন সময় রাজর্ষি বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর জন্য কিছু মহাপ্রসাদ একটি পোটলা বাঁধিয়া চাকরাণীকে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। রামদাস কীর্ত্তন করিতে করিতেই ঐ পোটলা চাকরাণীর হাত হইতে লইয়া বগলদাবা করিয়া চলিলেন। নাম করিতে করিতে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু রামদাসের দিকে তাকাইয়াই কহিলেন, "তোর বগলের নীচে কি রে ?"

রামদাস কহিলেন, "প্রভু, মহাপ্রসাদ আছে।"

"কোথায় পেলি ?"

রামদাস সব কথা খুলিয়া বলিলেন। কিভাবে চাকরাণীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাত হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রসাদের পোটলা লইয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন। "কি রে, প্রকৃতি স্পর্শ করলি? আমার শপথ ঐরূপ কার্য্য আর কখনও করবি না।" রামদাস প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ করিয়া শপথ করিল। রামদাসের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে প্রভুর এই শপথ রক্ষা-কবচ হইয়া থাকিল।

রামদাস আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত প্রভুর সেবা করিত। প্রভু খুব কঠোরতা করাইতেন। কোন মিষ্টি দ্রব্য উদরস্থ করিতে দিতেন না। কখনও লোভ বশতঃ কিছু খাইয়া ফেলিলে প্রভু তাহা বলিয়া দিতেন ও শাসন করিতেন। এইভাবে পদে পদে দেখিয়া তাহাকে তৈয়ারী করিয়া লইলেন। অবশেষে যোগ্য পাত্র করিয়া তাহাকে সমগ্র ভজন প্রণালী লিখিয়া বুঝাইয়া দিলেন। গায়ত্রী, নামমন্ত্র, অষ্টকালীন স্মরণ সকলই বুঝাইয়া দিলেন।

রামদাসও প্রভুর কৃপালাভ করিয়া দৃঢ়ভাবে ভজনে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার কৃষ্ণানুরাগ এমন বর্দ্ধিত হইল যে, নাম করিতে বসিলেই অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইত। শ্রীশ্রীপ্রভুর রচিত কোন কোন গান বা পদ রামদাসের পক্ষে গাওয়া অসম্ভব ছিল। গাহিতে আরম্ভ করিলেই ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। প্রিয় ভক্তের এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু অন্তরে আনন্দিত হইতেন। কিন্তু বাহিরে কঠোর ব্যবহার করিতেন। পাছে এই অশ্রুজল ও ভাবাবেশের মধ্য দিয়াও কোনও ফাঁকে প্রতিষ্ঠা প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় বাহিরে শুষ্ক ভাব দেখাইতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম" ইত্যাদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যের মধ্যে যে গভীর মনোবিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষার বীজ অন্তর্নিহিত আছে, সেই শিক্ষাই শ্রীশ্রীপ্রভু রামদাসের প্রতি আপন আচরণের মধ্যে দিয়া প্রদান করিলেন। নিয়ম সেবায় শ্রীশ্রীপ্রভু রামদাস সহ শ্রীশ্রীকুণ্ড তটে শ্রীল দাস গোস্বামীর ঘেরায় থাকিতেন। প্রভুর আদেশে রামদাস কঠোর নিয়ম পালন করিতেন। প্রত্যহ তিনবার শ্রীকুণ্ডদ্বয় পরিক্রমণ করিতেন।

একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু রামদাসকে সঙ্গে লইয়া মানস গঙ্গায় দীপালী উৎসব দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর সঙ্গে পথ-গমনই পরম আনন্দের। একে শ্রীবৃন্দাবন ধাম, তাহাতে কার্ত্তিক মাস, দীপালীর দিন। পথটীও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে নিরুপম— শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনে মানস গঙ্গায়। গৌর-গোবিন্দ লীলারসাবিষ্ট ভাববিহ্বল বন্ধুসুন্দরের কি যে মধুর গমন নটন ভঙ্গী, ব্যাকুলতা-ভরা গভীর চাহনী, অধরে অনিন্দ্যসুন্দর হাসি মাখা, নির্ণিমিষ নয়নে সে মোহন মাধুরী দর্শন করিতে করিতে হতবিহ্বল রামদাস ছায়ার মত কখনও এ পাশে, কখনও ওপাশে, কখনও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছেন। সে এক মনোরম দৃশ্য। আজও রামদাস নিত্য স্মরণে সেই পথগমন মাধুর্য্য আস্বাদন করেন।

পথে প্রভু উদ্ধব কুণ্ডে কিছু সময় বসিলেন। স্বভাব-সুন্দর নির্জ্জন উদ্ধব কুণ্ড যেন চির পুরাতন, হারাণ রতন বুকে পাইয়া চমকিয়া উঠিল। তরুগণ শাখা দোলাইয়া, বিহঙ্গমগণ মধুর গান গাহিয়া, ময়ূরগণ উচ্চ পুচ্ছ তুলিয়া, ভ্রমরগণ গুঞ্জরণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতিয়া প্রিয়তমকে স্বাগতম্ জানাইল। কুঞ্জের চিন্ময় আকাশ বাতাস জলবায়ুর সঙ্গে আপনাকে যেন সর্ব্বতোভাবে এক করিয়া দিয়া ব্রজ-নায়ক বন্ধুমণি প্রিয় রামদাসকে সম্বোধন করতঃ ভজন রহস্যের কতিপয় নিগূঢ় কথা বলিলেন। সে কথা আজও তাঁর অন্তরের গূঢ় ধন। কাহাকেও বলেন না, বলিতে পারেনও না। বোবার স্বপনের মত।

রণজিতের আর্ত্তি

শ্রীযুক্ত প্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়ের অনুজ শ্রীযুক্ত রমেশ লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান রণজিতের বন্ধুসুন্দরের প্রতি নিরুপম অনুরাগের কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বন্ধুসুন্দরের রূপ গুণ, শিক্ষা আচরণ, প্রত্যেকটিই অমিত মাধুর্য্য-মণ্ডিত। ঐ মাধুর্য্য রণজিত প্রমুখ পাবনা স্কুলের বহু ছাত্রেরই মন প্রাণ বিমুগ্ধ করিয়াছিল। রণজিত এন্ট্রান্স পাশ করিয়া (১৩০০) কলিকাতা কলেজে পড়িতে যান। ইডেন হোটেলে থাকিতেন। এই সময় নির্জ্জনতার মধ্যে প্রভুর চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে প্রভুর দর্শনে অনুরাগ আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, কমিল না।

রণজিতচন্দ্রের অভিভাবকগণের ইহা টের পাইতে বেশী বিলম্ব হইল না। তাহারা তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক প্রকার উপায় অবলম্বন করিলেন। এক সময় কোন ছুটি উপলক্ষে রণজিত তাতিবন্দ গ্রামের বাড়ীতে গেলে অভিভাবকগণ তাহাকে দোতালার ছাঁদে আটকাইয়া রাখেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধুসুন্দরের চরণ সান্নিধ্যে মিলিত হইবার প্রবল আকর্ষণে সকল বাধাই রণজিতের কাছে তুচ্ছ মনে হইল। তিনি রাত্রে ছাঁদের উপর হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক নীচে নামেন ও খরস্রোতা ইছামতী নদী সাঁতরাইয়া পার হইয়া সিক্ত বস্ত্রে ট্রেণ চাপিয়া কলিকাতা পৌঁছিলেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া শুনিলেন শ্রীশ্রীপ্রভু বৃন্দাবনে আছেন। তখন তিনি শ্রীবৃন্দাবন যাইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় প্রেমানন্দ ভারতী মহাশয় কলিকাতা ছিলেন। তিনি রণজিতের বন্ধুপ্রীতির প্রবলতা দেখিয়া মুগ্ধ হন ও তাহাকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুর চরণ সান্নিধ্যে পৌঁছিবার পাথেয় দিয়া দেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু ব্রজে ছত্রিশগড় রাজার বাড়ী অবস্থান করিতে-ছিলেন। রণজিতচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইলেন। প্রভুবন্ধুর কি অদ্ভুত খেলা! এইরূপ ভাবে শ্রীচরণে আকৃষ্ট রণজিতচন্দ্রকে তিনি আদর করিয়া আহার করিতে বা বিশ্রাম করিতেও বলিলেন না। বরং কঠোরতম নিয়ম পালন করিতে আদেশ করিলেন।

"সারাদিন খাইতে পাইবে না। রাত্রে একটুমাত্র কাঁচা দুগ্ধ খাইবে। সারা রাত্র শয়ন করিতে পারিবে না। অত্যন্ত নিদ্রাবেশ হইলে বসিয়া বসিয়া সামান্য সময় নিদ্রা যাইবে।" এইরূপ আহার-নিদ্রা-ত্যাগ-রূপ কঠোর তপস্যা কয়েকদিন করিয়া অনন্যোপায় হইয়া রণজিত হাল ছাড়িয়া দিলেন। প্রবল ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে অপারগ হওয়ায় একদিন চুপি চুপি ময়রার দোকান হইতে কিছু মিঠাই খাইয়া জল পান করতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। প্রভুবন্ধুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি কোন ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"আমি যাকে ডাইনে যেতে বলি, সে অমনি বায়ে চলে যাবে। খেতে বললে সে আদেশ পালবে, খুব খাবে। নিষেধ করলে, তা শুনবে না। চুপে চুপে আমার না ব'লে ময়রা দোকানে যেয়ে সন্দেশ খেয়ে আসবে।"

রণজিত লজ্জিত হইলেন। প্রভু তাহাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। রণজিতের হাতে অর্থ ছিল না। জনৈক শেঠকে তিনি নিজের অবস্থা জানাইলে তিনি রণজিতের দাদার নিকট তার যোগে সংবাদ দেন। দাদা গিয়া লইয়া আসেন। আসাকালীন বন্ধুসুন্দর রণজিতকে একখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, একখানি পাতঞ্জল দর্শন, একখানি অতি মনোমোহন শ্রীরাধা গোবিন্দের যুগল মূর্ত্তি ও একটি জপমালা দিলেন। "শ্রীচরিতামৃত আস্বাদন করিও" এইমাত্র উপদেশ দিলেন।

অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া অদ্যাবধি রণজিতচন্দ্র সেই শ্রীগ্রন্থ কণ্ঠহার করিয়া পরম অনুরাগ ভরে সেই যুগল শ্রীমূর্ত্তি নিত্য সেবা করিয়া আসিতেছেন। রণজিতচন্দ্র নিজ জীবনের ঐ অভিজ্ঞতা কোন সময় কোন কারণে জনৈক ভক্তকে নিম্নোক্ত ভাবে ইংরেজীতে লিখিয়া দিয়াছেন—

"I was in company of Prabhu Jagatbandhu about 5 years from 1890 when I was only 14 years old. My attraction for Him was so great that to overcome my guardians' obstacle, once

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

I jumped from the roof top of a building and swam across a swift streamlet. I ultimately met the Lord at Brindaban (1893-94). Some very strict and rigid rules of conduct were prescribed for me principally to completely overcome hunger sleep and fear. I failed to follow those rules for long and comfessed my guilt to the Lord. He then told me I would be of no use to Him and so He sent me back. Since then the great part of my life has been just like one of an ordinary worldly man. Occasionally I saw the Lord both before and after He shut Himself up at SREE ANGAN. My impression of Lord's Lila is that He has shown by His own life how to attain the Ideal which I failed. Probably there are others also who have the same experiences more or less. The more one can follow Prabhu's ideal, the more one will be able to serve Him."

রমেশচন্দ্রের বৈরাগ্য

পরাণপুরে জনৈক ভক্তগৃহে নির্জ্জনে রমেশচন্দ্র অনেকদিন পরে প্রভুর শ্রীচরণ সান্নিধ্য লাভ করিয়া প্রাণের সকল বেদনার কথা খুলিয়া বলেন। রমেশচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে প্রভু বলিলেন, "পিতামাতার অনুমতি লইয়া যাইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পার।" রমেশচন্দ্র পিতামাতার কাছে এই সঙ্কল্পের কথা উল্লেখ করিতেই তাহারা প্রমাদ গণিলেন। রমেশচন্দ্রকে কড়া পাহারায় রাখিলেন। নিরুপায় হইয়া রমেশচন্দ্র কিছুদিন চুপচাপ রহিলেন। বন্ধনও অপেক্ষাকৃত একটু শিথিল হইল।

কলেজ খুলিয়াছে। পড়িবার অজুহাতে রমেশচন্দ্র কলিকাতা রওনা হইলেন। কলিকাতায় পৌঁছিয়া তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তথায় প্রভুর ঠিকানা জানা ছিল। ছত্রিশগড় রাজার কুঞ্জে প্রভুর সঙ্গে দেখা করিলেন। প্রভুর আদেশে লক্ষ নাম জপ করিবেন, মাধুকরী করিবেন, তরুতলে বাস করিবেন, এবং বিরক্ত বৈষ্ণব হইবার সর্ব্বরকমের কঠোরতায় তিনি রাজী হইলেন। এইভাবে কিছুদিন গত হইল।

রমেশচন্দ্রের পিতামাতা খবর পাইলেন, রমেশ কলিকাতায় নাই। রমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিষচন্দ্র সরকারী চাকুরী করিতেন। অনেক চেষ্টায় তিনি পনর দিনের ছুটি লইয়া কলিকাতা আসিলেন। হোপ (Hope) সংবাদপত্রের সম্পাদক অমৃতলাল ব্যানার্জ্জির নিকট জানিতে পারেন যে, প্রভু শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছেন। খুব সম্ভব রমেশচন্দ্র তাঁহার অনুগমন করিয়াছে। জ্যোতিষচন্দ্র বৃন্দাবন রওনা হইলেন। অমৃতলালের নিকট হইতে বন্ধুসুন্দরের পরিচিত এক ব্রজবাসীর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া নিলেন।

বৃন্দাবন পৌঁছিয়া কথিত ঠিকানামত সেই ব্রজবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ব্রজবাসী বলিলেন, "প্রভু ছত্রিশগড় রাজার কুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন।" ব্রজবাসী জ্যোতিষচন্দ্রকে লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছত্রিশগড়ের রাজার ঠাকুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। জ্যোতিষ-চন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইয়া সুধন্বকুমারকে (বৃন্দাবন দাস) দেখিতে পান। সুধন্বকুমার প্রভুবন্ধুকে সংবাদ দিলে প্রভুবন্ধু "দাদা এসেছেন, দাদা এসেছেন" বলিতে বলিতে উপর তালা হইতে নীচে নামিয়া আসেন। নেলাভোলাভাবে একটী তমাল বৃক্ষের তলে বসিয়া পড়েন। জ্যোতিষবাবুকেও বসিতে বলেন। জ্যোতিষচন্দ্র তখন রমেশের অভাবে পিতামাতার অতি কাতর অবস্থার কথা বর্ণনা করেন। সব শুনিয়া প্রভুবন্ধু বলিলেন, "ওকে আমি আনি নাই। আমি আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। রমেশ আপনার সঙ্গেই বাড়ী চলিয়া যাইবে।" জ্যোতিষচন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন। সুধন্বকুমার দ্বারা প্রভুবন্ধু জ্যোতিষচন্দ্রের থাকিবার খাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

জ্যোতিষচন্দ্রের অবস্থিতি স্থানে রাত্রে রমেশচন্দ্র গিয়া মিলিত হইবেন, এই কথা স্থির থাকিল। পরে প্রভুবন্ধু যখন রমেশচন্দ্রকে গৃহে যাইতে বলিলেন, তখন তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না। বরং অত্যন্ত ব্যথিতভাবে ও বিষণ্ণ মুখে বসিয়া রহিলেন। বন্ধুসুন্দর তাহাকে একাকী ডাকিয়া লইয়া অনেক কথা বুঝাইলেন। প্রভুবন্ধু বলিলেন, "ব্রজের বৈরাগ্য, তোমার এখনও আসে নাই। সংসারে ফিরে যাও। খাট গে, বাংলায় যাও। বিবাহ করিও না। মাষ্টারী করিবে। প্রফেসার হইবে। নিজে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত হইয়া ছাত্রদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রচার করিবে। ইহা আমারই কাজ জানিবে।"

সব কথার মধ্যে, প্রভুর কাজে বাংলায় ফিরিয়া আসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োজন, এ কথাটাই রমেশচন্দ্রের প্রাণে স্পর্শ করিল। তিনি যাইতে রাজী হইলেন। রাজী হইয়াও কিন্তু সেই রাত্রিতে অগ্রজের অবস্থিতি স্থানে উপস্থিত হইলেন না। রমেশচন্দ্র আসিল না, ইহাতে জ্যোতিষচন্দ্র নানারূপ চিন্তা করতঃ বিনিদ্র রজনী যাপন করিলেন। তিনি মনে ভাবিলেন, আমাকে প্রতারণা করিয়া জগদ্বন্ধু রমেশকে দূরে সরাইয়া ফেলিতেছে।

উদ্বিগ্নমনা জ্যোতিষচন্দ্র সকাল হইতে না হইতেই ছত্রিশগড় রাজার ঠাকুরবাড়ী প্রভু বন্ধুসুন্দরের অবস্থিতি স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়াই প্রভুবন্ধু অতি মধুরস্বরে বলিলেন, "দাদা, মায়াতীত ধামে এসেছেন, তিন রাত্র বাস না করিয়া যেতে নেই। এইজন্য রমেশকে পাঠাই নি।" এই কথা বলিয়াই বন্ধুসুন্দর সুধন্বকে আদেশ করিলেন, "দাদাকে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমণ করাইয়া আন। নিধুবনে কুঞ্জবনে গড়াগড়ি দেওয়াও। যমুনার জলে স্নান করাও।" জ্যোতিষচন্দ্রকে পুনরায় কহিলেন, "যান, দাদা সুধন্বের সহিত ধাম পরিক্রমণ করুন।" সুধন্বকুমার প্রভুর আজ্ঞাপালন করিলেন। সন্ধ্যায় দর্শনাদি যথাকর্ত্তব্য শেষ করতঃ জ্যোতিষচন্দ্র প্রভুবন্ধুর সমীপে আসিলেন। "কোথায় কি দেখিলেন," জিজ্ঞাসা করিয়া প্রভু সব শুনিয়া লইলেন। জ্যোতিষচন্দ্র কহিলেন, "জগত, অনেকদিন যাবত তোমার কীর্ত্তন শুনি নাই। কীর্ত্তন শোনাও।"

বন্ধুসুন্দর ভক্তগণকে আদেশ দিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করাইলেন। উপর তালায় একটা কোঠায় কীর্ত্তন হইল। সুধন্বকুমার হরিদাস প্রভৃতি আট দশজন অনুরাগী ভক্ত তুমুল কীর্ত্তনানন্দ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুবন্ধু মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। জ্যোতিষচন্দ্র বিপুল আনন্দ অনুভব করিলেন।

তিন রাত্র বাস করিয়া জ্যোতিষচন্দ্র বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রভুর আজ্ঞা শিরে লইয়া রমেশচন্দ্র দাদার অনুগমন করেন। যাইবার আগে রমেশচন্দ্র প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু, আমাকে যে প্রফেসার হইবার কথা বলিলেন, তাহা কি করিয়া হইবে, আমি ত এফ্., এ, পাশও করি নাই।" প্রভু বলিলেন, "দেখিস্, তুই কলেজ প্রফেসার হবি।" পরবর্ত্তীকালে রমেশচন্দ্র কলিকাতা আলবার্ট কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

ফরিদপুর পৌঁছিয়া কিছুদিন পরেই রমেশচন্দ্র স্থানীয় ঈশান স্কুলে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর শ্রীশ্রীপ্রভু বৃন্দাবন হইতে রমেশচন্দ্রের নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন।

শ্রীমতি

১। বৈষ্ণবে রুচি, শুদ্ধাভক্তি, গোপীভাব, কৃষ্ণরস, যুগল-প্রেম, ইহার উপর আর কিছুই নাই।

২। সাধু সন্ন্যাসী স্বার্থপর। স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা লইয়া ব্যস্ত। একান্ত ভক্ত কিম্বা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ভিন্ন আমার কাজের কেহই সহায়তা করিতে পারিবে না।

৩। আমি ব্রহ্মাণ্ডের বন্ধু। ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া একাই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিব।

অযোধ্যাকুঞ্জ, জগদ্বন্ধু ভট্ট
বৃন্দাবন Fakir

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহিমের বেদনা

প্রাণারাম দেবতা প্রভুবন্ধু কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া ভক্ত মহিম একেবারেই মনমরা হইয়া গিয়াছেন। কীর্ত্তনে উদ্যোগ নাই, নিয়ম পালনে উৎসাহ নাই, দিবানিশি কেবল হা-হুতাস ও কান্না। ধৈর্য্য আর থাকে না। তারপর একদিন প্রাণের সকল কথা জানাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুর নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। উত্তরের আশায় প্রত্যহ ডাকের দিকে তাকাইয়া থাকিতে লাগিলেন। একদিন বৃন্দাবন হইতে এক পত্র আসিল। কিন্তু প্রভুর লেখাও নহে, ভাষাও নহে। পত্র লিখিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।

শ্রীরাধাগোবিন্দ জয়তি

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধাম

২১শে কার্ত্তিক, ১৩০১

সুহৃদ্‌বরেষু

আপনার এক পত্র পাইয়াছি। পূর্ব্বে যখন প্রভু গোপাল মিত্রের বাড়ীতে গেলেন, তখন আপনার অবস্থা কত উচ্চ ছিল। আপনি ত তখন বাড়ীতেই থাকিতেন না। আজকাল নাকি আপনি সকলের সঙ্গে মিশেন না। পূর্ব্বের মত একপ্রাণ হইয়া চলেন না। এরূপভাব হৃদয়ে স্থান দেওয়া নিতান্ত অমঙ্গলের কারণ। এখন অবধি পূর্ব্বের মত কর্ত্তৃত্ব করিয়া আবার যাহাতে সংকীর্ত্তনের শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করিবেন।

৺মদনকুমার সাহার বাড়ীতেই প্রথম সংকীর্ত্তনের স্থান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথায় সকলে মিলিয়া আবার আনন্দে হরিনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করুন। গত বিষয় সব ভুলিয়া যাউন। প্রভু কখনও আপনাদের ছাড়া নন। আপনাদের আঙ্গিনায় মদন সাহা, পূর্ণ ইহারা পরমাগতি প্রাপ্ত হইল। আপনাদের বাড়ীতে তাঁহার আসনের স্থান ও বেদী প্রভৃতি রহিয়াছে। প্রভু কখনও ওস্থান ছাড়া নন।

প্রভু যে আপনাকে ছাড়িয়াছেন তাহা নয়। এতকাল তাঁহার দাসত্ব করিয়া যদি অধোগতি হয়, তবে আর কে তাঁহার দাসত্ব করিবে? আপনার দৈবদুর্ব্বিপাক প্রারব্ধের ফল মাত্র। যথাসময় আবার প্রভুর কৃপাপাত্র হইতে পারিবেন। আমরা যদি মনে মনে প্রভুকে না ছাড়ি, তবে কি তিনি আমাদিগকে ছাড়িতে পারেন? কখনই না। নিরাশ হইবেন না। পুনরায় চিত্তে নূতন সাহস করুন। তাঁহার শ্রীচরণে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় উদ্যম প্রকাশ করুন, নিশ্চয়ই সফল মনোরথ হইবেন। পূর্ব্বের ন্যায়, উদ্যোগ করিয়া সকলকে ডাকিয়া সকলের সহিত মিশিয়া মান অভিমান ত্যাগ করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিবেন। নিয়মাদিও যথাসাধ্য পালন করিবেন। প্রভু মঙ্গলমত আছেন। ইতি—

অনুগত

বৃন্দাবন দাস, (সুধন্ব মিত্র)

পত্র পড়িয়া মহিম ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কান্দিতে লাগিলেন। তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পত্রে প্রভুর ইঙ্গিত আছে। নতুবা বৃন্দাবন দাদার ভাব ভাষা এইরূপ হইত না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রে লালা ! লালা !!

শ্রীশ্রীপ্রভুর বিরহে কাতর হইয়া অনুতপ্ত শিতিকণ্ঠ শ্রীশ্রীবৃন্দাবন গমন করিলেন। শিতিকণ্ঠকে দেখিয়া বন্ধুসুন্দর পরম মধুর স্বরে বলিলেন, "নবদ্বীপ হতে এলে, শিতি ! গৌর-সুন্দর কেমন আছেন ?" শিতিকণ্ঠজী করজোড়ে বলিলেন, "আপনি বিনা সব মলিন, প্রভু।" শিতিকণ্ঠ বন্ধুসুন্দরকে নবদ্বীপ আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বন্ধুসুন্দর স্মিতমুখে সম্মতি দিলেন। শিতিকণ্ঠের সকল দুঃখ ঘুচিয়া গেল। প্রভুর বাংলা অভিমুখে রওনা হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ওদিকে মহিমও কাঁদিতেছে, না যাইয়া উপায় কি ?

গভীর রাত্র। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর শিতিকণ্ঠকে সঙ্গে লইয়া যমুনার তীরে বেড়াইতেছেন। অদূরে ব্রজ-জননীদের কাতর ক্রন্দন ধ্বনি শোনা গেল। শ্রীশ্রীপ্রভু সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিতিকণ্ঠ ছায়ার মত পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

যমুনার তীরস্থ শ্মশান ভূমি। বস্ত্রাবৃত একটি মৃত বালক। তাহার আত্মীয় স্বজন পিতামাতা আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। প্রভুর ইঙ্গিতে শিতিকণ্ঠজী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সর্পাঘাতে বালকটির মৃত্যু হইয়াছে। প্রভুবন্ধু শিতিকণ্ঠের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওর ত ব্রজপ্রাপ্তি হইয়াছে। ওরা মিছা মায়ার-কান্না কান্দে কেন ?" শিতিকণ্ঠ কহিলেন, "প্রভু, মায়িক-জন কি তাহা বুঝে ?" শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃতদেহের নিকটে গিয়া "রে লালা! লালা!! লালা!!! বলিয়া অতি মধুর স্বরে ডাক দিলেন। ডাকিবামাত্রই মৃত বালকটি সজীবের মত উঠিয়া বসিল। বসিয়াই বলিল,—

"কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ।
কায়প্রাণে ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা॥"

উপরোক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়াই বালকটি পূর্ব্ববৎ চিরসুপ্ত হইল। তখন যে শব সে শব। এইপ্রকার অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং তাহারা বালকের জীবন ভিক্ষা চাহিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বন্ধুসুন্দর বলিলেন, "তোরা কাঁদিস্‌নে, আনন্দ কর। এ বালকের মহাভাগ্য যে, ইহার ব্রজপ্রাপ্তি হইয়াছে।" এই বলিয়া প্রভু তন্মুহূর্ত্তেই শিতিকণ্ঠকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের অলক্ষিতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

ব্রজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

"কোটি গোপীনাথ সেবা তৎপদ দর্শন"

—শ্রীকৃষ্ণদাস

একদিন রামদাসকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "রাম, তুই বৃন্দাবনে থাকিয়াই ভজন কর্।" রামের মুখ মলিন হইয়া গেল। ব্রজে ভজন ভাগ্যের কথা। কিন্তু রামদাসের কাছে তার চেয়েও বড় ভাগ্য প্রভুর সান্নিধ্য। "সহায়" বন্ধুর সঙ্গ হইতে যদি বঞ্চিত হইতে হয়, তাহা হইলে ব্রজে থাকিয়া ভজনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিও তার আকর্ষণ নাই! তাই তিনি প্রভুর সঙ্গে যাইতেই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভুও পুনরায় বলিলেন, "রাম থাক্, মঙ্গল হবে।"

যখন রামদাস দেখিলেন যে, প্রভুবন্ধু কিছুতেই তাহাকে সঙ্গে নিবেন না, তখন অগত্যা বলিলেন, "তবে থাকি।" রামের উত্তরের ভঙ্গীতে দুঃখিত হইয়া ঈষৎ তিরস্কারের সুরে বন্ধুসুন্দর বলিলেন, "ছিঃ, চাঁদে কলঙ্ক হল?"

প্রভুর অন্তরের ভাব এই যে, রাম সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় থাকে ও সকল আদেশ অবিচারে পালন করে। সে যে আজ "তবে থাকি" বলিয়া অগত্যা আদেশ পালনে রাজী হইল, ইহা তাহার পূত চরিতে একটা দাগের মতন।

শ্রীরাম প্রভুর ভাব বুঝিয়া লজ্জিত হইলেন এবং প্রফুল্ল চিত্তে আদেশ পালনে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু চেষ্টা করিলে কি হইবে, বিরহ বেদনা কোন মানা মানে না। বিদায়কালে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর রামদাসকে শেষ কথা কহিলেন, "রাম, নিত্য শ্রীগৌর গায়ত্রী, শ্রীনিতাই গায়ত্রী সংখ্যা করিয়া জপিবে। নিত্য লক্ষ নাম করিবে। মাধুকরী করিবে। আমার হস্তাক্ষর ভিন্ন পড়িবে না। অন্যের চিঠি পাইলে যমুনায় ভাসাইয়া দিবে।"

প্রিয় শিতিকণ্ঠের সঙ্গে .বন্ধুসুন্দর নবদ্বীপ আসিলেন। তিনদিন হরিসভায় অবস্থান পূর্ব্বক ভক্তের আদরের সেবা গ্রহণ করতঃ তাঁহার তপ্তপ্রাণে অমৃত ধারা ঢালিয়া ফরিদপুর রওনা হইলেন। ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে পৌছিয়াই (অগ্রহায়ণ ১৩০১) দুঃখীরামকে দিয়া বাকচরে মহিমের নিকট পত্র পাঠাইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমতি ভরসা

প্রাণেষু

ভাই, তুমি পত্রপাঠ আসিবা॥ কোন চিন্তা নাই। সাক্ষাতে বলিব। আমার মাথা খাও, আসিবা॥ করতাল এবং কাপড় চাদর আনিবা॥ মাথা খাও, এই বেলাই আসিবা॥

জগদ্বন্ধু ভট্ট॥
Faridpur.

পত্র পাইয়া ম্রিয়মান মহিমের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। অহো! পত্রের কি ভাষা—"প্রাণেষু!" আবার পুনঃ পুনঃ মাথার দিব্যি! কতই না আদরমাখা শ্রীহস্তের লেখাগুলি! অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে মহিম পত্রপাঠ তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকান্দায় ছুটিয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীবন্ধুর শ্রীচরণ স্পর্শে শ্রীমুখচন্দ্র দর্শনে মহিমের পুঞ্জিত বেদনান্ধকার ঘুচিয়া গেল। সকল অপরাধ মুছিয়া গেল।

মহিম বলিলেন—"প্রভু, বাকচর চলুন।" দুইদিন ব্রাহ্মণ-কান্দা থাকিয়া বহু ভক্ত সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীপ্রভু মহিম সঙ্গে বাকচর অঙ্গনে পদার্পণ করিলেন। আনন্দের রোল উঠিল। মহিম তাড়াতাড়ি প্রভুর বিরহে কাতর দীনবন্ধু বাবাজী ও অন্যান্য সকল ভক্তদের শ্রীশ্রীপ্রভুর আগমন সংবাদ জানাইলেন। ক্রমে ক্রমে চারিদিক হইতে সকল ভক্ত আসিয়া মিলিত হইলেন। আনন্দের বাজার বসিল্। স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভুবন্ধু স্বানুভাবানন্দে কখনও বাকচর, কখনও ব্রাহ্মণকান্দা, কখনও বদরপুর অবস্থান করতঃ আনন্দ লুটিতে লাগিলেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বালক সুরেশচন্দ্র নিকট-বন্ধু"

—স্মরণ মঙ্গল

"তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলম্"

রমেশচন্দ্র বাড়ীতে আসিয়াছেন। ফরিদপুর সহরের অনেক নরনারী তাহাকে দেখিতে আসিতেছে। কালেক্টরীর পেস্কার বাবু ঈশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুযোগ্য ছেলে কিশোর বয়সে ঘর-সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবন পলাইয়া গিয়াছিল, তার দাদা গিয়া তাকে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে—এ এক কৌতুকাবহ সংবাদ বটে। প্রবীণ লোক হইতে আরম্ভ করিয়া বালক পর্য্যন্ত সকলেই আসিতে লাগিল।

রমেশচন্দ্রের মস্তক মুণ্ডিত, মধ্যস্থলে গোক্ষুরায়তন-শিখা, গলদেশে ও বাহুতে তুলসীর মালা, গাত্রাবরণ কম্বল, হাতে কমণ্ডলু। তেজোদীপ্ত নবীন সন্ন্যাসীর বেশ—কৌপীন বহির্ব্বাস পরিহিত। সত্ত্বগুণ যেন মূর্ত্ত হওয়ায় রমেশচন্দ্রের দেহে অপার্থিব ভাবের উদয় হইয়াছে। এসব দেখিয়া যার যেমন ভাব ও বুদ্ধি সে তেমন সমালোচনা করিতে লাগিল। তরুণের দল কিন্তু রমেশচন্দ্রের ভাব ব্যবহার দর্শনে একেবারে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া গেল। তাহারা নিরন্তরই মধুলুব্ধ মধুকরের মত তাহাকে ঘিরিয়া থাকিত। রমেশচন্দ্রের চিত্তভূমি সর্ব্বদা সুনির্ম্মল ভাবরসে প্লাবিত। তাঁহার মুখে বন্ধুসুন্দরের কথা, ব্রহ্মচর্য্য তপশ্চর্য্যার উপদেশ এত সুস্পষ্ট সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী যে, তরুণ ও কিশোর দলের হৃদয়ে তাহা এক স্থায়ী প্রেরণা জাগাইয়া তুলিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমেশচন্দ্র ছাত্রদিগকে অতীব ভালবাসিতেন। তাহাদের কল্যাণ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর বাণী সমূহের সার সঙ্কলন করতঃ তিনি "ব্রহ্মচর্য্য" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে (১২৯৮) গোপালপুরের জমিদার শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র সরকার মহাশয় ফরিদপুরে ঈশান-স্কুল নাম দিয়া একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি রমেশচন্দ্রকে ডাকিয়া লইয়া ঐ স্কুলের শিক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। ইহাতে রমেশচন্দ্রের ছাত্র মহলে কাজ করিবার সুযোগ বাড়িয়া যায়।

রমেশচন্দ্রের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতিবেশী ও সুহৃদ্ শ্রীগৌরসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রথমে ফরিদপুর কালেক্টরীর মহাফেজ (রেকর্ড কিপার) ও পরে সেরেস্তাদার হইয়া পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। গৌরসুন্দরের পুত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র রমেশচন্দ্রের বাল্য-সঙ্গী। বাড়ীও পাশাপাশি। ফরিদপুর সহরের মধ্যস্থলে পুরাণ কালীবাড়ী মহল্লায় সদর রাস্তার পার্শ্বে-ই সুরেশচন্দ্রের বাড়ী। তৎপশ্চাতে পূর্ব্বভাগে পাশাপাশি দুইখানা বাড়ী, দক্ষিণ খণ্ডে রমেশচন্দ্রের বাড়ী—উত্তর খণ্ডে প্রভুবন্ধুর পিতামহ ভৈরব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট-আত্মীয় গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী।

রমেশচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্রের বয়সে পাঁচ সাত বৎসরের পার্থক্য থাকিলেও, প্রতিবেশী বলিয়া বাল্যাবধি উভয়ের ভাবের নৈকট্য জন্মিয়াছিল। প্রভু বন্ধুসুন্দরের কৃপার স্পর্শে রমেশ-চন্দ্রের জীবনে যে আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ হইয়াছে, তদ্দর্শনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুগ্ধ ও আকৃষ্ট তরুণ দলের মধ্যে শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্রের নামই সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। উকীল শ্রীযুত মনমোহন সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অক্ষয়, ডুলালী গ্রামের শ্রীযুত নিবারণ কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ দেবেন, উকীল শ্রীরসিক চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রীর জামাতা শ্রীমান্ কালীমোহন, মাইনর স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুত তারিণী সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ উপেন, কমলাপুরের ভগবানচন্দ্র সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান লোকনাথ, কেষ্টপুরের বিধু বিশ্বাস, টেপাখোলা পাট-পাশার ষ্টেটের কর্ম্মচারী শ্রীজনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ নকুলেশ্বর, ফরিদপুরের মোক্তার শ্রীপ্যারী ব্যানার্জ্জির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অমৃত, তারকেশ্বর বণিক প্রভৃতি একদল সত্যান্বেষী কিশোর তাহাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণে রমেশচন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ইহাদিগকে লইয়া রমেশচন্দ্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন।

রমেশচন্দ্রের নিষ্ঠা, তপস্যা ও ব্যক্তিত্বের ফলে তরুণ দলের অনেকেরই জীবনের গতি ফিরিতে লাগিল। ফলে অভিভাবক মহলে চাঞ্চল্য আরম্ভ হইল। রমেশচন্দ্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া সুরেশচন্দ্র যেদিন মাথা মুড়াইয়া গলায় ও হাতে তুলসী মালা জড়াইয়া, কাপড় ছিড়িয়া কৌপীন করিয়া পরিয়া ঘরে প্রবেশ করেন, সেদিন প্রথমেই তাহার কাকী-মা কর্ণ আকর্ষণ করতঃ চপেটাঘাত উপহার দেন ও দাদা চরণের চটী জুতা খুলিয়া তাড়া করেন। সুরেশচন্দ্র যেদিন স্কুলে গিয়া অন্য ছাত্রদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাত্র-স্পর্শ করিয়া বসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, সেইদিন ও তৎপর আর একদিন হেড-মাষ্টারের হুম্‌কীতে আগাগোড়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হন। দৃঢ়তায় অবাক হইয়া শিক্ষকেরা শেষে পৃথক বেঞ্চ ব্যবস্থা করেন। মোট কথা, রমেশচন্দ্রের প্রভাবে তরুণ দলের পরিবর্ত্তনে ঘরে বাহিরে বিদ্যালয়ে সহরে সর্ব্বত্রই একটি আন্দোলন ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এই সকল ব্যাপারের গোড়া ব্রাহ্মণকান্দার "জগত সাধু"কে সায়েস্তা করিবার পরামর্শও অভিভাবকগণের মধ্যে আরম্ভ হয়।

এই সময়ের কথা সুরেশচন্দ্র নিজে লিখিয়াছেন, "যখন অজ্ঞান তামসীর ঘনান্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছিলাম, কুসঙ্গী-দিগের কু-শিক্ষার ফলে যৌবন উদ্গমের পূর্ব্বেই জরায় আক্র-মণের পথ সুগম করিতেছিলাম, তখন বর্ত্তমান হিতাকাঙ্ক্ষীদের সেদিকে আদৌ লক্ষ্য পড়ে নাই। আজ ভাল হইবার প্রচেষ্টার পথ রুদ্ধ করিবার জন্য যেন সকলেই বদ্ধ-পরিকর। ইহাই কলির ছলনা। ঐন্দ্রজালিক প্রহেলিকা।"

নির্ভীক-হৃদয় রমেশচন্দ্র সঙ্গীগণকে লইয়া বন্ধুসুন্দরের কথা আলোচনা করিতেন। তাহার মুখে প্রেমময়ের কথা শুনিয়া সকলেরই হৃদয়ে তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর ব্রাহ্মণকান্দা আসিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের মুখে বন্ধুসুন্দরের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া সকলেই উৎফুল্ল। সকলেরই ইচ্ছা বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে গিয়া দেখা করেন, কিন্তু রমেশচন্দ্রের আদেশ ও নির্দ্দেশ ছাড়া কাহারও যাইবার ইচ্ছা নাই, উপায়ও নাই। রমেশচন্দ্রও বাগানের মালীব মত যখন যে ফুলটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্ফুটিত, সেইটিকে প্রাণের দেবতার চরণে অর্ঘ্য দিবার জন্য চয়ন করেন।

শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্রের হৃদয়ে দর্শন লালসা সর্ব্বাধিক। ফরিদপুরের রাস্তায় কীর্ত্তন দলের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় বন্ধুসুন্দর যখন নাচিয়া চলিয়া যান, তখন পথি-পার্শ্বস্থ অনেকেই দর্শন পান। ঐরূপ দর্শন সুরেশচন্দ্রও কয়েকবার পাইয়াছেন। তা'ছাড়া বাল্যবেলা কখনও কখনও গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী বন্ধুসুন্দর আসিতেন। তখন খেলা-ধূলার মধ্যে সুরেশচন্দ্র তাঁহার দর্শন স্পর্শন পাইয়াছেন কিন্তু তাহাতে লালসা মিটে নাই। অথবা ঐ সময় হৃদয়ে লালসা জাগে নাই। জঠরে ক্ষুধা থাকিলেই যেমন খাদ্য আস্বাদনে পুষ্টি ও তুষ্টি হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ হৃদয়ে ভগদ্দর্শনের ক্ষুধা জাগিলেই তদ্দর্শনে প্রেমানন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। ঐরূপ ক্ষুধা বা শাস্ত্রীয় ভাষায় যাহাকে বলে "লৌল্য" তাহা ভক্তানুগ্রহ ব্যতীত আর কোন উপায়েই হৃদয়ে জাগরূক হইতে পারে না।

আজ সু-মালী রমেশচন্দ্রের অনুগ্রহে সুরেশচন্দ্রের হৃদয়-কাননে লোলুপতা-কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আজই প্রাণপ্রিয়তম দেবতা এ ফুলকে অর্ঘ্যরূপে চরণে স্থান দিবেন। জাগতিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাদ্যকে অনুসন্ধান করিতে হয়। আধ্যাত্মিক ক্ষুধা এমনই বস্তু যে, উহা প্রাণে জাগিলেই খাদ্যের সঙ্গে মিলন ঘটিয়া যায়। খাদ্যই যেন ক্ষুধাকে খুঁজিয়া লয়। সুরেশচন্দ্রের দর্শনোৎকণ্ঠা পূর্ণতায় পৌঁছিয়াছে। অদ্যই বুঝিবা ভাগ্যরবির উদয় হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমেশচন্দ্রের পত্র বাহক

"যুক্ত করো এই নিবেদন"

—শ্রীরমেশচন্দ্র

আজ বাসন্তী পঞ্চমী। সরস্বতী পূজার দিন। ছাত্র সমাজের পরম আনন্দ উৎসবের দিন। উষা স্নান করিয়া ফিরিবার কালে রমেশচন্দ্র সুরেশচন্দ্রকে কহিলেন, "সুরেশ, আজ সরস্বতী পূজার শুভদিন, তোর হাতে-খড়ি দিব।" সুরেশচন্দ্র ঐ হেয়ালী কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। রমেশচন্দ্র বলিলেন, "আমার একখানা চিঠি নিয়ে অতি গোপনে ব্রাহ্মণকান্দা যেতে হবে।" এই কথা শুনিয়া সুরেশচন্দ্রের শিরায় শিরায় আনন্দ প্রবাহ ছুটিল। কেন—তাহা সুরেশ-চন্দ্রের নিজ ভাষাতেই বলিব,—

"রমেশচন্দ্রের সংশ্রবে বিশেষ পরিবর্ত্তনের পর হইতে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত আমার হৃদয়ের গভীর অন্তরালে তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন পিপাসার স্রোত বহিতেছিল। সেই প্রেম-জলধিতে ক্ষুদ্র হৃদয়-স্রোতস্বিনী মিলাইয়া দিবার বাসনা প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু প্রাণের গোপন কথা প্রাণে চাপা ছিল। একান্ত মনে মানুষ যখন যাহা চায় তাহা সে পায়, সেই দিন এই কথার প্রমাণ পাইলাম।

রমেশচন্দ্রের আদেশ শুনিয়া একদিকে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া-ছিলাম। অপরদিকে পূর্ব্বকৃত বিদ্বেষ ভাব ও নানা সমালোচনা-পূর্ণ অপরাধের কথাগুলি মনে জাগ্রত হওয়ায় প্রাণের ভিতর একটি নির্ব্বেদ ভাবও দেখা দিল। মনের অগোচর পাপ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণকান্দার জগৎ সাধুর "জাগতিক ধর্ম্মের" কত কুৎসিত সমালোচনা করিয়াছি। আজ অপরাধী প্রাণে সঙ্কোচ আসা স্বাভাবিক।

আমি তাঁহার নিকটে গেলে তিনি না জানি কত গালমন্দ দিয়া উপেক্ষা ও ঘৃণার ভাবে তাড়াইয়া দিবেন ইত্যাদি— ভাবনা। কলিহত জীবের হঠাৎ আত্ম-বিবেক উপস্থিত হইলে যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, আমারও সেই প্রকার হইয়াছিল। রমেশচন্দ্র আমার মনের অবস্থা বুঝিয়াই যেন বলিলেন,— "সুরেশ, আজ তোর শুভদিন। শুভক্ষণে দর্শন লাভ হবে। তাঁর দর্শনে, কথা-শ্রবণে অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আনন্দ পাবি। তিনি ক্ষমার দেবতা, বড়ই প্রেমময়। ভয় ভীতির কোন কারণই নাই।" উভয়ে নিজ নিজ গৃহে প্রবেশের পূর্ব্বে রমেশচন্দ্র কহিলেন, "বাড়ীর পূজা ও প্রসাদ পাবার পরই যত শীঘ্র হয় প্রস্তুত হয়ে সুযোগ বুঝে এসো।"

বাড়ীতে খুব ঘটা করিয়া সরস্বতী মায়ের অর্চ্চনা হইত। চব্য চোষ্য আদি প্রসাদের অভাব ছিল না। কিন্তু আমার কোনদিকে মন নাই। "খায় দায় পাখীটি। বনের দিকে আঁখিটি॥" আমি মধ্যাহ্ন সময় সুযোগ বুঝিয়া ধীরে অতি সন্তর্পণে অন্যের অলক্ষিতে রমেশচন্দ্রের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলাম।

রমেশচন্দ্র একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। চিঠিখানা আমার হাতে দিবার পূর্ব্বে কিভাবে প্রভুবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ আদি করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে কতিপয় উপদেশ দ্বারা সতর্ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া দিলেন। দূতী-শিক্ষার অনুরূপ রমেশচন্দ্রের সেই উপদেশগুলি আজও অক্ষরে অক্ষরে হৃদয়ে আঁকা আছে। রমেশচন্দ্র বলিলেন—

"তিনি ঘরের ভিতরে কি বাহিরে আছেন, অনুসন্ধান করিবে। ঘরের ভিতরে থাকিলে বারান্দায় উঠে আস্তে আস্তে "হরেকৃষ্ণ" ধ্বনি করিবে। তারপর সাড়া পেলে গড় হ'য়ে প্রণাম করে বোলো, সহর হতে রমেশের চিঠি নিয়ে এসেছি। তিনি দুয়ার খুললে চিঠিখানা মাটিতে রেখে দিও।

"বাহিরের কোন স্থানে যদি থাকেন তা' হলে দূর হইতেই গড় হয়ে প্রণাম করো ও আমার নাম করে চিঠিখানা মাটিতে রেখে দিও। মাটির দিকে চেয়ে থেকো। তাঁর দিকে চাইবে না। অতি নিকটে যাবে না। আমাদের চোখের দৃষ্টিতে বা গায়ের গন্ধে তাঁর কষ্ট হয়।"

"কিছু সময় নিম্ন দৃষ্টিতে দাঁড়ায়ে থেকো। কিছু বলেন কি-না শুন্‌বে ও মনে রাখবে। পত্র দিলে তা এনে গোপনে আমার হাতে দিবে। শীঘ্র যাও।"

তখন আকাশে মেঘ উঠিয়াছে। আমি বলিলাম, "আমার ভয় হচ্ছে খুব। বুক কাঁপছে। এক সময় কত কটাক্ষ করেছি। তিনি নাকি অন্তর্য্যামী তবে সবইতো জানেন। আমাকে হয়তো গালমন্দ দিয়ে তাড়ায়ে দিবেন। একথা শুনিয়া রমেশচন্দ্র প্রসন্নমুখে বলিলেন, "ওরে তা নয় রে! তিনি যে অক্রোধ পরমানন্দ। পরম দয়াল, পতিতের বন্ধু। দেখবি কত মধুর ভাষায় কথা বলবেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সুবল বটু
সকল কাজেই পটু"

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীহরিদাস
মোহান্তের
আত্মজ—

কীর্ত্তনীয়া মনোমোহন মোহান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমেশচন্দ্রের আশ্বাস বাণীতে প্রাণে সাময়িক সাহস আসিল। পত্রখানা লইলাম। পত্রে কি লিখিয়াছেন জানিবার ইচ্ছা অন্তরে জাগিল। রমেশচন্দ্র অমনি পত্রখানা খুলিয়া আমাকে পড়িতে দিলেন। পড়িলাম। প্রিয়তম ভক্ত প্রাণের দেবতার পায় নিবেদন জানাইয়াছেন। কি মধুর!

"নয়নানন্দ! প্রাণ বঁধুয়া মোর !!
অদর্শন বিষ জ্বালা,
করিতেছে ঝালাপালা ;
বিষয়ের দাবদাহে
দিবানিশি করিছে দহন।
মায়া জাল ছিন্ন করি
লহ মোরে কেশে ধরি
যুক্ত করো, এই নিবেদন ॥"
"হরেকৃষ্ণ"

"সু-রেশ না সু-বল।"

পত্রখানা লইয়া চলিলাম। প্রথমে ভিতরের রাস্তা দিয়া তারপর সদর রাস্তা ধরিয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে চলিলাম। আমার আরাধ্য শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের নাম করিতে করিতে চলিলাম। একদিকে নিজ অপরাধ ও অযোগ্যতার কথা অপরদিকে দর্শন লাভের আশা ও আনন্দের উদ্বেল প্রবাহ—যুগপৎ চিত্ত-ক্ষেত্রকে ঘড়ীর দোলকের মত দোলাইতেছিল। তরঙ্গায়িত দেহ মন প্রাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া ক্রমে ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীর সদর দরজায় উপনীত হইলাম।

গতি মন্থর হইল ! "যেন চলিতে চরণ চাহে না আর, অবশ শিথিল অঙ্গ।" তথাপি মনোবলে ধীর পদবিক্ষেপে চলিয়া শ্রীগোবিন্দ আঙ্গিনায় প্রণাম করতঃ একেবারে ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। এ বাড়ীর আমি সকলেরই সুপরিচিত। আমি পিসীমা দেবী দিগম্বরী ও ক্ষীরোদা দিদিকে প্রণাম করিয়া নীরবে দাঁড়াইলাম। তাঁহারা আমার পোষাক পরিচ্ছদ ও ভাব অবস্থা দেখিয়া যেন অবাক হইলেন। পিসীমা বলিলেন, "সুরেশ, জগতকে চাও ?" এই বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন—"অ-ই যে পুকুরের পশ্চিম পারে। ওঁর ঘরের পিছনে স্তূপীকৃত খড়ের ঢিপির উপর বসে আছে ! ওখানে যাও।"

তিলার্দ্ধ গৌণ না করিয়া ঐ দিকে চলিলাম। কিছুদূর যাইতেই দেখি ঐ স্থানে ধানের খড়ের বড় বড় কয়েকটি স্তূপ (খড়ের পালা) রহিয়াছে। মাঝের একটি স্তূপের কতকগুলি খড় সরান ছিল। ফাঁকা গর্ত্তের মত স্থানে আরাম কেদারায় (ইজি চেয়ারে) হেলান দিয়া শায়ীতের ন্যায় শ্রীশ্রীপ্রভু উত্তান ভাবে যেন বেশ আরামে শায়ীত রহিয়াছেন।

রবারের পাতুকা পরিহিত শ্রীপদযুগল লম্বিত, তুটি বাহু কনুই হইতে উর্দ্ধমুখীন। আকাশ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। মস্তক ও শ্রীবদনমণ্ডল উন্মুক্ত। কি যেন কি ভাবে বিভোর। উর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। গ্রীবাদেশ হইতে পাদদেশের উপরিভাগ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ শুভ্রবাসে আবৃত। আমি দূর হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে করিতে ক্রমে চরণপ্রান্তে উপনীত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পাগল-করা শ্রীঅঙ্গ-গন্ধে চারিদিক ভরপুর। পার্থিব কোন গন্ধের সহিত ইহার তুলনা হয় না। যিনি এ গন্ধ আস্বাদন না করিয়াছেন তাহাকে বুঝান যায় না, কী যে বস্তু। আমার প্রাণের মধ্যে নব ভাবের উন্মাদনাময় তরঙ্গ। ক্রমে যেন আত্মহারা হইয়া যাইতেছি। আবাল্য বহুবার দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটিয়াছিল কিন্তু আজিকার অনুরূপ প্রাণ-মনোহরা মোহন দর্শন জীবন পাগল-করা দেব-গন্ধের আঘ্রাণ লাভ কোনদিনই হয় নাই। আজ আমি আর আমাতে নাই। চরণপ্রান্তে দাঁড়াইয়া গোলাপী আভাযুক্ত শ্রীমুখপঙ্কজ—সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছি। কত সময় এইভাবে কাটিল বলিতে পারি না। আমি তখন রমেশচন্দ্রের দৌত্যকার্য্যের শিক্ষাগুলি সবই ভুলিয়া গিয়াছি। আমার ভয় ভীতি আতঙ্ক অপূর্ব্ব আনন্দের প্রবাহে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে।

আমি কোন সাড়া না দিয়া সতৃষ্ণ নয়নে সকল ভুলিয়া শ্রীবদন সুধা পান করিতেছি, কি রকম যে হইয়া গিয়াছি—ভাষায় বুঝাইবার শক্তি নাই। আমার সেই মুহূর্ত্তের অবস্থা কে বুঝিবে! আমারই ন্যায় কুপদার্থ ত্রিকালের পতিত না হইলে অন্যে সে আস্বাদন অনুভব করিবে কি করিয়া?

কিছু সময় পরে তাঁহার বিস্ফারিত নয়নকমল ও ঊর্দ্ধ উত্তোলিত মৃণাল ভুজদণ্ড ধরার দিকে নমিত হইল। আমার নয়ন কিন্তু নামিল না। পূর্ব্ববৎ পলকহীন অবস্থায় চাহিয়াই রহিল। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন আমার দিকে চাহিলেন। চোখে চোখ পড়িল। আমি সেই জ্যোতিঃপূর্ণ চোখের দিকে তাকাইতে পারিলাম না। অবনত মস্তকে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া চিত্তপুত্তলিকার মত দণ্ডায়মান রহিলাম। পূর্ব্ব হইতেই একখানা মেঘ দিবাকরকে আচ্ছাদন করিয়া রাখায়, কৃষ্ণ ছায়ায় ধরণী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। আমার অন্তরের স্নিগ্ধতা বাহিরের স্নিগ্ধতায় মিশিয়া গেল। আমার অন্তর বাহির অমৃত প্লাবনে ভরিয়া গেল।

শ্রীবন্ধুসুন্দর পদযুগল গুটাইয়া স্বাভাবিক ভাবে বসিলেন। এদিক ওদিক একটু চাহিয়া পরে আমার দিকে করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বীণানিন্দিত সুমধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই কে রে?" প্রাণ 'মন মুগ্ধ করা প্রশ্নে মনে হইল আমি যেন কত অপরিচিত। প্রকৃত পক্ষে আমার তৎকালীন দেহ মন প্রাণে তাঁহার নিকট পরিচিত হইবার যোগ্য উপাদান কিছুই ছিল না। ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলাম—"আমি সুরেশ। রমেশদার চিঠি নিয়ে এসেছি।"

আমার কথা শুনিয়া বন্ধুসুন্দর স্বীয় স্বভাবসুলভ সুমধুর হাস্যে কহিলেন "সু-রেশ না সু-বল! কৈ দেও ত চিঠি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যুৎ প্রবাহ

"সুবল-বটু সকল কাজে পটু"

—শ্রীমুখ বাণী

চিঠিখানার জন্য যেন কত ব্যস্ত।—"কৈ, দেও ত চিঠি" বলিয়া শ্রীহস্ত প্রসারণ করিলেন। আমি আমার ফতুয়ার পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া মাটিতে রাখিতে যাইব, তাহার অপেক্ষা যেন সহিল না। আজানুলম্বিত দক্ষিণ মৃণাল ভুজদণ্ড প্রসারিত করিয়া আমার হাত হইতেই পত্রখানা লইলেন। উহা লইবার কালে যেন স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই স্বীয় রাঙা টুকটুকে বৃদ্ধা ও মধ্যমা দুইটি করাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা আমার হস্তের অঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন। আবরণ শূন্য বিজুলী আলোর সুইচ্ স্পর্শমাত্র দেহের শিরায় শিরায় যেরূপ তড়িৎ প্রবাহের একটা স্পন্দন অনুভূত হয় ও মর্ম্মে চমক লাগাইয়া ক্রমে একটা অচৈতন্যের ভাব আনিয়া দেয়—সেই সময় আমার অবস্থাও ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল। শ্রীঅঙ্গুলিদ্বয় স্পর্শন মাত্রই আমার প্রতি ধমনীতে ঐরূপ তড়িৎ প্রবাহের অনুরূপ ক্রিয়া হইতে লাগিল। আমি আর স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারিলাম না। বসিয়া পড়িলাম।

পলকহারা চক্ষে আর একবার তাঁর দিকে চাহিলাম। তারপর সিনেমা চিত্রের পট পরিবর্ত্তনের মত এক অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলাম। দেখিলাম, একটি নীল জ্যোতিঃ গোলকের মধ্যে বন্ধুসুন্দর বসিয়া রহিয়াছেন। চারিদিকে নীল রশ্মি বিকীর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে। হঠাৎ তাঁহার ললাটদেশ হইতে অতি প্রখর এক নীল জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া চপলাচমকের মত যেন আমার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। তখন আমি সংজ্ঞা রহিত হইয়া মাটিতে শুইয়া পড়িলাম। কত সময় ছিলাম বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে বন্ধুসুন্দর রবারের পাতুকা পরিহিত শ্রীচরণ দ্বারা আমার বামহাটুর নিম্নদেশ স্পর্শ করিয়া অতি করুণ মৃতুকণ্ঠে কহিলেন "ওঠ রে, বাড়ী যাবিনে ?"

শ্রীপাতুকা স্পর্শে ভাব তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া গেল। সুপ্তোত্থিতের মত চাহিয়া দেখি রমেশচন্দ্রের পত্রখানা মনোনিবেশে পাঠ করিতেছেন। সেই অপূর্ব্ব নীল রশ্মি তখন আর নাই। আমি প্রভুর দিক হইতে পা গুটাইলাম যখন পড়িয়া গিয়াছিলাম তখন পা খানা যে তাঁর দিকেই প্রসারিত হইয়াছিল, সে জ্ঞান ছিল না। একটু দূরে সরিয়া প্রণত হইলাম। চিত্ত-জলধির উত্তাল তরঙ্গ তখনও সম্পূর্ণ প্রশমিত হয় নাই। ভাবিতে লাগিলাম "অহো! ত্রিকালের পতিতের প্রতি তাঁহার এত করুণা!"

অবনত মস্তকে অদূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার দিকে চাহিয়া সহাস্তে মৃতুকণ্ঠে কহিলেন, "তোমার কোন্ বাসা ? কার ছেলে তুমি ?" প্রশ্ন শুনিয়া যেন নিজেকে কুড়াইয়া পাইয়া নিম্নে দৃষ্টি রাখিয়া কহিলাম, "রমেশদাদের বাসার রাস্তার ধারের বাসা। আমার বাবার নাম শ্রীগৌরসুন্দর চক্রবর্ত্তী।" এই পরিচয় দিতেই বলিলেন, "বেশ বেশ গৌরসুন্দরের ছেলে। যোগেশের ভাই তুমি ? আচ্ছা, আমার কাছে নিত্য চিরদিন এসো।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরক্ষণেই আবার বলিলেন, "আজ হতে সুবলদাস তোমার নাম রইল। সু-বল বটু সকল কাজেই পটু। নিত্য চিরদিন আমার হয়ে থেকো।"

"সু—এই নাও"

"সব-ই সবাই মিলেমিশে করা ভাল"

—বন্ধুবাণী

শ্রীঅঙ্গুলি দ্বারা কি যেন ইঙ্গিত করিলেন। মনে হইল তাঁহার বাসগৃহের সম্মুখের বারান্দায় গিয়া বসিতে বলিয়াছেন। তখন বন্ধুসুন্দরের শ্রীমস্তক ও বদনমণ্ডল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। তিনি তড়িদ্বেগে পিছনের দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি ধীরে যন্ত্র চালিতের মত বারান্দায় উঠিয়া প্রণাম করতঃ বসিলাম।

সম্মুখভাগের কপাট খুলিয়া অতি মধুর স্বরে কহিলেন,— "সু,—এই নাও।" চাহিয়া দেখি, দরজার সম্মুখেই এক সাত আট সেরী দধির ভাণ্ড। ক্ষণপরেই বলিলেন, "আহা ছেলে মানুষ, মুখ শুকিয়ে গেছে। বারান্দায় গিয়ে বসে খাও। আমি পত্র লিখে দিচ্ছি।"

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, হাঁড়িটার চারিভাগের তিন ভাগ মত ভরা ভাল ঘন দধি। তন্মধ্যে রসগোল্লার রস। রসে ডুবান অনেকগুলি রসগোল্লাও তাহার মধ্যে আছে। ঘর হইতে হাঁড়িটি বারান্দায় আনিতে আমার বেশ একটু বেগ পাইতে হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরজা খোলা। প্রভুবন্ধু পাইচারী করিতেছেন। আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বসে বসে খাও।" আমি বলিলাম, "এতগুলি কি খাওয়া যায়? আমি খেয়েই এসেছি।" তদুত্তরে অতি মধুর আদরমাখা ভাষায় কহিলেন, "ছেলেমানুষ, এতো অতি সামান্য। এখনই খেতে পারবে। খা-ও, খা-ও।" আমি হাড়ি হইতে দধি ও রসে মিশ্রিত একটি রসগোল্লা তুলিয়া মুখে আলগাভাবে ছাড়িয়া দিয়া বলিলাম, "খেয়েছি, আর সব নিয়ে যাব রমেশদার কাছে, পরে সবাই মিলে আনন্দ করে খাব।" এই কথা শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন "বেশ, ভাল, সব-ই সবাই মিলেমিশে করা ভাল।" এই বলিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন। প্রভু অনেক সময় হাঁসের ভাল পাখা পেনে (Swan Pen) লিখিতেন। চিঠি লিখিবার সময় পেন কলমের পুণ্ পুণ্ মধুর নিক্কণে আনন্দ হইতেছিল।

রসগোল্লাটি আস্বাদন করিলাম। কি যে মধুর, অপূর্ব্ব, মধুরাৎ মধুরং! রসগোল্লা অনেক খাইয়াছি কিন্তু এমন আস্বাদন জীবনে হয় নাই। সকল স্মৃতিই বিস্মৃতির অতলে বিলুপ্ত হইতে পারে কিন্তু সেই অপার্থিব মাধুর্য্যময়ী স্মৃতিগুলি বিস্মৃতিতে পরিণত হইল না। আজ এ জীবন-সন্ধ্যায়ও সে সব স্মৃতি জীবন্ত, শীতল, মধুর, প্রাণারাম।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পত্র লেখা শেষ করতঃ খামখানা আটকাইয়া দরজা খুলিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "পত্র রমুকে দিও, এখন যাও, আবার এসো।" এই বলিয়া কিছু সময় দরজার দুই চৌকাঠে দুই হস্ত বিন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইলেন;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রিয়জন স্থানান্তরে যাইবার কালে মানুষ যেরূপ ভাব ভাষায় বিদায় অভিনন্দন করিয়া থাকে, দৃশ্যতঃ তাঁহারও সেইরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। পুনরায় "দূর তো বেশী নয়, এসো" বলিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন।

আমি তখন নিরুপায়। কেমন করিয়া সেই মহামূল্যবান দধিভাণ্ড অতদূরে লইয়া যাইব এই ভাবনা। গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এক সম্বন্ধী ঐ বাড়ী থাকিয়া পড়িত। সে আমার অবস্থা দেখিয়া, একখানি কদলীপত্র দ্বারা মুখ বাঁধিয়া দড়ির শিকার মত করিয়া বহন করিবার উপযোগী করিয়া দিল। আমার বয়স ও দেহের শক্তি অনুযায়ী ঐ হাঁড়ি তিন মাইল পথ লইয়া যাওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। তথাপি মনের বলে ও আরাধ্য দেবতার নাম স্মরণে হাঁড়িটি হস্তে লইয়া দ্রুতবেগে সহরের দিকে ছুটিলাম।

দিনমণি পশ্চিম গগনে প্রায় ডুবুডুবু। রাস্তার দুই পার্শ্বে বিস্তর জঙ্গাল, বাঁশ ঝাড় পূর্ণ। বন্য বরাহ শ্বাপদ প্রভৃতির জন্য ভয়-সঙ্কুল। তার মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অম্ল-মধুর

আমি অপরূপ রূপ দেখেছি
রূপ সাগরের পারে।
অই ভুবনমোহন রূপে
পাগল করিল আমারে॥

—আনন্দ মিত্র

হৃদয়ের মাঝে সেই অনুপম প্রেমমাধুরী মাখা শ্রীমূর্ত্তিখানি থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ভাবসাগরে সাঁতার কাটিতে কাটিতে পূর্ব্ববৎ ভিতর দিককার পথ ধরিয়া রমেশচন্দ্রের গৃহদ্বারে উপনীত হইলাম। আমার বিলম্ব হেতু তিনিও ভাবিত হইয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি হাতের হাঁড়িটি লইয়া ঘরে রাখিলেন।

ঘরের মধ্যে নবীন সঙ্গী কতিপয় উপবিষ্ট। সকলেই আমাকে দেখিয়া উৎফুল্ল হইল। রমেশচন্দ্র প্রথমেই বলিলেন, "কিরে, জিনিষ সহ হাঁড়িটী দশ বারো সের হবে, আনলি কি করে?" উত্তরে বলিলাম, "প্রথমে আমারও ঐরূপ চিন্তা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য! পথে আসতে আমার কষ্ট বিন্দুমাত্র হয় নাই। আমার হাতে যে ভারবোঝা আছে তাহা আদৌ মনে আসে নাই। এখন কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে তাইত, কেমন করে নিয়ে এলাম।"

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "ওরে মনের শক্তিতে অসাধ্য সাধন হয়।" চিঠিখানা গোপনে হাতে দিতে, না পড়িয়া লুকাইয়া রাখিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anahdamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাঁড়ির মুখ খুলিয়া বেশ করিয়া নাড়া চাড়া করিয়া দেখিয়া রমেশচন্দ্র উপস্থিত সকলের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "এই দই নিশ্চয়ই নৈষ্ঠিক ভক্ত দুঃখীরামের দেওয়া। ইহা যতদূর ভাল ও পবিত্র হতে হয় তাই। তারপর ইহাতে তাঁহার শ্রীহস্তের সংস্পর্শ হইয়াছে। আমার মনে হয়, তিনি স্বয়ং কতকটা দই ঢেলে ফেলে দিয়ে তাহাতে রস ঢেলে রসগোল্লাগুলি ডুবায়ে রেখেছেন। এসব ইচ্ছা করেই করেছেন, সুরেশের জন্য। সুরেশের আজ মহাভাগ্য। সাদরে অম্ল সুরসাল মধুর রসে ভরপুর ভাবে সুরেশকে গ্রহণ করেছেন। তারই রহস্য-পূর্ণ পরিচয় দিয়ে দধিমঙ্গল পাঠিয়েছেন। তাঁহার প্রতি কার্য্য, প্রতি কথা বার্ত্তা, প্রতি আচার ব্যবহার সবই উদ্দেশ্য ও অর্থ পূর্ণ। এই দধির ভাণ্ডটিতেও দেখ কত রহস্য রহিয়াছে।"

আমি রমেশচন্দ্রের পত্র লইয়া যাইবার কালে দেহ মন প্রাণের অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া - যাহা যাহা ঘটিয়াছে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলাম। সুমধুর আদরের "সু" সম্বোধন করিয়া দধিভাণ্ড দেবার কথা পর্য্যন্ত বলিয়া শেষ করিলাম। বলিতে বলিতে মাঝে অধীরতা আসিয়াছিল। রমেশচন্দ্রের কৌশলে সামলাইয়া লইয়াছিলাম। আজ রমেশচন্দ্রের আনন্দ ধরে না। পরম উল্লাসে—কেন "সু" সম্বোধন করিয়াছেন, কেন সুবল বটু বলিয়াছেন এ সম্বন্ধে কত রহস্যময় কথা বলিতে লাগিলেন।

শশীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন বন্ধু ছিলেন। আমার সব বর্ণনা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, নীলরশ্মি, ললাটে জ্যোতিঃ, এসব ভেল্কি বা ম্যাজিকের মত মনে হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না কি ?" রমেশচন্দ্র শুনিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ওরে তা নয় রে, ম্যাজিক বা ভৌতিক ব্যাপার নয়। ইহা আধ্যাত্মিক মাধুর্য্যময়ী শক্তির স্বতঃস্ফুর্ত্ত বিলাস। ভাগ্যবান দর্শন পায়। সর্ব্বশক্তিমানের সবশক্তিই স্বাভাবিক ও ইচ্ছাধীন। তবে ঐ সব বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, তাঁহার প্রেম ভালবাসার আকর্ষণ মাধুর্য্যটি অনুভব করিবার চেষ্টা কর।"

অনেক তত্ত্ব আলোচনার পর অমৃতোপম প্রসাদ বিতরণ হইল। আমি রসগোল্লা প্রসাদ হাতে লইয়া রমেশচন্দ্রের দিকে চাহিলাম। আমার মিষ্টি দ্রব্য উদরস্থ করা নিষেধ ছিল। আমার অন্তর বুঝিয়া রমেশচন্দ্র কহিলেন, "তাঁর কৃপাশক্তি নিহিত প্রসাদ তোমাকেই দিয়াছেন, গ্রহণে আনন্দ পাবে ও শক্তিলাভ হবে।" গ্রহণ করিলাম। কি যে আস্বাদন, কেমনে বুঝাইব ?"

বন্ধুর পত্র

"অষ্ট-পাশ মুক্তকারী সংকর্ষণ"

ঘরে চলিয়া গেলাম কিন্তু পত্রখানিতে তিনি কি লিখিয়াছেন জানিবার আগ্রহ হৃদয়ে প্রবল, তাই গভীর রাত্রে আবার রমেশচন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইলাম। রমেশচন্দ্র বন্ধুর পত্র খুলিয়া পড়িতে দিলেন। পড়িলাম, কিন্তু অর্থের উপলব্ধি হইল না। রমেশচন্দ্র প্রত্যেকটি কথার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। যেমন মধুর পত্র তেমনই মধুর ব্যাখ্যা। আনন্দে প্রাণ ভরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেল—তবু কিন্তু পত্রখানা নকল করিয়া আনিতে ভুলিলাম না। সুন্দর কিছু পাইলে কাগজে ও হৃদয়ে আঁকিয়া লইবার অভ্যাসটা চিরকালই ছিল। শ্রীহস্তের শ্রীপত্রখানির অবিকল নকল আজও নয়নের সম্মুখে আছে।

একখানি সাদা খাম—তার উপরে লেখা—

হরেকৃষ্ণ দাস
সদর ফরিদপুর।

ভিতরে পত্র। তাহাতে স্পষ্ট স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে।—

"রাই কিশোরী ভরসা"

\+ +
\+ +

!! হরেকৃষ্ণ দাস !!

ধৈর্য্য ধর, কর; প্রাণপণ॥
কিশোরীর,—দশা যুক্ত,
যাবট, নিবাস॥
স্মরণে, রাখিও, ইহা,
দিবস, শর্ব্বরী॥

—:o:—

অষ্ট-পাশ,—মুক্ত কারি —
—সঙ্কর্ষণ॥
সদা, মতি স্থির, রাখ
কামজা—সম্বরি॥

চির, নিত্য, এই, বন্ধু
আকিঞ্চন॥
॥ ইতি ॥
"ব্রাহ্মণকান্দার,—ব্রাহ্মণ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইষ্ট-সমস্যা

"আমায় দংশিল গৌরাঙ্গ ফণী
এখন প্রাণে বাঁচিনে।"

আমরা ছিলাম বৈষ্ণব পরিবার ভুক্ত। পিতার প্রভাবে বাল্যাবধি শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তিতে চিত্ত আকৃষ্ট ছিল। কৃষ্ণনগরের তৈয়ারী সুন্দর মৃণ্ময় রাধাশ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পিতার নির্দ্দেশমত নাম জপ মূর্ত্তি চিন্তা ও ধ্যানাদি করিতাম। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের অযাচিত কৃপালাভের পর হইতে প্রাণের ভিতরে ইষ্ট-সমস্যার প্রবল তরঙ্গ উপস্থিত হইল। আমার চির আরাধ্য শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের মনোমোহন বিগ্রহ ও "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী"যুক্ত প্রাণ বন্ধুসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তিতে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। এইসব ক্রমে আমাকে এক সোয়াস্তি বিহীন নিদারুণ অবস্থার মধ্যে আনিয়া ফেলিল।

একদিন রমেশচন্দ্রকে প্রাণের অবস্থা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, "চিন্তা নেই, শীঘ্রই সমস্যার সমাধন হবে। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।" সত্য সত্যই অন্তর্য্যামী প্রভুবন্ধু অন্তর্দ্দর্শী। হঠাৎ একদিন দুঃখীরাম ঘোষ দাদাজীবনের হাত দিয়া অঙ্কপাত-যুক্ত একখানি পত্র পাঠাইলেন। ঐ পত্র দ্বারা সকল. সমস্যার সমাধান করিয়া প্রাণে অনাবিল আনন্দ ধারা ঢালিয়া দিলেন। ঐ পত্রখানার সকল তাৎপর্য্যও রমেশচন্দ্র সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতিতের প্রতি পতিতপাবনের অশেষ কৃপা। তিনি অচ্যুত, ধরিতেই জানেন ছাড়িতে পারেন না। তাই কখনও কখনও বলিতেন—তোদের "অচ্যুত-গোত্র" জানিস্।

ইহাই আমার প্রভুবন্ধুর সহিত প্রথম মিলনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। ইহা তাঁহার পতিতপাবন লীলার একটি চিত্র। বন্ধুলীলা তরঙ্গিণীর ইহা আবর্জ্জনা পূর্ণ একটী তরঙ্গ। জয় জগদ্বন্ধু পুরুষ হরি ॥" *

বহরমপুর প্রচারণ

"অতুল, বহরমপুর যাও। অকাতরে যারে তারে হরিনাম বিতরণ কর। স্কুল কলেজে হরিনাম ছড়াও। ছোট বড়, ধনী দরিদ্র বাছিও না। বিনা মূল্যে নাম ধন বিলাও।"

নগ্নপদ, রিক্তহস্ত, পরিধানে একখানি বস্ত্র, গায়ে একখানি চাদর, হাতের মুঠে একখানি টিকেট, হৃদয়ে অসীম বল, অতুলচন্দ্র বহরমপুর হরিনাম প্রচারণে চলিয়াছেন। প্রাণের দেবতার কৃপাদেশে উদ্বুদ্ধ প্রাণ। নামের শক্তিতে অগাধ বিশ্বাসবান অতুলের তুলনা নাই। আজিমগঞ্জ হইতে ষ্টীমারযোগে খাগড়া ঘাটে নামিয়া অতুলচন্দ্র যাহা দেখিলেন তাহাতে বুঝিলেন, বহরমপুরে আসিবার কার্য্য শ্রীশ্রীপ্রভু স্বয়ংই করিয়া রাখিয়াছেন।

---

* শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত "শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণীর আবর্জ্জনা পূর্ণ একটি তরঙ্গ" শীর্ষক খাতা হইতে উদ্ধৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরাহ্নে ঘাটে নামিয়া অতুলচন্দ্র একটিবার প্রাণ ভরিয়া উর্দ্ধবাহু করিয়া "হরি হরি-বো-ও-ল" ধ্বনি করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে শত শত নরনারী অমনি যন্ত্র চালিতের মত ছুটিয়া আসিলেন। চরণধূলি লইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। কেহ কাহাকেও চিনে না। তবুও চির পরিচিতের মত তাঁহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

অতুলচন্দ্রের বেশের বিশেষ কোন পারিপাট্য নাই। সাধু সন্ন্যাসীর চিহ্ন কিছুই নাই। জটা নাই, চিমটা নাই, গৈরিক নাই, কমণ্ডলু নাই। অতুলচন্দ্র আড়ম্বড়হীন শুভ্রবস্ত্র উত্তরীয়ধারী মুণ্ডিত-মস্তক একটি তপঃক্লিষ্ট দেহ যুবক মাত্র। সকলেই যেন কেন তাহাকে লইয়া বিব্রত। তাঁহাকে কোথায় রাখিবেন, কি খাওয়াইবেন, তাহার না কোন অসুবিধা হয়, ইহা লইয়া তাহাদের মাথা ব্যথা পড়িয়া গেল।

সকলের ইচ্ছা ও চেষ্টায় একটি ক্ষুদ্র ঘরে অতুলচন্দ্রের স্থান হইল। ঘরখানি একটি সরু রাস্তার উপরে। ঘরে একখানি চৌকী দেওয়া হইল। তাহাতে কম্বল পাতিয়া তাঁহার বিছানা করা হইল। কিছুক্ষণ করতালি সংযোগে হরিনাম করিয়া সামান্য জলযোগান্তে অতুল সে রাত্রের মত বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া স্নানাদি সমাপনান্তে অতুল করতাল সংযোগে বহরমপুর সহরে তাঁহার ঐতিহাসিক টহল আরম্ভ করিলেন। তখনও অন্ধকার যায় নাই।—

"ভজ জগদ্বন্ধু কহ জগদ্বন্ধু লহ জগদ্বন্ধু নাম রে।
যে জন জগদ্বন্ধু ভজে সেই আমার প্রাণ রে॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্ব আকাশ বর্ণময়ী হইতেই শ্রীশ্রীবন্ধুর রচিত,—

"জাগ গোরা গুণমণি যামিনী প্রভাত হল।
প্রিয়সনে একাসনে কত নিদ্রা যাবে বল॥"

গান ধরিলেন। তারপর "জাগ জীবন কিশোরী বিভাবরী পোহাইল"—রাইকানুর জাগরণী গাহিলেন। তারপর "উঠ উঠরে গুরু গৌরাঙ্গ বলে, প্রেমস্বরে প্রাণভরে কুতুহলে" আরও পরে "জয় জয় জয়রে নিত্যানন্দ জয় ভবতারণ" "জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় গদাধর" "গঙ্গানীরে গৌরচন্দ্র উষাবগাহন" -- গানের পর গান চলিতে লাগিল। সে কী টহল—সে কী ভাব—সে কী আর্ত্তি! বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে মানুষ এমন হরিনামের মাতাল দেখে নাই। অতুলচন্দ্র চলিয়াছেন, দৃষ্টি নিবদ্ধ মৃত্তিকায়, মহাপ্রেমে আনন্দভরে কাতরে গান গাহিতেছেন,—

"গৌর নিত্যানন্দ নাম গাও বিহ্বলে।"

নিজেই বিহ্বল হইয়া যাইতেছেন, নয়নে বারিধারা চলিতেছে, ধারায় ধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, রসাল করতালের মধুর ধ্বনি দিগন্ত মাতাইয়া শত শত নরনারীর চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। মুগ্ধ নরনারী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিতেছে—ইনি কে? "ঘূর্ণিত আঁখি অরুণ, ঝরে বা কত বরুণ" সাক্ষাৎ নিতাইচাঁদের আবেশ ছাড়া এমনি ভাবে "অসাধনে নিত্যধন" আর কে বিলাইবে!

প্রভাত গেল মধ্যাহ্ন আসিল, মধ্যাহ্নে মাত্র একবার গঙ্গাস্নান, তারপর আবার টহল। মধ্যাহ্ন গেল, অপরাহ্ন গেল, সন্ধ্যা আসিল, টহলের বিরাম নাই সন্ধ্যার পর রাত্রি আসিল। সমান নিষ্ঠায় টহল চলিতেছে। একইভাবে বক্ষ ভাসিতেছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিরল ধারায়। রাত্রি এক প্রহর দেড় প্রহর পর্য্যন্ত টহল দিয়া অতুল নিজ কুটিরে ফিরিলেন। বিশ্রামান্তে স্নান করিয়া স্বপাক হবিষ্যান্ন গ্রহণ, তারপর কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম। এইভাবে দিনের পর দিন একইভাবে পথে পথে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া নাম কীর্ত্তন চলে। কালানুসারে জাগরণ, গোষ্ঠ, নিতাই গৌর লীলা, প্রার্থনা, কখনও বা "ভজ জগদ্বন্ধু কহ জগদ্বন্ধু" গান কখনও বা শুধু মাত্র নাম "কৃষ্ণগোবিন্দ গোপাল শ্যাম। রাধামাধব রাধিকা নাম।" আবার ফিরাগোষ্ঠ গোধূলি আরতি সন্ধ্যারতি, প্রভৃতি স্মরণ। বিষয় ও সুর রাগের পরিবর্ত্তনই একমাত্র পরিবর্ত্তন—অন্য সবই সমভাবে দিনের পর দিন সমান বা বর্দ্ধিত আবেগে চলিতে লাগিল।

অতুলচন্দ্র সর্ব্ব বিষয় ভ্রূক্ষেপহীন, উদাসীন। গ্রীষ্মের খর রৌদ্র, বর্ষার প্রবল বারিধারা সকলই সমান। নিজের গ্রাসাচ্ছাদন বিষয় সর্ব্বতোভাবে নির্ভরশীল, নিশ্চিন্ত, তেজস্বী অটল। অতুলচন্দ্রের এই অতুলনীয় ভাব, গভীর আবেশ, তীব্র আবেগপূর্ণ কীর্ত্তন কয়েকদিনের মধ্যেই বহরমপুর, খাগড়া, সৈদাবাদ, কাশিমবাজার প্রভৃতি সহরগুলিতে এক মহাতরঙ্গ তুলিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অমানী মানদ"

"অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে"

—শ্রীকৃষ্ণদাস

আর একটি অভিনব ব্যাপার অতুলচন্দ্রের ব্যবহারে প্রকটিত হইতে লাগিল। সেটি হইল নিজে মান না চাহিয়া নিরভিমানে অপরকে দীনহীন অযোগ্যজনকে মান দান। শ্রীশ্রীপ্রভুর শিক্ষামত অতুলচন্দ্রের দীনজনদের প্রতি ব্যবহার এতই দৈন্য বিনয় পূর্ণ যে, তাহাতে অতি বড় উদ্ধতেরও শির অবনত হইয়া পড়িত। মেথর, ঝাড়ুদার, ভিখারী দেখিলে অধিকাংশ সময় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। পথের কুকুর দেখিয়া হয়ত দণ্ডবৎ করিতেন। কিন্তু ধনীমানী বিষয়ীর দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না। তাহার এই ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। সাধারণ লোকেদের সঙ্গে করযোড়ে অতি তটস্থ ও বিনয়াবনত ভাবে যখন তিনি কথা বলিতেন, তখন অতি সহজ ভাবে সকলের চিত্ত জয় করিয়া লইতেন।

অতুল যখন যে পথ দিয়া টহল দিয়া চলিতেন, তখন সেখানকার বালক বৃদ্ধ যুবা উচ্চ নীচ জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলে দলে দলে কীর্ত্তনে যোগদান করিতেন। গৃহ মধ্যে কুলনারীগণ এই প্রেমের পাগলকে দেখিবার জন্য নিত্য নিত্য গৃহের ছাদে গবাক্ষে ও বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বালকগণের পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবার উপক্রম হইল। চম্পটীঠাকুরের সম্মুখ দিয়া গেলে বালকগণ আর পড়িতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না। ছুটিয়া পিছু পিছু লয়। কখন বাড়ী ফিরিবে ঠিক থাকে না। হয়ত স্কুল কামাই হয়, নয়ত পড়া মুখস্থ হয় না। অন্যদিকে ভক্তিমতী ভাবপ্রবণ বধুগণের মধ্যে কেহ কেহ আবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। অভিভাবকগণের মধ্যে অনেকেই চিন্তান্বিত হইলেন।

কতগুলি আসুরিক প্রকৃতির লোক বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা অর্থ দিয়া লোক রাখিয়া অতুলচন্দ্রের নিন্দা প্রচার করিতে লাগিল। প্রেমের পাগল অতুলচন্দ্রের কিন্তু কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই, কোন কিছু খেয়ালও নাই। কখন কোথায় আসিয়া পড়েন তাহার ঠিক নাই। মেয়েদের মূর্চ্ছা লইয়া অনেক অভিভাবক অস্থির হইয়া পড়িলেন। ভক্তকে নিষেধ করিবার শক্তি কাহারও নাই বা হয় না, আবার মেয়েদের ভাব প্রবণতা নিবারণের উপায়ই বা কি? অতুল যখন কোন স্থানে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার বস্ত্র-বয়ে-পড়া অশ্রুজল লইবার জন্য ঝিয়েরা ভীড় করে। তাহাদের গিন্নিমা ঐ জল মাথায় দিয়া তবে স্নান করিবেন। দিনের পর দিন এইরূপ ভাবে চলিতে লাগিল।

সারাদিন কীর্ত্তনান্তে বাসায় ফিরিয়া অতুলচন্দ্র দেখিতে পাইতেন, চৌকীর উপর তসর, গরদ, মটকা, টাকাকড়ি, গিনি মোহর আংটী, অলঙ্কার কত কি পড়িয়া আছে। তিনিও প্রভুর নির্দ্দেশ মত সবই প্রভুর সেবার জন্য সংগ্রহ করেন ও মধ্যে মধ্যে পার্শ্বেল করেন। গিনি মোহর অলঙ্কার পাওয়ার একটি কারণও ঘটিয়াছিল। অতুলচন্দ্রের ভক্তগণ তাঁহার নিকট হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুবন্ধুর ভগবত্তা সম্বন্ধে শুনিয়াছিল। নবগৌরচন্দ্রকে দেখিবার জন্য অনেকের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। কথায় কথায় কেহ রব উঠায় প্রভু জগদ্বন্ধু সোনার রথে চড়িয়া জন্ম ভূমিতে আগমন করিবেন। এইকথা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা অলঙ্কারপত্র দানের হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। সকলেরই সাধ প্রভুর সোনার রথ নির্ম্মাণে তাহার সোনা যেন লাগে।

বিদ্রোহীর তৎপরতা

অতুলচন্দ্রের এই সকল ব্যাপার দুর্বৃত্ত বিদ্রোহীগণের প্রবল কোপানলে ইন্ধন সংযোগ করে। চম্পটীকে দেশত্যাগ করাইতে হইবে ইহাই তাহাদের পণ। গোপনে তাহার দেহ নাশ করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। পক্ষান্তরে একদল শক্তিশালী যুবক ছিল তাহারা নিরন্তর তাঁহার দেহটী রক্ষা করিবার জন্য অলক্ষ্যে সচেষ্ট ছিল। তাহারা অতুলচন্দ্রের ন্যায় সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিত। তৈল ও শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনবার স্নান ও ভূমিশয্যায় শয়ন আরম্ভ করিয়াছে। এইসব দেখিয়া যে সকল অভিভাবকগণ বিরক্ত ছিলেন না, তাহারাও বিরোধের পক্ষপাতি হইয়া পড়েন।

অতুলচন্দ্র শ্রীশ্রীপ্রভুকে সাক্ষাৎ গোবিন্দ বলিয়াই জানেন। গোবিন্দসহায় এই বিশ্বাসে তিনি একদিন গোরা সৈন্যের গুলিভরা পিস্তলের সম্মুখে দাঁড়াইতেও ভয় পান নাই। চলন্ত ট্রেণের সম্মুখে রেলে মাথা দিয়া নিঃসঙ্কোচে পড়িয়া রহিয়াছিলেন। আজ তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর আদেশে বহরমপুর আসিয়াছেন। তাহাদের নির্দ্দেশ মত নাম প্রচার করিতেছেন। ইহাতে ফল যাহাই হউক তিনি তাহাতে আদৌ উদ্বিগ্ন নন। তিনি প্রভুর শক্তিতে সিংহ-বিক্রমে চলিয়াছেন। বিরোধীদলের কোন আন্দোলনই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নয়।

একদিন দুর্বৃত্তদল যখন শুনিল অতুল সদলে কীর্ত্তন করিতে করিতে কাঁন্দি যাইবেন, তখন তাহারা স্থির করিল, কাঁন্দি হইতে বহরমপুর আসিতে গঙ্গার পরপারে সুদীর্ঘ নির্জ্জন পথে রাত্রে অন্ধকারে লাঠিয়ালের সাহায্যে তাহারা তাহাদের আপদটি দূর করিবেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর ইচ্ছায় এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা অতুলচন্দ্রের অনুবর্ত্তিগণের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে। স্বর্গীয়া রাণী আন্নাকালী ষ্টেটের তদানীন্তন ম্যানেজার প্রাতঃস্মরণীয় দৃঢ়চিত্ত স্বর্গীয় সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দেন, এবং দুর্বৃত্তগণকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেন। ফলে তাহারা চিরতরে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। এই সকল কাহিনী উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ও দৌহিত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত। তাহারা কলিকাতার হাটখোলা অঞ্চলে বাস করিতেছেন।

অতুলচন্দ্র কিন্তু ঐ সকল কথা শুনিয়াও দুর্বৃত্তগণের গৃহ সম্মুখের রাস্তা দিয়া তাঁহার বালক ও কিশোরদলকে নানাভাবে সজ্জিত করিয়া তাহাদের হস্তে নানাবর্ণের পতাকা দিয়া অকুতোভয়ে কীর্ত্তন করিতেন। বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল। মহাগৌরবে কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। বহরমপুর সহর ও তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুষ্পার্শ্বে সর্ব্বত্র হরিনাম রোলে ও নব অবতারীর মহিমা ঘোষণায় টলমল করিতে লাগিল। এই টহল কীর্ত্তনযজ্ঞের পূর্ণতায় সত্যসত্যই একদিন কীর্ত্তনেশ্বর দয়াধার বন্ধুহরি ঐ কীর্ত্তনের মধ্যে উদিত হইয়াছিলেন। ভক্তগণ সেইদিনের অপেক্ষায় আছেন।

বহরমপুরে প্রেমের দেবতা

"রাশি রাশি রাকাশশী নখে শোভা পায় রে"—শ্রীবন্ধু

একদিন অতুলচন্দ্রের সাধনা পূর্ণ হইল। তাঁহার আরাধ্য ধন, ধ্যানের মূর্ত্তি বহরমপুরের ভূমিতে উদিত হইলেন। সে এক অপূর্ব্ব লীলা! বহরমপুরের বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস মহাশয় সেই লীলা প্রত্যক্ষ দর্শন ও আস্বাদন করতঃ তাঁহার নিজ হস্তে নিম্নোক্তরূপ বর্ণনা লিখিয়া দিয়াছেন।

"অপেক্ষা করিতেছিলাম কবে সুযোগ হইবে, কবে দর্শন ভাগ্য ঘটিবে। প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু, তাই আমাদিগকে আর বেশী-দিন অপেক্ষা করিতে হইল না। সংবাদ পাইলাম প্রভু আসিবেন। এই শুভ সংবাদে মনপ্রাণ নাচিয়া উঠিল। বহরমপুরের প্রভুগত প্রাণ ভক্তদের যেন আর আনন্দ ধরে না। আমার বয়স তখন সতর বৎসর। আষাঢ় মাস কি শ্রাবণ মাস হইবে প্রভু আজিমগঞ্জ পর্য্যন্ত ট্রেণে আসিয়া ষ্টীমারে খাগড়াঘাট ষ্টীমার ষ্টেশনে পৌঁছিবেন। কীর্ত্তন-নাটুয়া প্রভু কীর্ত্তন ভালবাসেন, কীর্ত্তন দ্বারাই তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীযুক্ত চম্পটীঠাকুর, ভোলানাথ বসু, আনন্দমোহন বসু ও জগদীশ রায় প্রমুখ শতাধিক প্রভুর ভক্ত। আমরা শ্রীখোল করতালে "ভজ নিতাই গৌরাঙ্গ চরণ, যদি চাও গোকুল বৃন্দাবন" প্রভুর রচিত এই কীর্ত্তনটি উচ্চরোলে গাহিতে গাহিতে যথাসময়ে খাগড়া ষ্টীমারঘাটে উপনীত হইলাম। বেলা দুইটা কি আড়াইটার সময় ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া লাগিলে প্রভু দুই তিনজন ভক্তসঙ্গে অবতরণ করিলেন। এই আমার প্রথম দর্শন। প্রভু সুদীর্ঘকায়, আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃত। প্রথম দর্শনে কীর্ত্তনের রোল আরও বাড়িয়া উঠিল। প্রভুকে অগ্রে রাখিয়া পরমানন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে বাধাঘাটের নীচে শ্রীযুক্ত চম্পটীঠাকুরের আশ্রমে যাওয়া হইল।

প্রভু আশ্রমের গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে পৃথক আসনে উপবেশন করিলে সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রভু কাহাকেও শ্রীচরণ স্পর্শ করিতে দেন নাই। চম্পটীঠাকুর আবার গান ধরিলেন,—

ঐ শ্যাম রায়।
ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়ায়ে কদম্ব তলায় রে॥
কটীতে কিঙ্কিনী সাজে, চরণে নূপুর বাজে রে,
রাশি রাশি রাকাশশী নখে শোভা পায় রে॥
কোকনদ পাণিতল, কানে মকর কুণ্ডল রে,
কামিনীমোহন চূড়া বামেতে হেলায় রে॥
যুগল মৃণাল করে, অধরে মুরলী ধরে রে,
সাধাবাঁশী রাধা রাধা বলে উভরায় রে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরণ চিকণকালা, গলে দোলে বনমালা রে,
আতঙ্কে অনঙ্গ রতি ভূমে গড়ি যায় রে॥
নীল-নলিন-নয়ন, কেলীকদম্ব হেলন রে।
গুরুবন্ধু পাদপদ্মে জীবন বিকায় রে॥

অনেকক্ষণ কীর্ত্তনের পর, আমরা সকলেই চলিয়া আসিলাম। মাত্র দুই তিনজন ভক্ত থাকিলেন।

সন্ধ্যার সময় আমরা বহু সংখ্যক ভক্ত প্রভুর দর্শনে গেলাম। সেদিন শ্রীএকাদশী তিথি ছিল। ফল, মিষ্টি, ক্ষীর প্রসাদ বিতরণ হইল। তারপর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর লুট দেওয়া হইলে, অনেক লোক চলিয়া গেল, আমি ও কতিপয় ভক্ত থাকিলাম। প্রাণের ইচ্ছা—প্রভুর শ্রীমুখের মধুর কথা শুনিব। প্রভু বস্ত্রাবৃত দেহে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীএকাদশী মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা করিলেন।

জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, শ্রীএকাদশী ব্রত স্মার্ত্তমতে না গোস্বামীমতে করা কর্ত্তব্য?" প্রভু বলিলেন,—"গোস্বামিপাদেরা সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত উপদেশ পাইয়া যে বিধি করিয়া গিয়াছেন,—যদি শ্রীকৃষ্ণভক্তিলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে গোস্বামিমতেই ব্রত করিবে। আর যদি স্বর্গাদি ভোগের বাসনা থাকে, তাহা হইলে স্মার্ত্তমতে করিবে। শুধু উপবাস করিলেই একাদশীব্রত উদ্‌যাপন হয় না। শ্রীহরিবাসর নামক সংকীর্ত্তন করিতে হয়, এইটুকু একাদশী ব্রতের প্রধান অঙ্গ।"

অনঙ্গবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! শ্রীএকাদশী ব্রত তো আবাহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীহরিবাসরের বিধি ছিল ?" শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন,—"শ্রীএকাদশী ব্রত আবাহমানকাল হইতে চলিয়া আসিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতরণের পূর্ব্বে কলির জীবের এই ব্রত-মাহাত্ম্যের বা গুরুত্বের কোন জ্ঞান ছিল না।" জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো ! শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ চরণ ভজন করিলেই কি গোকুল বৃন্দাবন লাভ হইবে ?" প্রভু বলিলেন, "শ্রীনরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের একটি গানের মধ্যে সাধনা ও সিদ্ধি বিষয় অতি উত্তমভাবেই বর্ণিত আছে।" সেই গানটি এই,—

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুই যাই বলিহারী।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥
গৌরপ্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি মধুর কণ্ঠে বন্ধুসুন্দর গানটি উচ্চারণ করিলেন। প্রভুর কথা কত মিষ্টি। মধুর মধুর অতি সুমধুর। কথা শুনিয়া দর্শনাকাঙ্ক্ষা, আরও বলবতী হয়। মনে হয় যাঁর কথা অত মধুর, অত সুন্দর তাঁর রূপখানি না জানি কতই সুন্দর। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত থাকায় ভাগ্যে দর্শন হইয়া উঠিল না। প্রাণের আশা প্রাণেই রহিল।

তারপর শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গুণ কীর্ত্তন করিলেন। বলিলেন, "শান্তিপুরেশ্বর শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের কৃপায়ই আমরা শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গকে পাইয়াছি।"

শ্রীশ্রীপ্রভু আমাদের বলিয়াছিলেন,—"তোমরা কীর্ত্তনের সময় ইহা মনে ভাবিবে এবং নয়নে দেখিবে যে, শ্রীশ্রীনিতাই গৌর সপার্ষদে তোমাদের সঙ্গে কীর্ত্তন করিতেছেন। তবেই কীর্ত্তন করা সফল হইবে।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর এই আশীর্ব্বাদ বাণী শুনিয়া কোন কোন ভক্ত প্রার্থনার ভাবে বলিলেন, "প্রভু! আপনি যদি কৃপা করেন ও শ্রীমুখে বলেন যে, আমরা কীর্ত্তনকালে দর্শন পাইব এবং মনে ভাবনা করিতে সমর্থ হইব, তবেই উহা সম্ভব হইতে পারে।" প্রভু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাদের দর্শন হবে এবং ভাবনা করিবার সামর্থ্য হবে।" আমি সর্ব্বদা ওখানে থাকিতাম, প্রায় সর্ব্বদাই কীর্ত্তন হইত। আমি মৃদঙ্গ বাজাইতাম বলিয়া— চম্পটীঠাকুরও অন্যান্য ভক্তগণ আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন।

প্রভু আসিলে বহরমপুরে খুব সাড়া পড়িয়া যায়। ছোট বড় সবাই প্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেন। সহরময় যেন এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। প্রভু প্রত্যহ দুই তিনবার গঙ্গায় স্নান করিতেন। আবৃত অবস্থায় স্নানের পর বস্ত্র গায় লাগিয়া গেলে ভিতর হইতে যেন কাঁচা সোনার রং বা দুধে আলতা মিশান জ্যোতিঃ বহির্গত হইত। এক অপূর্ব্ব কান্তি বিকাশ পাইত। প্রভুকে বস্ত্রাবৃত অবস্থায়ই দর্শন করিতাম। ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না, ইহাতে পিপাসা মিটিল না বরং পিপাসা আরও বাড়িয়া গেল। কবে অনাবৃত অবস্থায় দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করিব এই বাসনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুযোগের অপেক্ষায় রহিলাম।

শ্রীযুত চম্পটীঠাকুরের সঙ্গ ও অপরাপর ভক্ত সঙ্গে কীর্ত্তন আনন্দে দিন যাইতে লাগিল। এবার প্রভু বহরমপুর তিন দিবস ছিলেন। যাওয়ার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন, জন্মস্থান ডাহাপাড়ায় যাইবার জন্য আবার আসিবেন।

আবার শুনিতে পাইলাম; প্রভু আসিবেন। আষাঢ় মাস। এক নির্দ্ধারিত দিবসে শ্রীযুত চম্পটীঠাকুর ভোলাবাবু, জগদীশ বসু, অনঙ্গ রায়, রাজু মাষ্টার, রাধানাথ সাহা প্রমুখ বহু সংখ্যক ভক্ত আমরা শ্রীহরিনামের মূর্ত্ত-বিগ্রহ প্রভুকে আনিবার জন্য কীর্ত্তন করিতে করিতে খাগড়া ষ্টীমারঘাটে উপস্থিত হইলাম। এবার প্রভু বরাবর ষ্টীমারে আসিয়াছেন। এই আমার দ্বিতীয়বার দর্শন। প্রভুর সঙ্গে দুই তিনটি ভক্ত ছিলেন। বোধ হয় সুধন্ব মিত্র (বৃন্দাবন দাস) সঙ্গে ছিলেন। কীর্ত্তন রাস-রসিয়া বন্ধুসুন্দরকে অগ্রে রাখিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে বাধাঘাটের গলিতে পরম ভক্ত জগদীশ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আসিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবির্ভাব পীঠে পদার্পণ

জয় জয় চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র জগত্ত সুন্দর।
জয় বামাদেবী অঙ্কশায়ী ডাহাপাড়া-পুরন্দর ॥

—শ্রীমহেন্দ্র

"প্রভু এবারও স্বতন্ত্র রহিলেন। এবারে প্রভু স্বীয়, জন্মস্থানে যাইবার জন্য আসিয়াছেন। বহরমপুরে মাত্র একবেলা থাকিবেন। বড় দুইখানা নৌকা করা হইল। আমরা ষাট সত্তর জন শ্রীভাগীরথী বক্ষে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলাম। প্রভুর নৌকায় চম্পটী মহাশয় ও আরও দুই একজন ভক্ত থাকিলেন। আর আমরা সব অন্য নৌকায় আসিলাম। বেলা দুইটায় ডাহাপাড়ার বাধাঘাটে নৌকা লাগিল। বাধাঘাটের উপর তুলসী মঞ্চ এবং পাশে শিবের মন্দির ছিল। আমরা ডাহাপাড়ার রাজপথ দিয়া তুঙ্গ তুমুল কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুর জন্মস্থানে উপস্থিত হইলাম। শ্রীশ্রীপ্রভু আমাদের সঙ্গে চারবার জন্মভিটি ও দাড়িম্ব বৃক্ষ পরিক্রমা করিয়া মধ্যস্থলে বস্ত্রাবৃত অবস্থায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা প্রদক্ষিণ করিয়া কীর্ত্তন করিলাম।

কীর্ত্তন থামিলে পর প্রভুর আদেশমত একটি নূতন পিতলের ঘটী, টাকা পয়সা সিকি আধুলি প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ করিয়া দাড়িম্ব বৃক্ষ মূলে প্রোথিত করা হইল। তাহার উপরেই রাজমিস্ত্রী দ্বারা তুলসীমঞ্চ তৈয়ারী করাইয়া, তুলসী বৃক্ষ রোপণ করা হইল। প্রভু দাড়িম্ব বৃক্ষমূল দেখাইয়া বলিলেন, "এইটি আমার জন্মস্থান।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার তুলসী মঞ্চ পরিক্রমা করিয়া কীর্ত্তন করা হইল। কীর্ত্তনান্তে বাতাসা প্রসাদ লুট হইল এবং গরীব দুঃখীদের প্রভু নিজ হাতে টাকা পয়সা লুট দিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ী হইতে আবাহন আসিল। প্রভু ভক্তগণ সহ ঐ বাড়ীতে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। প্রভু বাড়ীর দক্ষিণ দুয়ারী ঘরে প্রবেশ করিয়া পাশের ঘরে হস্তপদ প্রক্ষালন করিলেন। বিশ্রামের পর প্রভুর ভোগরাগাদি হইলে ভক্তগণ প্রসাদ পাইলেন। তখন সামান্য বেলা ছিল। প্রভু গৃহমধ্যেই অবস্থান করিতেছিলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিল। কিছুতেই তাহা রোধ করিতে পারিলাম না। ভক্তগণের নিষেধ সত্ত্বেও ঐ ঘরের ভাঙ্গা জানালার ফাঁক দিয়া প্রভুকে দর্শন করিলাম। যাহা দর্শন করিলাম তাহা ভাষায় প্রকাশ হয় না। স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তাও বুঝি এই রূপ সাগরে ভাসিয়া যান। দেখিলাম, প্রভু নয়ন মুদিয়া পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। শ্রীদেহ অনাবৃত, অঙ্গ জ্যোতিতে বদ্ধ গৃহখানি আলোকিত হইয়া গিয়াছে। সে কি এক ভুবন-ভোলান অপরূপ রূপ! আমি কয়েক সেকেণ্ড মাত্র দর্শন করিয়াছিলাম। তাহাতে আমার চক্ষু ঝল্‌সিয়া গিয়াছিল।

অধিকক্ষণ দেখিবার আর সামর্থ্য ছিল না। আমি যেন কিরূপ হইয়া গিয়াছিলাম। কিছু সময়ের জন্য আমারও বহির্জগতের স্মৃতি সম্পুর্ণভাবে লোপ হইয়া গিয়াছিল। অন্তরে বাহিরে শুধু ঐ ভুবন-ভোলান রূপখানি নাচিয়া বেড়াইতেছিল। জগদীশবাবু আমাকে প্রভুর দর্শন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকক্ষণ তাহার উত্তর দিতে পারি নাই। আমার দেহের সকল ইন্দ্রিয় রোধ হইয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ পর জগদীশবাবু এবং অনঙ্গবাবুকে একটি কথা বলিয়াছিলাম, "যান, চুরি করিয়া দর্শন করিয়াও জনম সফল করুন, তাহাতে অপরাধ হবে ন। নয়ন সার্থক করুন।"

আমার কথায় সাহস করিয়া জগদীশবাবু আমার মত অবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন। তিনিও আমার মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি এত আনন্দ পাইয়াছিলেন যে, রাত্রে আমাকে কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। যেন আমার কথায়ই তিনি দর্শন পাইয়াছিলেন। নতুবা সাহস হইত না। গ্রন্থাদিতে এবং কীর্ত্তনাদিতে জানা ছিল যে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু কাঁচা সোনার বর্ণ ছিলেন। কিন্তু ইহার কোনরূপ অনুভব ছিল না। ইহা কল্পনা বলিয়াই জ্ঞান ছিল।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরকে দর্শন করিয়া আমার সেই মনের ভ্রম চিরদিনের জন্য দূর হইয়াছে। কেন না, মানুষে এবম্বিধ অঙ্গের বর্ণ ও গঠন-সৌষ্ঠব সম্ভবে না। ওরকম আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন মনুষ্যলোকে হয় না। এইপ্রকার আজানুলম্বিত ভুজ যাহা আমি দর্শন করিয়াছি, তাহা মর জগতের নহে। প্রভুর চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় মনে হইয়াছিল যে, তাহা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জগদীশ বাবু ও আমার দর্শনেতে উভয়ের বর্ণনায় প্রভেদ হইয়াছিল। যদি স্থির হইয়া আধ ঘণ্টাকাল কাহারও দর্শন করিবার ভাগ্য হয়, তবে সে-ই কিছু বর্ণনা করিতে পারে। সামান্য কয়েক সেকেণ্ডে আমি সেই রূপের বর্ণনা কি করিব!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যার পর, অনেকের বিশেষতঃ চম্পটী মহাশয়ের প্রার্থনায় প্রভু বাহির বারান্দায় আসিয়া বস্ত্রাবৃত অবস্থায় উপবেশন করিলেন। বলিলেন, "সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম কর এবং সাধুসঙ্গ কর তাহা হইলে ইহলোকে পরলোকে মঙ্গল হইবে। সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলেও শ্রীহরির ভক্তসঙ্গ ত্যাগ করিয়া থাকিলে সর্ব্বদা দুঃখই পাইবে। বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেরই নাম সংকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। তিলমাত্র বিস্মৃত হইবে না।"

প্রভু মাঝে মাঝে নীরব থাকিয়া মৃদু-মধুর অতি সুমধুর ভাষায় কথা বলিতেন। যে সেই বীণাবিনিন্দিত ভাষা একবার শ্রবণ করিয়াছে, সে আর ইহ জনমে ভুলিতে পারিবে না। এখনও যেন আমার কর্ণে সেই সুমধুর শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বৈষ্ণব কবির অনুভব অভ্রান্ত। সত্য সত্যই প্রভুর কণ্ঠধ্বনি "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।"

প্রভু বলিয়াছেন, "যদি মঙ্গল চাও তবে শ্রীহরিনাম কর।" চম্পটী মহাশয়কে একদিন বলিয়াছিলেন, "অতুল, শত শত গরুর পেছনে একটি রাখাল থাকে, তাহার শাসনে সব গরুগুলি চালিত হয়। সেটি মনে রাখিও।" অনেকক্ষণ পরে আর একটি কথা বলিয়াছিলেন, "এখনকার মত এখানকার কাজ সমাধা হইল।"

আমাদের আসিবার আজ্ঞা দিলে আমরা সকলে চলিয়া আসিলাম। শুধু চম্পটীঠাকুর ও সঙ্গীয় দুই একজন ভক্ত প্রভুর নিকটে থাকিলেন। প্রভু গৃহে আবদ্ধ অবস্থায় আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার ফরিদপুরে গিয়াছিলাম, দর্শন পাই নাই। জয় জগদ্বন্ধু হরি। জয় জগদ্বন্ধু হরি।

শ্রীহরিচরণ দাস, বহরমপুর,
২৩শে মাঘ, ১৩৪০

উপরোক্ত বর্ণনা "দীন কুঞ্জদাস" গ্রন্থিত "শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ও শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধাম" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। এই গ্রন্থে শ্রীহরিচরণ দাস মহাশয় চম্পটীঠাকুরের সঙ্গে অল্প বয়সে নিজ পরিচয়ের কথা ও বহরমপুরে চম্পটীঠাকুরের অনন্যসাধারণ প্রচারণ কাহিনীও নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।—

"আমার বয়স যখন তের চৌদ্দ তখনই শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু-সুন্দরের পরম প্রিয় একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীযুত অতুলচন্দ্র চম্পটী-ঠাকুর মহাশয়ের সুখ-সঙ্গ পাওয়ার ভাগ্য হইয়াছিল। ছোট বেলা হইতেই আমি মৃদঙ্গ বাদনে ও কীর্ত্তনে আনন্দ পাইতাম। চম্পটীঠাকুরের সঙ্গ প্রভাবে তাহা আরও যেন বাড়িয়া উঠিল। তিনি আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন।

তিনি বহরমপুরে হরিনাম সংকীর্ত্তনের বন্যা বহাইয়া দিয়া-ছিলেন। কীর্ত্তনই তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল। দিবানিশি হরিনামেই মাতিয়া থাকিতেন। তাঁহার নিষ্ঠা ও চরিত্র প্রভাব সকলকেই মুগ্ধ করিয়া তাঁহার অনুগামী করিত। বহরমপুরের বহু সংখ্যক লোক তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিল। মনে আছে, একদিন কোনও স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা একশত জন ভক্ত কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলাম। চম্পটীঠাকুরের স্থানাস্থান বা কালাকাল বিচার ছিল না। যখন তখন যেখানে সেখানে কীর্ত্তনের রোলে

৫৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিতেন। তিনি প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের রচিত কীর্ত্তন করিতেন। প্রভুর সুমধুর রচনা, চম্পটীঠাকুরের নিকট তাঁহার রূপ ও গুণের কথা, শুনিয়াই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রাণে অদম্য পিপাসা আসিয়াছিল।"

হরিবোল চম্পটীঠাকুর, টহল ও নগর কীর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীপ্রভু যে আদেশ বাণী দিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে পালন করিতেন। ঐ সব আদেশ বাণী বাকচরবাসীর খাতায় দৃষ্ট হয়।

নগর কীর্ত্তন।—লোকালয়ে, গৃহীর গৃহে, জনতার পথে, সর্ব্ব সমক্ষে, হাটে, বাজারে, নদীতে, পথে।

টহল।—গৃহ সন্নিকট, লোকপথে, উষায়, সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত, প্রেমরোলে, রসাবেশে, নিরালম্বে, চিরদিন।

"টহলই শেষ ধর্ম্ম"

চন্দ্র ও কিশোরী চক্রবর্ত্তী

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—শ্রীগীতা

বাকচর অঙ্গনে নানা দেশ হইতে ভক্ত সমাগম হইতেছে। একদিন অপরাহ্ন বেলা বটবৃক্ষ তলে বসিয়া গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ক্ষুদিরাম প্রমুখ কতিপয় ভক্তসঙ্গে হরিকথা ইষ্টগোষ্ঠী আলাপন করিতেছেন। এমন সময় কোলা উদয়পুর গ্রাম নিবাসী চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ও সায়েস্তাপুর নিবাসী কিশোরীমোহন চক্রবর্ত্তী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা আসিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমন্দিরের দরজায় প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন যে, আমরা প্রভুর দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিয়াছি।

তাহাদিগকে বসিবার আসন দিয়া গোকুলানন্দজী শ্রীমন্দিরের নিকটে গিয়া অতি আস্তে আস্তে বলিলেন, "প্রভু, কোলা উদয়পুরের চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও সায়েস্তাপুরের কিশোরী চক্রবর্ত্তী, আপনার দর্শন প্রার্থনা করেন।"

মন্দিরের মধ্য হইতে শ্রীশ্রীপ্রভু কহিলেন, "দর্শন পরে হবে, আগে তোরা ওদের খাবার বন্দোবস্ত কর, ওরা বড় ক্ষুধার্ত্ত। লুচি তরকারী ফল মূল দিয়া ভাল করে খাবার জোগাড় করে দে।" শ্রীশ্রীপ্রভুর নির্দ্দেশমত ভক্তগণ বিশেষ তৎপরতার সহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রসাদ পাইয়া তাঁহারা তুইজনেই দর্শনোৎকণ্ঠায় মন্দিরের তুয়ারে যুক্ত করে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিশোরী চক্রবর্ত্তীর আর্ত্তি অতি তীব্র। তিনি সাশ্রুনেত্রে বলিতে লাগিলেন "প্রভু, দয়াময়, কৃপা করিয়া দাসকে দর্শন দেন।"

রসরাজ বন্ধুসুন্দর মন্দিরের মধ্য হইতে কোন ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "ওরে ওদের গোঁফের ভিতর চিংড়ি মাছ লুকিয়ে থাকতে পারে, গোঁফ দাড়ি ফেলে আসতে বল। আর সর্ব্বদা যেন হরিনাম করে। দর্শন পরে হবে।" এই কথা শুনিয়া উভয়ে নিজেদের দীর্ঘ দীর্ঘ গোঁফ দাড়ি ফেলিয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু জনৈক ভক্তদ্বারা তুলসীমালা ও নামাবলী পাঠাইয়া দিলেন। উভয়েই গলে কণ্ঠী পরিয়া, গায়ে নামাবলী জড়াইয়া, হরি হরি বলিয়া বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন। দর্শন পাইব—এই ভাবী আনন্দেই তাঁহারা বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

পরমদয়াল বন্ধুহরি এই সময় মোহন মূর্ত্তিতে তাঁহাদিগকে দর্শন দান করিলেন। ভক্তবর কিশোরীর হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি মনে প্রাণে ঐ রাতুল চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং আত্মহারা হইয়া উন্মাদবৎ নৃত্য করিতে লাগিলেন। চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও দর্শন পাইলেন, আনন্দও পাইলেন, কিন্তু হৃদয়ের কোন কোণে অজ্ঞাত মালিন্যের অন্ধকার থাকায় সন্দেহের উদয় হইল। প্রভুকে পরীক্ষার ভাব জাগিল।

মনোমালা

এই সময় হারাণ শীল নামক একটি ভক্ত শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মালা পাইবার ভাগ্য দেখিয়া—"প্রভু, বাহিরের মালা নয়, মনোমালা ; প্রভু, বাহিরের মালা নয়, মনোমালা।" এইকথা বার বার বলিয়া হারাণ কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিল। তারপর শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়া সে আনন্দে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। তৎপর "পেয়েছি পেয়েছি" বলিয়া নাচিতে নাচিতে গৃহে চলিয়া গেল। ইহার পর হইতে সকলেই দেখিত, হারাণ হারাণ-রতন হৃদয়ে ধরিয়া গভীর ভজনানন্দে নিমগ্ন আছে। মনোমোহনের কাছে "মনোমালা" পাইয়া হারাণ ধন্য হইয়া গিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিশোরীর নবজীবন

"হরিনামের আশ্রয় লউন, সব মঙ্গল হবে" —শ্রীবন্ধু

চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়—শ্রীশ্রীপ্রভুকে তাহার বাড়ী লইবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "এখন নয়, সময়ে হবে।" তিনি চলিয়া গেলেন। কিশোরী চক্রবর্ত্তী আর গেলেন না। ইনি গভর্ণমেণ্টের পেন্সনভোগী পোষ্টাল অফিসার ছিলেন। অকাল বার্দ্ধক্যে স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কিশোরী বহুমূত্রের রোগী। স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বয়স এখনও পঞ্চাশের কোঠায় কিন্তু দেখিলে মনে হয় সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ। দিনের ভিতরে ঘন ঘন বহুবার প্রস্রাব হয়। ক্ষুধা লাগিয়াই থাকে। তৃপ্তিহীন রোগজীর্ণ দেহ। এইরূপ অবস্থায় কিশোরী বন্ধুসুন্দরের শ্রীচরণে আশ্রয় লইলেন, বন্ধুসুন্দর বলিলেন, "আপনি ব্রহ্মচর্য্য করুন, হরিনামের আশ্রয় লউন, সব মঙ্গল হবে।"

এই বয়সে ব্রহ্মচর্য্য করা যে কি তাহা কিশোরী কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তাহার শরীরেও বল নাই, মনেও আশা নাই। প্রভুর উপদেশ অদ্ভুত মনে করিয়া চিন্তিত হইলেন।

বাকচর হইতে অর্দ্ধক্রোশ পশ্চিমে পরাণপুর গ্রাম। সেখানে জনৈকা ভক্তিমতি মাতা বাস করেন। সকলেই তাঁহাকে "পরাণপুরের মা" বলেন। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরকে জীবনের আরাধ্য দেবতা জানিয়া তিনি পরম স্নেহ প্রীতিভরে প্রভুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তগণের সেবা করিয়া থাকেন। আজ তাঁহার বাড়ীতে প্রভু বন্ধুসুন্দর আসিয়াছেন। সঙ্গে বহু ভক্তও আসিয়াছেন, কিশোরীও আছেন।

কীর্ত্তনানন্দের পর প্রচুর ভোগরাগের ব্যবস্থা করা হইল। বহুপ্রকার উপাদেয় ভোগ্য বস্তু দেখিয়া কিশোরীর অন্তরে লোভ জাগিল। প্রভুবন্ধু বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ, কিশোরী, তুমি একটা মালসা চাহিয়া লও। আতপ চাউল ঘৃত স্বপাকে অ-লবণে হবিষ্যান্ন নিবেদন করিয়া গ্রহণ কর। দেখিও বেশী খাইও না। তিন দলাই যথেষ্ট।" কিশোরী নিরুপায় হইয়া আদেশ পালন করিলেন।

ঐ বাড়ীর কাছে একটা প্রকাণ্ড জাম গাছ আছে। গাছটীতে বহু জাম ধরিয়া সুপরিপক্ক হইয়া রহিয়াছে। দেখিয়াই কিশোরীর লোভ হইল। বৃদ্ধ রোগীর লোভ বড় সহজ কথা নয়। জাম সংগ্রহ করিবার জন্য কিশোরী চুপি চুপি গাছতলায় গেলেন। কিশোরী জাম কুড়াইতে আরম্ভ করিতেই কতিপয় ভক্তসহ প্রভুবন্ধু সেখানে উপস্থিত হইলেন। কিশোরীকে বলিলেন, "বড় ভাল জাম, কিশোরী! আমরা খাইব। গাছটা ভাল আছে, তুমি উঠিতে পারিবে। উঠ, জাম পাড়।" কিশোরী গাছে উঠিলেন। জাম আহরণ করিতে লাগিলেন। নীচে থাকিয়া বন্ধুসুন্দর কহিলেন, "হরেকৃষ্ণ, কিশোরী, দেখিও তুমি যেন একটিও খাইও না।" কিশোরী আদেশ পালন করিতে লাগিলেন।

প্রভু বাকচর অঙ্গনে আছেন। অঙ্গনে কাহারও দিবা নিদ্রা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইবার নিয়ম নাই। কিশোরীর দিনে রাত্রে বহু ঘণ্টা ঘুমাইবার অভ্যাস ছিল। প্রভুবন্ধু কহিলেন, "নিদ্রায় মৃত্যু, এত নিদ্রা ভাল নয়, কিশোরী। দিবায় নিদ্রা যাইও না। রাত্রে মাত্র দুই ঘণ্টা নিদ্রা। অপর সময় জপ।" কিশোরী দিবানিদ্রা ত্যাগ করিলেন। রাত্রে অধিকাংশ সময় বসিয়া ইষ্ট চিন্তা করিতেন। পার্শ্বের ঘর হইতে বন্ধুসুন্দর প্রায়ই বলিতেন। "কিশোরী, দেখিও যেন তন্দ্রা না আসে।" কখনও বলিতেন, "কিশোরী, ঢুলিও না।"

একদিন বন্ধুসুন্দর কিশোরীকে বলিলেন, "চল কিশোরী, বেড়িয়ে আসি।" বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে কিশোরী কোন এক অজানা পথে রওনা হইলেন। প্রভুবন্ধুর একটি ভারী পোটলা ও একটী কমণ্ডলু কিশোরী বহন করিতে লাগিলেন। কোথায় যাইবেন, জানেন না। কিশোরী নিজের বস্ত্রাদি কিছুই সঙ্গে লন নাই। সেইরূপ কোন আদেশ করেন নাই, তাই। অগ্রে প্রভু, পশ্চাৎ কিশোরী, পথ চলিতেছেন। প্রখর রৌদ্রে পথ ঘাট খুব সন্তপ্ত। ভগ্নস্বাস্থ্য কিশোরী চলিতে পারেন না। বলিলেন, "বড় রোদ প্রভু, এই বৃক্ষ তলে একটু বিশ্রাম করুন।" "ও কিছু নয়, চলে আসুন" বলিয়া বন্ধুসুন্দর যথাবৎ চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে পথে কয়েকবার গ্রাম্য খাল পড়িল। কিশোরী কাপড় বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করেন। বন্ধুসুন্দর বলেন, "ও কি! সাঁতরাইয়া আসুন।" কিশোরী সাঁতরাইয়া পার হইয়া আসিয়া কাপড় নিংড়াইতে লাগিলেন। বন্ধুসুন্দর বলিলেন, "ও সব করিতে নাই। থাক না ঐরূপই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথিপার্শ্বে কোন ভাল জলাশয় দেখিলে প্রভুবন্ধু কিশোরীকে বলেন, "একটা ডুব দিয়া নেও।" পথে বৃষ্টি নামিলে কিশোরীর ইচ্ছা নিকটে কোন বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লন। বন্ধুসুন্দর বলেন, "কিশোরী, ভেজা ভাল।" পথে কোন সাধু বা কোন কুক্কুর দেখিলে বন্ধুসুন্দর কিশোরীকে বলেন, "সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর।"

কিশোরী বহুমূত্রের রোগী পথিপার্শ্বে জল দেখিলেই ঘন ঘন প্রস্রাব করিতে বসেন। প্রভু বন্ধুসুন্দর বলিলেন, "ঐরূপ ঘন ঘন জল ত্যাগ করিও না। ঐ বেগ ধারণ করিবার অভ্যাস কর।" কিশোরী বড় চিন্তিত হইলেন। এই আদেশ কিরূপে প্রতিপালন করা সম্ভব ঠিক করিতে পারিলেন না। ব্যাধির কষ্টও বরং সহ্য হয় কিন্তু প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করাতে আমার দুর্গতি হবে ভাবিয়া কিশোরী মনে মনে ক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন।

কিছু সময় পর হইতে আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। আধ ঘণ্টা, চল্লিশ মিনিট পর পর প্রভুবন্ধু কিশোরীর নিকট হইতে কমণ্ডলু চাহিয়া পুনঃ পুনঃ জঙ্গলের আড়ালে গিয়া প্রস্রাব করিতে বসিতে লাগিলেন।

কিশোরীর দিনে ৪০।৫০ বার প্রস্রাব করিতে হইত। সেদিন প্রভু বন্ধুসুন্দর প্রায় ৩০।৪০ বার প্রস্রাব করিতে বসিলেন। কিশোরীর ঐ বেগ ক্রমে স্বাভাবিক হইয়া গেল। ঐ দিন হইতে ঐ ব্যাধি সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া গেল। প্রভুর নূতন শিক্ষায় কিশোরীর দেহ নবভাবে সুগঠিত হইয়া উঠিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমময় প্রভুর অত্যদ্ভুত কৃপার স্পর্শে কিশোরী কেশরী-বিক্রম লাভ করিল। তাঁহার দেহের ও মনের এত পরিবর্ত্তন হইল যে, হঠাৎ দেখিলে চেনা দায়। অনেক পথ পদব্রজে চলিয়া কতক পথ ট্রেণে চলিয়া কিশোরী বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে গঙ্গা তীরবর্ত্তী বনজঙ্গলপূর্ণ এক নূতন পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। বন্ধুসুন্দর কহিলেন, "কিশোরী, এই আমার জন্মভূমি ডাহাপাড়া।" বন্ধুসুন্দর এই বলিয়া নিজ আবির্ভাব পীঠকে প্রণাম করিলেন। তাহা দেখিয়া কিশোরীও প্রণতঃ হইলেন। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

শ্রীধামে ঝুলন লীলা

চক্রবর্ত্তী কিশোরী প্রাণহারী বন্ধু।
ডাহাপাড়া হিন্দোলন লীলাকারী বন্ধু॥

—শ্রীশ্রীবন্ধু স্মরণমঙ্গল।

ভক্তবর কিশোরীকে সঙ্গে করিয়া শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর শ্রীআবির্ভাব পীঠ ডাহাপাড়া ধামে একটি অপূর্ব্ব লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। "শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধাম" গ্রন্থে শ্রীপাদ কুঞ্জদাসজী সেই লীলার পরম প্রাণস্পর্শী আস্বাদন করিয়াছেন। কুঞ্জদাসজী লীলার দ্রষ্টা। তাই, তাঁহার লেখনীর অগ্রে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম।—

"জগন্মঙ্গলময় শ্রীভগবান জীবোদ্ধারণে আসিয়া যখন যেমনটী প্রয়োজন তখন তেমন লীলারই অভিনয় করেন। যোগমায়ার আবরণে কখনও দীনাতিদীন ভক্তভাব, কখনও বা ভগবদ্ ভাব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার কখনও বা সাধারণ মানুষের চেয়েও সাধারণ ভাব লইয়া এক লুকান-মধুর লীলার অভিনয় করেন। লীলা বৈচিত্র্য তিনি বড়ই ভালবাসেন। নিতুই নব লীলা। সুন্দরের সকলই সুন্দর; মধুময়ের সকলই মধুর। লীলা ভালবাসেন। লীলাম্বুধি মাঝে সদা ভাসেন।

স্বীয় জন্মস্থানের উপর বড়ই আদর, বড়ই স্নেহ। সদা যেন ইহার উপর দৃষ্টি পড়িয়াই আছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন— "শ্রীভগবান এবং তাঁহার ধাম একই বস্তু। যেমন তিনি এবং তাঁহার বপু। বাহিরের দৃষ্টিতে তাঁহার আপন জন তো এখানে কেহই নাই—তবু তিনি এখানে আসেন কেন? যেমন দেহ ছাড়িয়া দেহী থাকিতে পারে না, তেমনি ধাম ছাড়িয়া প্রভুও থাকিতে পারেন না। আবার বাহ্যতঃ তিনি দূরে থাকিলেও সদা ধামেই থাকেন। "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।" ইহা তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তির প্রভাব। গোলোকের অফুরন্ত প্রেমভাণ্ডার লইয়া তিনি আসিয়াছেন। সেই ভাণ্ডার হইতে সামগ্রী লইয়া প্রয়োজনানুসারে যখন যেখানে ইচ্ছা লীলা করেন মাত্র। তাঁহার সাধের ধাম তিনি কখনও ছাড়েন না।

প্রভুবন্ধু পরম ভক্ত কিশোরী চক্রবর্ত্তী মহাশকে লইয়া নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় জন্মস্থানে আসিয়াছেন। শ্রাবণ মাস, ভাগীরথীর দুইকুল ছাপাইয়া জল উঠিয়াছে। আজ বহুদিন পর আপন বল্লভকে বুকে পাইয়া কখনও আনন্দে আত্ম-হারা হইয়া বুকভরা হাসি হাসিয়া তুষার ধবল বীচিমালা ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দিতেছে। আর, কখনও বা প্রাণ বঁধুয়াকে হারাইবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয়ে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া প্রবাহিত হইতেছে। প্রভুবন্ধুর আবির্ভাব স্থানের চারিদিকের শোভা অতুলনীয়। গোলোকের সমগ্র বৈভব দ্বারা শ্রীধাম অগ্রে রচনা করিয়া প্রভু আসিয়াছেন। অতুলনীয় শোভা না হইবে কেন? জন্মভিটির সম্মুখেই চারিদিকে সারি সারি নারিকেল বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত মনোরম পুষ্পোদ্যান, নানাজাতীয় সুগন্ধি কুসুম বিকসিত হইয়া সৌরভ ছড়াইয়া দিয়াছে। তাঁরই পাশে প্রকাণ্ড পুকুর, চারিধারে ফল ফুলের বাগান। পশ্চাতে আম্র কানন। স্থানে স্থানে কামিনী কুসুমের অসংখ্য ঝোপ। তাহা হইতে উন্মাদক গন্ধ দিক্ আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। কোথাও বা কেলীকদম্ব বৃক্ষ সকল ফুল ভরে নত হইয়া প্রণতি জানাইতেছে।

ইহা ছাড়া, তাল তমাল বকুল নিম্ব বিল্ব অশ্বত্থ কত শোভা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বহুদিন পর পরাণ বঁধুয়া আসিয়াছেন, তাই বনরাজী ফলফুলে সাজিয়া নানাজাতীয় পক্ষীর সুমধুর কাকলী দ্বারা, আপনাদের আনন্দ প্রকাশ করিয়া আত্মহারা হইতেছে। শ্রীভাগীরথীর দুই তীরবর্ত্তী দেব-মন্দির সমূহে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাসর, মৃদঙ্গ ও মন্দিরা বাজিয়া উঠিয়াছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের হিন্দোলন উৎসব। তাই আজ এত আনন্দ। প্রকৃতি দেবী আজ নূতন সাজে সাজিয়াছেন।

ভক্তবর কিশোরী চক্রবর্ত্তী আজ প্রভুবন্ধুর দিকে তাকাইয়া দেখেন—প্রভু আনমনা, যেন কি রকম এক ভাব। ভাবের ঠাকুর রসশেখর বন্ধু আমার আজ ইতস্ততঃ তাকাইতেছেন। যেন কিছু অন্বেষণ করিতেছেন। কি জানি আজ কোন্ লীলার অভিনয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবেন। চারিদিকে লীলা উদ্দীপনকারী অনুকূল ভাব। হিন্দোলন উৎসবের মধুর বাদ্যধ্বনি প্রভুকে পূর্ব্বলীলার ভাবে ভাবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না।

আজ বন্ধুর নিকট অনুগত ভক্ত কিশোরী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরম ভাগ্য উপস্থিত। আজ বুঝি কিশোরীকে দেখাইবেন যে, প্রভু আমার সেই অভিন্ন রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব। আজ প্রভুর ভগবদ্ ভাবের খেলা। প্রভু আজ ঝুলনলীলা করিবেন। কিশোরীর দ্বারা রজ্জু আনাইয়া নিকটবর্ত্তী এক আম্র বৃক্ষের শাখায় রজ্জু দ্বারা যথাযথ ভাবে ঝুলন রচনা করাইয়া, অপরূপ রূপচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া ঝুলিতে লাগিলেন।

কিশোরী আজ আপন-হারা। বন্ধু-প্রেম-পীযুষ-রস পানে সে উন্মাদ। কিশোরী বিহ্বল ভাবে আপন ভুলিয়া বন্ধুকিশোরে কিশোর-কিশোরী দর্শন করিলেন। প্রভু হেমদণ্ড প্রকাণ্ড বাহু যুগল দ্বারা দুই দিকে রজ্জু ধরিয়া বসিয়াছেন। কোটী কোটী শরদিন্দু-কান্তি মলিন করিয়া তপ্ত-কাঞ্চন-নিভ হাসি হাসি শ্রীমুখখানি শোভা পাইতেছে। শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃরাশি চারিদিকের বৃক্ষলতাতে যেন এক স্নিগ্ধকর সোনালি রং মাখাইয়া দিয়াছে।

প্রভু কি আপনিই দুলিতেছেন, না কিশোরী দুলাইতেছেন! তাহা মন্ত্রমুগ্ধ আপন-হারা কিশোরীও জানেন না। এই অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিলেন ভক্তবর কিশোরী ও বৃক্ষ, লতা, গুল্ম রূপে লীলা দর্শনেচ্ছু মহাভাগগণ। স্বীয় ভগবত্ত্বা ও ধাম মাধুর্য্য প্রকাশ করিবার জন্যই ধামে আসিয়া এই মাধুর্য্য লীলার অভিনয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। প্রভু এইবার যতদিন শ্রীধামে ছিলেন বালকের ন্যায় আহারাদি ও চলাফেরা করিতেন।"

কয়েক দিবস পরে প্রভু বাকচর চলিয়া আসিলেন। ভাগ্যবান কিশোরী এখন সুস্থ সবল যুবকের মত কার্য্যক্ষম। প্রভুর সেবা এখন তাহার জীবনের ব্রত। কিশোরীর অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া বাকচরবাসী সকল ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন। পরম কৃপাশক্তিতে মৃতের জীবন লাভ হয়, ইহা এখন আর তাহাদের শোনা কথা নয়।

কোষ্ঠিতে যে আয়ুষ্কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা অতীত হইবার পরেও কিশোরী চক্রবর্ত্তী আরও পঁচিশ বৎসর অধিক কাল বাঁচিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অটুট স্বাস্থ্য ও ঐকান্তিক সেবা নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ ছিল। মাঝে কয়েক বৎসরের জন্য কিশোরী গৃহে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। প্রভুর আদেশেই ঐরূপ করিয়াছিলেন। গৃহে গমন কালে শ্রীশ্রীপ্রভু তাহাকে এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া দিয়াছিলেন,—

"দশমস্কন্ধ ভাগবত মুখস্থ করিও।
চরিতামৃত মুখস্থ করিও। সগোষ্ঠীতে নৈষ্ঠিক রহিও।
অকৈতবে বিষয়বৃত্তি করিও।
চিরদিন গৃহস্থ বৈষ্ণব রহিও।
নিত্য কীর্ত্তন; প্রভাতী গাইও।
তুলসী সেবা করিও। ইষ্টগোষ্ঠি করিও।

—বন্ধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"চন্দ্রের দক্ষযজ্ঞ"

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥

—শ্রীগীতা

কিশোরী ও চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দুইজনে একযোগেই প্রভুর দর্শন লাভ করেন। কিন্তু কে জানে কোন্ সুকৃতি বলে কিশোরী দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই পরমধনকে চিনিয়া আপনা বিকাইল। আর কে জানে কোন সুকৃতির অভাবে চন্দ্রকুমারের চিত্ত সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, জগদ্বন্ধু কতবড় মহাপুরুষ পরীক্ষা করিব।

কয়েকদিন পর একদিন তিনি বাকচর আসিয়া পুনরায় প্রভুর নিকট নিজ গৃহে লইবার নিবেদন জানাইলেন। সব জানিয়াও কিছু জানেন না। সরল বালকের মত বন্ধু তাহার গৃহে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। ভক্তবর মহিম দাস ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন। চন্দ্রকুমার মহিমদাসজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভুর সঙ্গে কতজন ভক্ত যাইবেন?" দাস মহাশয় বলিলেন, "খুব সম্ভব দেড় শত কি দুই শত ভক্ত আপনার ওখানে যাইতে পারেন।" ভক্ত সমভিব্যাহারে প্রভুর যাইবার দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া চন্দ্রকুমার গৃহে চলিয়া গেলেন। কীর্ত্তন সহ উদয়পুর যাইবার উদ্যোগ আয়োজন চলিতে লাগিল। প্রভুবন্ধু মহিমের উপর সমস্ত আয়োজনের ভার দিলেন।

বেলা উঠিয়াছে। কিছু সময় পরেই রওনা হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। প্রভু বলিলেন, "মহিম, সকলের বাল্য প্রসাদ পাওয়া হইয়াছে তো?" "হাঁ প্রভু, কেহই বাকী নাই" মহিমচন্দ্র উত্তর করিলেন। একটু সময় পরেই একটি ভক্ত প্রভুর নিকটে আসিলেন। "কিছু খেয়েছিস্, তুই"—"না, প্রভু," ভক্তের উত্তর শুনিয়া প্রভু মহিমকে ডাকাইয়া মৃদু তিরস্কার করিলেন। "তুই বল্‌লি কেহ বাকী নেই, এই তো বাকী রয়েছে।" মহিম লজ্জিত হইল। সকলে প্রসাদ লইয়া যাত্রা করিল। প্রভু কিছুই গ্রহণ করিলেন না। একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে প্রভুবন্ধু বসিলেন। ভক্তেরা কাঁধে করিয়া লইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল রোলে কীর্ত্তন চলিতে লাগিল প্রভু কিছুই না খাইয়া রওনা হইলেন—ইহাতে মহিমের বড়ই দুঃখ হইতে লাগিল। মহিম তখন ফল জল দিয়া একটি থালা সাজাইয়া প্রভুর উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করিয়া দিলেন। নিবেদিত প্রসাদ নিজে গ্রহণ করিয়া—কীর্ত্তনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন।

উদ্দণ্ড নৃত্য ও উচ্চ রোলে কীর্ত্তন চলিতেছে। ক্রমে লোক জমিতেছে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর পার হইয়া কীর্ত্তন চলিয়া যাইতেছে। শত শত নর-নারী পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। এইরূপ ভাবে ভক্ত সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল। কীর্ত্তন চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর প্রাঙ্গনে পৌছিল। অগণিত নরনারী। প্রাঙ্গনে স্থান হয় না। তুমল ভাবে নাম চলিতে লাগিল। প্রভুকে একটী স্বতন্ত্র গৃহে থাকিতে দেওয়া হইল।

মহিম অনেক দৌড়াইয়া আসিয়াই কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছে। কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিতেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ মহিমকে ধরা ধরি করিয়া প্রভুর থাকিবার গৃহে লইয়া আসিল। প্রভুর নিকটে আসিতেই মহিমের জ্ঞান হইল। প্রভু তখন মহিমের দিকে তাকাইয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "মহিম, এসেছিস, দেখ আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বিষ মিশিয়ে পায়েশ দিয়েছে। আমার শরীর জ্বলে গেল। তুই সকাল বেলা যা খেতে দিয়েছিলি, তা' ছাড়া এই পর্য্যন্ত আর কিছুই খাই নাই।"

মহিম। সকালে তো কিছুই খাইয়া আসে নাই, কি খাইলেন?

প্রভু। তুই যা নিবেদন করে দিয়েছিলি। তাই খেয়েছি।

আনন্দে বিস্ময়ে আত্মহারা মহিমের চোখে দরদর ধারা গলিল।

মহিম ও নব

মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট
গুণহি বিগুণ করি মানে। —শ্রীনরোত্তম।

মহিম কাছে আসিল, দেখিল পায়েশের থালার এক পাশ দিয়া প্রভু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। পায়েশে যে পিপীলিকা লাগিয়াছিল তাহা বিষের জ্বালায় মরিয়া গিয়াছে। হায়! হায়!! প্রভুকে বিষ দিয়াছিল—ভাবিতে মহিম হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। প্রভু মহিমকে কাঁদিতে নিষেধ করিয়া কর্ত্তব্যে মন দিতে বলিলেন। প্রভু বলিলেন, "দেখ, বেলা প্রায় শেষ। ভক্তদের খাবার দে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ওরা কত আদর করে কীর্ত্তন করছে। যে রোদ, ওদের এখন ছাতি ফেটে যাচ্ছে। রান্নার দেরী থাকে তো আর কিছু দে গিয়ে।"

মহিম নবকুমারকে লইয়া গাছ হইতে ডাব নারিকেল পাড়াইতে গেলেন। বাড়ীর একটী ভৃত্যকে গাছে উঠাইয়া দিয়া দুইজনে ডাব কুড়াইতে কুড়াইতে বলাবলি করিতে লাগিলেন।—

মহিম। রান্নার এত দেরী কেন নব বল্‌তে পার?

নব। ভাই রান্নায় লঙ্কাকাণ্ড লাগিয়াছে, যা রাঁধে তাই পোড়ে। মিষ্টান্ন পোড়ার গন্ধে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে। গিয়া দেখিয়াছি—কয়েক হাঁড়ি অন্নও পোড়া লাগিয়াছে—রান্নার জায়গাটি একটি নরকের মত।

মহিম। হবেই তো ভাই যারা প্রভুকে বিষ দিয়া পরীক্ষা করিতে পারে তাদের আবার ভক্ত সেবা?

চমকিত হইয়া নবকুমার বলিল—সে কি মহিম! প্রভুকে বিষ দিয়াছিল? মহিম তখন সব কথা নবকে জানাইল। নব বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "ভাই, চন্দ্র চক্রবর্ত্তী তোমার উপর চটিয়া গিয়াছে, সেইজন্য এইসব কাণ্ড।"

মহিম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল,—"আমার উপর চটিবার কারণ?"

নব। তুমি চার পাঁচশত লোক লইয়া তাকে জব্দ করিতে আসিয়াছ, এই কথা ক্রোধের সহিত তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি। তোমার সঙ্গে নাকি কথা ছিল মাত্র দেড়শ দুইশ লোক আসিবে।

মহিম। আমরা ত দেড়শতের বেশী লোক আসি নাই। পথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে কীর্ত্তনের সঙ্গে লোক আসিয়াছে। সেজন্য কি আমি দায়ী? আমি ত কীর্ত্তনের সঙ্গেও ছিলাম না। পিছনে পড়িয়া গিয়াছিলাম। ভক্ত সংখ্যা বেশী দেখিলে তো ভক্তের আনন্দ হবার কথা। যা তার জোটে সময় মত কণিকা কণিকা দিলেই তো হইল।

নব। তুমি ভক্ত বল কাকে, মহিম?—যারা প্রভুকে বিষ দিয়ে পরীক্ষা করিতে পারে, তারা আবার ভক্ত?

মহিম সব চেয়ে ভাল ডাবটা নবকে দিয়া বলে - এইটা আগে প্রভুকে খাওয়াইয়া আস। নব ডাব লইয়া গিয়া—কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলে—সব ভক্তদের ডাব না দিলে প্রভু খাবেন না।

বহু নারিকেল গাছে বহু ডাব ধরিয়াছিল। মহিম সাধ্যমত ডাব পাড়াইয়া সকলকেই খাওয়াইল। তারপর প্রভুর কাছে গেল। প্রভু স্নান করিতে চাহিলেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পুকুরের ঘাটে বহু নরনারী। অত নর নারীর মধ্যে প্রভু বাহির হইয়া স্নান করিতে ইচ্ছুক নহেন।

পুকুর পারে একটা ঝোপের আড়ালে প্রভু বসিলেন। মহিম ও নব এক দুই করিয়া আট কলসী জল নিয়া প্রভুর মাথায় ঢালিলেন। তৎপর প্রভু সেই ডাবটি গ্রহণ করিলেন। ডাব খাইয়া প্রভু বলিলেন, "মহিম, ডাব খাইয়া ওরাও বাঁচলো, আমিও বাঁচলাম।"

এদিকে ভক্তদের খাবার বৈঠক বসিয়াছে। খাদ্য বস্তু কোনটি লবণ পোড়া, কোনটি আগুণ পোড়া, ঝালে পোড়া, কোনটি অর্দ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধ। কোন একটি বস্তুও কাহারও মুখে দিয়া খাবার উপায় নাই। তদুপরি পরিবেশনের লোকাভাব, তদুপরি নিয়মানুবর্ত্তিতা নাই। সন্ধ্যা হইয়াছে। আলোর বন্দোবস্ত নাই। একটা যেন বিশৃঙ্খলতার চরম প্রকাশ।

এদিকে ডাব খাইয়া বন্ধুসুন্দর বলিলেন, "চল, আমরা বাকচর চলিয়া যাই।" মহিমকে লইয়া প্রভু বাকচর চলিলেন। পথে পরাণপুরের নিকটে আসিয়া পশ্চাতে উচ্চ হরিধ্বনি শুনিয়া প্রভু বলিলেন, "মহিম, ওরাও আস্‌ছে।"

মহিমের মনে সন্দেহ হইল। ওরা এত তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া কিরূপে আসিল। পরে সকলের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, প্রভু না খাইয়া চলিয়া আসিয়াছেন টের পাইয়া ভক্তেরা সেই সব আহারের অযোগ্য খাদ্য অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় পাতায় ফেলিয়াই হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া আসিয়াছেন।

অভিমানী চন্দ্রের দক্ষযজ্ঞের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইল।

আত্মসম্ভাবিতাঃস্তব্ধা ধনমান মদান্বিতা।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥
যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥

—শ্রীগীতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দ্রের স্পর্দ্ধা ও জ্ঞানোদয়

"নিন্দুক নিস্তার নাম ভরিল ভুবন।"

—শ্রীবন্ধু

চন্দ্রকুমার খুব আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তিনি জনে-জনের কাছে বলিতে লাগিলেন—মহিম দাসই আমাকে এইরূপ ভাবে অপদস্ত করিয়াছে। আমিও একদিন তাহার বাড়ীতে হঠাৎ তিন চারিশত লোক লইয়া যাইয়া আচ্ছা জব্দ করিব। মানুষের মৎসর বৃত্তির স্বভাবই এইরূপ। আপন ক্রুটীতে সে অন্ধ। আত্মম্ভরিতাই তার সর্ব্বস্ব। গীতার ভাষায়—

"আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোস্তি সদৃশো ময়া।"

আমার ধন আছে কুটুম্ব আছে—আমি কত বড়, আমার সমান কে—এ-ই তার জপমালা।

চন্দ্রকুমারের গর্ব্বপূর্ণ উক্তির কথা ক্রমে মহিম দাসের কানে গেল। ঐ সময় পাবনার দীনবন্ধু বাবাজী ও বিন্দুমাতা মহিম দাস মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি, চন্দ্র-কুমারের বিদ্বেষভাব দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "চন্দ্রের এত বড় স্পর্দ্ধা! এক সের চাল দিয়ে পাঁচ শো লোক খাওয়াব। স্বয়ং প্রভু আছেন, আর আমি তাঁর দাসী আছি। এক সেরে না পার্‌লে আমার নাম নামই নয়।" এই বলিয়া পূজনীয়া বিন্দুমাতা আট দশ দিন বাকচরে অপেক্ষা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়, বহু স্থানে বিন্দুমাতার গুণ প্রশংসা ও অসাধারণত্ব অবগত হইয়া ভীত চিত্তে কিশোরী চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া মহিম দাস মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর মন্দিরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া বিন্দুমাতার নিকটে আসিয়া প্রণাম করিলে, মাতা বলিলেন, "হারে চন্দ্র, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পতি জগদ্বন্ধুসুন্দরকে তুই এখনও চিনিলি না? যাঁর ইচ্ছায় এক মুহূর্ত্তে সমস্ত জীবের খাবার সংগ্রহ হ'তে পারে, তিনি যার বাড়ীতে বর্ত্তমান এবং আমি তাঁর একটি ক্ষুদ্র দাসী যার বাড়ীতে এসেছি, তাকে তুই জব্দ কর্‌বি?"

"মায়ের এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চক্রবর্ত্তী মহাশয় পদতলে পড়িয়া গেলেন।—"মা, অজ্ঞ শিশু আমি, না বুঝে অপরাধ ক'রেছি, আমায় ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা না কর্‌লে, আমার এ অপরাধ হ'তে আর নিস্তার নাই।"

তখন দয়াময়ী মা চন্দ্রকে কোলের কাছে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। চন্দ্রের সংশয় সেই সময় হইতে অনেকটা দূর হইয়া গেল। তখন সকলে মহানন্দে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।—

"জয় রাধে শ্যাম রাধে।
জয় রাধে শ্যাম রাধে॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপালপুরে বন্ধুগোপাল

"ভজ রাধা মদন গোপাল"— শ্রীবন্ধু

গোপালপুরের যাদবচন্দ্র গোস্বামী মহোদয় প্রভুকে গোপালপুরে লইবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। বন্ধুসুন্দর "সময়ে হবে" বলিয়া আশ্বাস দেন। একদিন অপরাহ্নে গোপালপুর যাইবার জন্য বন্ধুগোপাল গোপাল মিত্র মহাশয়কে কীর্ত্তনের দল সংগ্রহ করিতে বলেন। মিত্র মহাশয় বাকচরের ভক্তগণকে ডাকিয়া আনিলেন। খোল করতালসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে গোপালপুর রওনা হইলেন। চারিদিকে ভক্তগণ বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে গাহিতেছেন—"ভজ, কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম। জপ, রাধা মাধব রাধিকা নাম।" মাঝখানে বন্ধুগোপাল হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া চলিতেছেন।

গোপালপুরে প্রবেশ করিতেই গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধ নরনারী ছুটিয়া আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে লাগিল। ক্রমে গোস্বামী প্রভুদের বাড়ীর সেবিত বিগ্রহ কানাই বলাইয়ের প্রাঙ্গনে যাইয়া উপনীত হইলেন। প্রভু শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভক্তগণ কানাই বলাই ও প্রভুকে প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীমন্দির ঘিরিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

গোস্বামিগণ প্রাঙ্গনে সতরঞ্চি পাটী বিছাইয়া দিয়া ভক্তগণকে বসিয়া কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন। ভক্তগণ বসিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।—

তোরা! মা! ভজ! রাধা মদন গোপাল।
রোহিণীনন্দন রাম বামে যশোদাদুলাল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবঘন শ্যাম, সুত্রিভঙ্গ বাঁকা ঠাম,
নব নটবর রূপ্ জিনি' কোটী কাম ;
চারু চাঁচর চিকুরে চূড়া অধরে বেণু রসাল ॥
শ্রীমধুমঙ্গল, ব্রজ রাখাল সকল,
কিঙ্কিণী কুসুমাসব লবঙ্গ সুবল ;
বরূথপ বসুদাম দাম সুদাম রাখাল ॥
অষ্ট গোপিনী, রাধা শ্যাম সঙ্গিনী,
গৌরসেনী সুকেশিনী কলভাষিণী ;
নিধুবন কুঞ্জবন কেলিকদম্ব বিশাল ॥
রাধাকুণ্ড বৃন্দাবন ধূনী আনন্দ কানন,
রসবতী শ্রীমতির প্রেম নিকেতন ;
রাধা পদ কোকনদ যাচিছে বন্ধু কাঙ্গাল ॥

নূতন গানের অভিনব পদ শুনিয়া চারিদিক হইতে নরনারী ছুটিয়া আসিতে লাগিল। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরও পরম আনন্দাতিশয্যে বাহির হইয়া আসিলেন।

অতি অপরূপ মাধুর্য্যময় ভঙ্গিতে কীর্ত্তনের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে ঢাকা। কেবল মাত্র শ্রীবদনপদ্ম ও কর্ণস্পর্শি-নয়ন যুগল, অস্ফুট স্বর্ণচাপার কলিকার মত শ্রীচরণের অঙ্গুলিগুলি শোভা পাইতেছিল। তাঁহার চরণাগ্রস্থিত শুভ্র নখর হইতে চাঁদের চন্দ্রিকা ঝরিয়া পড়িতেছিল। অনিমেষ নয়নে শত শত নরনারী দর্শন করিল।—সোনার গৌর!

পরম ভাগ্যবান গোস্বামিপাদগণ ভক্ত সেবার জন্য নানা প্রকারে ভোগরাগের যোগাড় করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্ত্তন তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। কানাই বলাইর ভোগ হইল। স্বতন্ত্র ভাবে প্রভুর সেবা হইল। ভক্তগণ কীর্ত্তন শেষ করিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ভক্তগণ ভাবিতেছেন, এই হেমন্তের শিশিরের মধ্যে প্রভু হাঁটিয়া গেলে ঠাণ্ডা লাগিবে। প্রভুকে কেমন করিয়া নেওয়া যায়। ভক্তগণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় ভক্তবর গোপাল মিত্র মহাশয় বলিলেন, "প্রভুকে কওরের উপর শোয়াইয়া আমরা কাঁধে করিয়া লইয়া যাইব।" এই প্রস্তাব সকল ভক্তগণই সানন্দে সমর্থন করিলেন।

মিত্র মহাশয় প্রভুর নিকট যাইয়া এই নিবেদন জানাইলেন। রঙ্গরাজ প্রভুও স্বীকৃত হইলেন। মিত্র মহাশয় গোস্বামী মহাশয়ের নিকট একখানা কওর চাহিতেই তিনি সাগ্রহে গোয়াল ঘরের কওর (বাঁশের চাটাই দ্বারা তৈয়ারী দরজার ঝাপ) আনিয়া দিলেন। প্রাঙ্গনের মাঝখানে কওর পাতিতেই প্রভু আসিয়া সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করতঃ শয়ন করিলেন। ভক্তগণ কাঁধে লইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে বাকচর অঙ্গনে আসিয়া উপনীত হইলেন। বন্ধুসুন্দর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভক্তগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুপ্ত গঙ্গা

"মাতোয়ারা ভাগীরথী করে কলকল।"—শ্রীবন্ধু

প্রভুবন্ধু একদিন নবকুমার দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাদবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাদব, তুই গঙ্গা স্নান করেছিস্ ?"

"না, প্রভু"

"তবে মদনপুরে যা, সেখানে গুপ্ত গঙ্গা আছেন, সেখান থেকে গঙ্গা স্নান ক'রে আয়।"

দত্ত মহাশয় প্রয়োজনীয় অর্থাদি সংগ্রহ করিলেন। গোপাল মিত্র, নেচুসা, বিহারী বেহারা, মহিম দাস, গোপাল সাহা, বনমালী সাহা প্রভৃতি গঙ্গা স্নানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। স্বয়ং প্রভুও তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। তখন পাঁচুড়িয়া পর্য্যন্ত ট্রেণ ছিল।

বাকচর হইতে পদব্রজে পাঁচুড়িয়া রওনা হইলেন। প্রভুর গতিবিধি ছিল অদ্ভুত। তাঁহার সহিত কেহই হাঁটিয়া সমান হইতে পারিত না। সাধারণ গতিতে চলিলেও সকলকে পেছনে ফেলিয়া অনেক আগে চলিয়া যাইতেন। সঙ্গীগণ দৌড়িয়াও ধরিতে পারিত না। ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে করিতে পাঁচুড়িয়া আসিয়া উপনীত হইলেন।

গাড়ীর যে কক্ষে ভক্তগণ উঠিলেন সেই কক্ষে প্রভু আর কাহাকেও উঠিতে অনুমতি দিলেন না। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে ভক্তগণ তুমুল কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মদনপুর ষ্টেশনে ট্রেণ পৌঁছাইলে কীর্ত্তন করিতে করিতেই ভক্ত সমভিব্যাহারে সুরধুনীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। খোল করতাল রাখিয়া নাম করিতে করিতে গঙ্গা নীরে অবগাহন করিলেন।

"তীর্থ কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা।" যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সাধু ভক্তগণ তীর্থে গমন করিয়া তীর্থকে তীর্থে পরিণত করেন সেই ভগবান জগদ্বন্ধুসুন্দর আজ ভক্তগণ সহ সুরধুনীতে অবগাহন করিয়া পতিতপাবনীকে পবিত্র করিলেন। গঙ্গাস্নানান্তে ভক্তগণকে নবদ্বীপ যাইতে অনুমতি দিয়া বলিলেন,—তোরা হালটে হালটে কীর্ত্তন করবি। শ্রীবাসের আঙ্গিনায়, মহাপ্রভুর মন্দিরে, পরা-মার বাড়ীতে যাস্। সেখানে খুব কীর্ত্তন করিস্। "এস এস নবদ্বীপ রায়" "ভজ নিতাই গৌরাঙ্গ চরণ", এই দুইটী কীর্ত্তন বেশী কর্‌বি। ভক্তগণ প্রভুর আদেশ পাইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে গমন করিলেন।

বাকচর—শ্রীঅঙ্গনে *

জীব তরাতে অবনীতে জগদ্বন্ধু উদয় হ'ল।
নামের ধ্বনি শুনে অন্ধ আতুর কালা বোবা মুক্তি পেল॥
জুটে সব দলে দলে, "নবীন" ভাবে যাচ্ছে গ'লে।
ভাস্‌ছে সব নয়ন জলে, প্রেমের বন্যা ব'য়ে গেল॥
জয় জগদ্বন্ধু হরে, গায় যত নারী নরে।
মহাউদ্ধারণ নামে পাপী তাপী উদ্ধারিল॥

—সাধু হরেন্দ্র

---

* শ্রীপাদ মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্র প্রণীত জগদ্‌গুরু মহামহা প্রভু জগদ্বন্ধু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাকচরে শ্রীশ্রীবন্ধুহরি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় কয়েক বৎসর অবস্থান করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বাহিরের লোক তাঁহাকে সাধু সন্ন্যাসী মনে করিলেও, তিনি যেভাবে চলাফেরা করিতেন, সে হাবভাব সাধারণ মানব বুদ্ধির অতীত। তাঁহার অপার্থিব স্বর্গীয় সুষমা-মাখান কোটিচন্দ্র বিনিন্দিত মুখারবিন্দ স্বভাবতঃ সকলকেই উন্মত্ত করিয়া তুলিত। অনেকে সেই নয়নামোদের চরণসরোজে মন প্রাণ জীবন যৌবন চিরদিনের জন্য বিকাইয়া দিত।

প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ সাদা বাসে ঢাকা থাকিত। প্রায় সব সময় ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতেন। রাত্রিকালে বন জঙ্গলে, শ্মশান ঘাটে, নদীর তীরে, কখনও বা দিনের বেলায় পানের বরজের ভিতরে বসিয়া আপন মনে কি যেন কি ভাবিতেন। কখন নাচিতেন, কখন হাসিতেন, কখন বা অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া ঊর্দ্ধ নয়নে আকাশ পানে চাহিয়া থাকিতেন। ভক্তমণ্ডলী দিবা বিভাবরী খোল করতালসহ হরিনামে মাতিয়া বিপুল পুলকে নিমগ্ন রহিতেন। তাহারা অন্য চিন্তা বা অন্য কার্য্য করিবার প্রায় অবকাশ পাইতেন না।

অভাবের মধ্যে পড়িয়াও কোন অভাব বোধ করিতেন না। প্রভুর আগমনে তাহাদের আবশ্যকীয়. যাহা কিছু স্বয়ং লক্ষ্মী যেন যোগাইয়া দিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যাহার তিনদিনে এক মুঠো জুটিত না, সে তিনবেলা তিন মুঠো খাইয়া এক মুঠো কাঙ্গাল গরীবকে দিয়ে মনের আনন্দে সাক্ষাৎ প্রভুর সঙ্গে হরিগুণ গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋণে সর্ব্বস্বান্ত আতুর মহাজন সাজিল, মূর্খ পণ্ডিত হইল, নীচ ঘৃণিত চণ্ডাল ব্রাহ্মণ-বাঞ্ছিত নিষ্ঠা ও পবিত্রতার পরিচ্ছদ পরিয়া পরম প্রেমধনে ধনী হইল। অন্ধ-সমাজের চক্ষু খুলিল, ঘৃণা বিদ্বেষ দূরে গেল ; মরা নদীতে স্রোত খেলিল। মোট কথা গোকুলে গোপ-গোপীকুল নবঘন শ্যাম সখাকে পেয়ে যেমন সংসারের সব জ্বালা যমুনার জলে ঢেলে দিয়ে হা রমণ! হা মাধব! বলিয়া রাঙ্গা পাতুখানির মধুর মকরন্দে মজিয়াছিল, তদ্রূপ জগতুজলা জগদ্বন্ধুসুন্দরকে পাইয়া সে সময় বাকচরবাসী নরনারী অগাধ জলের মীনের মত হাসি খুসী মুখে কি যেন কি এক অভাবনীয় রস-মাধুরীতে ডুবিয়া থাকিত।

বন্ধু তাদের ধ্যান, বন্ধু তাদের জ্ঞান, বন্ধু তাদের গুরু, বন্ধু তাদের ইষ্ট, বন্ধুকথা বেদ, বন্ধুর শীষ বাঁশী ও বন্ধুর গালি আশিস্ ভাবিয়া ধূলাখেলাচ্ছলে প্রেমময় হরিকে লইয়া প্রেমের খেলা খেলিত। পাঁচ সাত ও আট দশ বৎসরের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা প্রায়ই শ্রীঅঙ্গনে আসিত। প্রাণবন্ধু তাদের সামনে বাতাসা সন্দেশ নাড়ু, মোয়া, কলা, আম, নারিকেল, প্রভৃতি ছড়াইয়া দিতেন। তাহারা ঐ সব কাড়াকাড়ি করিয়া ধরিত ও খাইত, কখন বা শ্রীমন্দিরের বেড়ার ফাঁক দিয়া থুথু ফেলিয়া দিতেন কুমার কুমারীগণ হা করিয়া মুখে লইবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতার সহিত ছুটাছুটি করিয়া ধরিতে যাইত।

কাহারও কাহারও মুখে সেই মুখামৃত পড়িত। যাহার মুখে পড়িত সে অপার আনন্দে আনন্দিত হইত এবং অপর সাধারণে তাহাকে মহাভাগ্যবান বলিয়া মনে করিত। কখনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা তাহারা করতালি দিয়া গলাগলি ধরিয়া শ্রীমন্দিরের চারিদিকে হরি হরি বলিয়া নাচিত, গাহিত, হাসিত, খেলিত ও দৌড়াদৌড়ি করিয়া ছুটিয়া বেড়াইত। প্রায় সকালে, দুপুরে, বিকালে ও সাঁঝে, কোন ছেলে মেয়ের মা বোন্ ভাই কাকা শত ব'লেও উহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেন না। সকলের মুখে সব সময় "পিরভু, পিরভু ও আঙ্গিনা আঙ্গিনা" লাগিয়াই থাকিত।

অনেকে মায়ের কোলে মাই খাইতে খাইতে স্বপনের ঘোরে পর্য্যন্ত—'পিরভু' 'আঙ্গিনা' 'হরি' 'রাধাকৃষ্ণ' বলিয়া চমকিয়া উঠিত। ললিতা নাম্নী একটি সুন্দরী সুশীলা মেয়ে আধ আধ ভাষায় বড় সুন্দর গান করিত। সব মেয়ে একত্রে মিলিলে প্রভু শ্রীমন্দির হইতে মধুর স্বরে বলিতেন—"ও ললিতে! ললিতে! সেই গানটা গা'ত।" তখন ললিতা প্রাণবন্ধুর মিঠা বুলিতে মুগ্ধ হইয়া সঙ্গিনীদের ল'য়ে আনন্দে ডগমগ চিত্তে বীণা-পরাজিত কণ্ঠে গাহিত—-

মেঘের কোলে চাঁদের আলো, দেখে নয়ন ভুলে র'ল।
আয় লো সখি দেখে আসি প্রাণকৃষ্ণ কোথা র'ল॥

তাহাদের বাল-সুলভ চপলতা মাখা, শৈশব-সুলভ সরলতা আঁকা ও স্বভাব-সুলভ ব্রজ-মাধুরীর অমিয় ছাকা মধুর ভাবে বন্ধুসুন্দর বড়ই আনন্দিত হইতেন। চির-স্বতন্ত্রতা-প্রিয় বন্ধু এখানে—এই কুমার কুমারীর হাসি খেলার স্বর্গীয় স্বপনে মুগ্ধ হইতেন। সঙ্গে সঙ্গে কতকটা পরাজিত হইয়া তিনি স্বতন্ত্র থাকিয়াও দর্পণে প্রতিবিম্বিত আকাশের চাঁদের মত যেন ইহাদের হাতে হাতে ও সাথে সাথে বিরাজ করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজবেশে বন্ধুহরি

"যা কিছু সব আমার"—শ্রীবন্ধু

মাঘ মাস। শীত কাল। নানাদেশ হইতে ভক্তগণ প্রভুর শীতবস্ত্র শাল, বালাপোষ, পাতুকা, গেঞ্জি, ষ্টকিং ইত্যাদি পাঠাইতেছেন। রঙ্গরাজ বন্ধুসুন্দর একদিন রঙ্গ ভরে মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া, জামা কাপড় পরিয়া, শাল গায়ে দিয়া রাজবেশে সজ্জিত হইয়া শ্রীমন্দিরের বাহিরে আসিলেন। বৃন্দাবন দাস ছত্র ধরিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ পাত্র মিত্র সভাসজ্জন রূপে সজ্জিত হইয়া বসিলেন। একেই ত সহজ-সুন্দর ভুবনমোহন রূপ, তাহার উপর রাজবেশ! দর্শনমাত্র নয়ন মন আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে। একজন দেখিয়া দশজনকে ডাকিয়া আনে। যে দেখে সেই অনিমিষনেত্রে চাহিয়া থাকে। এই রূপের মানুষটীকে দেখা ত সহজ নয়? সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখেন, প্রায়ই মন্দিরে আবদ্ধ থাকেন। কেহই নয়ন ভরিয়া দেখতে পায় না। আজ দর্শন পাইয়া আঁখির সাধ মিটাইয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিল। ভূষণে তো অনেকেই ভূষিত হয়, এ যে অঙ্গ-সঙ্গগুণে ভূষণের শোভাই বাড়িয়া গিয়াছে।

রসময় বন্ধুসুন্দর রসের অঙ্গ দোলাইয়া ধীর মন্থর গতিতে বাকচরবাসীর ঘরে ঘরে বেড়াইতে লাগিলেন। বৃন্দাবন দাস ছত্র ধরিয়া চলিতেছেন। পাত্র মিত্র সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিতেছেন।—সেই মধুর দর্শন যাহার হইয়াছে তাহারই জীবন ধন্য। গ্রাম ভ্রমণ করিয়া শ্রীঅঙ্গনে ফিরিবার সময় রাজনাথ দাস মহাশয়ের বাগানের শশার জাংলা হইতে স্বহস্তে কয়েকটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শশা তুলিয়া আনিলেন। রহস্য করিয়া কোন কোন ভক্ত বলিয়া উঠিলেন—প্রভু, না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়।

প্রভু বলিলেন—"যা কিছু সব আমার, আমার জিনিষ আমি নিব, তাতে আর দোষ কি ?"

এইকথা বলিতে বলিতে প্রভু শ্রীঅঙ্গনে আসিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভক্তগণ "হরিবোল"—"হরিবোল" বলিয়া কীর্ত্তন ধরিলেন।—

সবে তালে তালে, খোল করতালে,
কর হরি গুণ গান।
ভকতির বশে, মজ প্রেমরসে,
জুড়াবে তাপিত প্রাণ॥
বল প্রাণ ভ'রে, হরে কৃষ্ণ হরে,
রাধে রাধে জয় রাধে।
গাও অবিরাম, রাম হরে রাম,
বিরাম পাইবে সাধে॥
শ্রীরাধা গোবিন্দ, চরণারবিন্দ,
ভজরে ভজরে মন।
যাবে মায়া-ধন্ধ, হবে রে আনন্দ,
ঘুচিবে ভববন্ধন॥
সবে ভাবে ভুলে, দু'টি বাহু তুলে,
কর হরি সংকীর্ত্তন।
জগদ্বন্ধু বলে, তবে কুতূহলে,
এড়াবি রবিনন্দন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোদাই সাহার কীর্ত্তন

"নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন"

—শ্রীকৃষ্ণদাস

বৈশাখ মাস। কীর্ত্তনের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে বাকচর গ্রামখানি মুখরিত। মধুমাসে গ্রামখানি নব নব লতাপল্লবে সুসজ্জিত হইয়াছে। মাধবী লতায় ফুল ফুটিয়াছে। ভ্রমর গুঞ্জনে দোয়েল কোয়েল প্রভৃতি বিহগকুলের কুজনে বাকচরে আজ নববৃন্দাবনের শোভা। বৈশাখের প্রথমে অঙ্গনে প্রত্যহ তুমুল কীর্ত্তন হইতেছে। সেই সকল কীর্ত্তনের পদ পদাবলী আস্বাদন করিয়া বন্ধুসুন্দর স্বানুভাবানন্দে তন্ময়।

একদিন খুব বৃষ্টি হইতেছে। বৈকালবেলা কোদাই সাহা মহাশয় প্রভুর শ্রীমন্দিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। মন্দির হইতে একজোড়া করতাল বাহির করিয়া দিয়া প্রভু বলিলেন "তুই একটা গান কর।" কোদাই বলিলেন, "প্রভু, আমি একলা গান করিতে সাহস করি না। আর, বই না দেখিলেও গান গাইতে পারি না." প্রভু বলিলেন,—"এস এস নবদ্বীপ রায়" এই গানটী তোর মুখস্থ আছে, গা পারবি এখন।"

প্রভু ভিতর হইতে খোল বাজাইতে লাগিলেন কোদাই সা বাহিরে করতাল বাজাইয়া—গাহিতে লাগিলেন। গাহিতে গাহিতে রাত্রি হইয়া গেল প্রভুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। পরম উল্লাস ভরে মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন। সাহা মহাশয়ের কিন্তু অনেক রাত্র দেখিয়া মনে উদ্বেগ হইতে লাগিল। মুখে কীর্ত্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন, মনে মনে ভাবিতেছেন প্রভু এখন মৃদঙ্গ বন্ধ করিলেই ভাল হয়। শেষে একবার নিজেই করতাল বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রভুবন্ধুও দুঃখিত মনে মৃদঙ্গ রাখিয়া দিলেন।

সাহা মহাশয় বলিলেন,—"প্রভু, আমি এখন বাড়ী যাই।" গম্ভীরভাবে বন্ধুসুন্দর কহিলেন,—"কোদাই, তুমি তোমার কাজের সময় আসিও না। অবকাশ পেলে নিশ্চিন্ত মনে আসিয়া প্রভুর আঙ্গিনায় গান ক'রো। উদ্বেগ শূন্য হইয়া কীর্ত্তন করিলে নিতাইচাঁদের কৃপালাভ হয়।"

কদলী কাননে

অভক্ত পাষাণ্ড, তাও করে না দণ্ড,
"জেঠা" বলে তারে বাড়ান সম্মানে।

—শ্রীগোপাল মিত্র

বাকচর হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে মদনদিয়া গ্রাম। সেখানে আনন্দ ভৌমিক প্রভৃতি কতিপয় বিশিষ্ট ভক্তের বাস। তাহারা অনেকবার প্রভুবন্ধুকে তাঁহাদের গ্রামে লইবার জন্য অনুনয় বিনয় জানাইয়াছেন। প্রভু বন্ধুসুন্দর কোন উত্তর করেন নাই। আজ কি যেন হঠাৎ গোপাল মিত্র মহাশয়কে ডাকিয়া কহিলেন, "জেঠা, চল, এখনই মদনদিয়া যাইব। সবাইকে ডাকিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ কর।"

কীর্ত্তনের দল সমভিব্যাহারে প্রভু মদনদিয়া পৌঁছিলেন। আনন্দ ভৌমিক প্রমুখ ভক্তগণ ছুটিয়া আসিয়া গল-লগ্ন-বাসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধুসুন্দরকে তাঁহাদের গৃহে লইবার জন্য নিবেদন করিলেন। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর যেন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া অন্য পথে কীর্ত্তন চালাইয়া দিলেন। ভৌমিক মহাশয়ের বাড়ীর অনতিদূরে একটি প্রকাণ্ড কদলীবাগান ছিল। লীলাময়ের বিচিত্র ইঙ্গিতে কীর্ত্তন সেই কদলীকাননে প্রবেশ করিল।

কতখানি পথ ঐ কাননে প্রবেশ করিতেই দেখা গেল চারিদিকে প্রাচীরের ন্যায় ঘনসন্নিবিষ্ট কদলীবৃক্ষের মাঝখানে খানিকটা সুন্দর সমতল স্থান। ঐখানে যে ঐরূপ একটি স্থান আছে তাহা বাহির হইতে দেখা যাইতেছিল না। কেন যে আছে তাহাও কেহ জানিত না।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর ঐ স্থানটীতে বসিয়া মিত্র মহাশয়কে অল্প কথায় জানাইয়া দিলেন যে—প্রভু আজ দিনরাত এস্থানেই থাকিবেন। দুইজন করিয়া ভক্ত সারাদিন অতি সতর্কতার সহিত প্রভুকে পাহারা দিবে। অন্যান্য ভক্তেরা বাগানের বাহিরে গিয়া কীর্ত্তন করিবে। প্রভুর আদেশ মত বাগানের বাহিরে কীর্ত্তন ও ভিতরে প্রভুর সন্নিকটে দুইজন ভক্তের পাহারা চলিতে লাগিল।

যষ্টি কাঁধে লইয়া, 'হরেকৃষ্ণ হরিবল' বলিতে বলিতে পাহারাওয়ালারা পাহারা দিবে। এই নির্দ্দেশ অনুসারে সেইরূপ ভাবে পাহারা চলিতে লাগিল। ভক্তদের মধ্যে কে কত সময় তাহাকে রক্ষা করিবে তাহাও নিজে ঠিক করিয়া দিলেন। যতক্ষণ পাহারায় থাকিবে যষ্টি যেন কাঁধ হইতে নামান না হয়। এইরূপ কড়া হুকুম থাকিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পালামত পাহারা চলিতে লাগিল। আপন মনে স্বানুভাবানন্দে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর নিবিষ্টভাবে রহিলেন। কি যে ভাবনা, কিসের যে তন্ময়তা ঐ নির্জ্জন কদলীবনে, কোন্ লীলার আবেশে গভীর ভাববিহ্বলতা তাহা কে বুঝিবে, কেই বা বর্ণনা করিবে। দামোদর স্বরূপ, রায় রামানন্দ থাকিলে হয়ত ভাবানুকূল পদ শুনাইয়া আস্বাদনের পরিপোষকতা করিতে পারিতেন!

মিত্র মহাশয় কয়েকবার আসিয়া দর্শন করিলেন। বন্ধুসুন্দরের পরম লাবণ্য-মণ্ডিত রূপরাশি যেন উছলিয়া উঠিতেছে। মধুর হাবভাব ভঙ্গি, মধুরাতিমধুর হাসি চাহনী দর্শনে মিত্র মহাশয় আত্মহারা হইলেন। তিনি কীর্ত্তনের কাছে আসিয়া বসিলেন। ভাবাতিশয্যে একটি অপূর্ব্ব গান তাহার কণ্ঠ হইতে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল।

জগদ্বন্ধু নাম গাও নিশিদিনে।
পূর্ণ হবে কাম, অন্তে মোক্ষ ধাম,
পাবিরে ঐ নামের গুণে॥
খোল করতালে আয় ভাই সকলে,
জগদ্বন্ধু নাম গাই প্রাণ খুলে,
জয় জগদ্বন্ধু হা জগদ্বন্ধু,
প্রাণবন্ধু স্থান দাও শ্রীচরণে।
সত্য যুগে প্রভু নাম নারায়ণ,
ত্রেতাতে শ্রীরাম কমললোচন,
দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ কলিতে গৌরাঙ্গ,
এখন, জগদ্বন্ধু নাম মহাউদ্ধারণে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত লাগি প্রভু সহেন কত তাপ,
আদরে কারে বা বলেন খুড়ো বাপ,
(আবার) অভক্ত পাষণ্ড তাও করে না দণ্ড,
"জেঠা" ব'লে তারে বাড়ান সম্মানে।

মায়াপুর হ'তে এসে নবদ্বীপে,
জগাই মাধাইরে কৃপা কৈলা আচম্বিতে,
(এবার) মুর্শীদাবাদ হ'তে এসে বাকচরেতে,
রাধাকান্ত সুতে * রাখিলেন চরণে ॥

মিত্র মহাশয় কোনদিন গান লিখেন নাই। এই তার প্রথম গান, এই তার শেষ গান। মুখে মুখেই গান তৈয়ারী করিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন। সকলেই যোগ দিলেন। গান জমিয়া উঠিল। পরম আনন্দের উদয় হইল। গান শেষে, সকলে "জয় জগদ্বন্ধু বোল, হরিবোল হরিবোল" গাহিলেন। বাকচরবাসীর জীবন-সর্ব্বস্ব প্রাণের দেবতা বন্ধুসুন্দরের নাম গুণ কীর্ত্তনে যে এত আনন্দ ও শক্তি আছে ভক্তগণ এই প্রথম জানিতে পারিলেন।

কীর্ত্তনান্তে ক্লান্ত ভক্তগণ বিশ্রাম করিতেছেন। কদলীকাননে চিরজাগ্রত দেবতা রসসিন্ধু বন্ধু স্বানুভাবে বিরাজিত আছেন। কুঞ্জশীল ও পঞ্চানন প্রামাণিক নামক দুইজন ভক্ত পাহারায় আছেন। কুঞ্জ একবার কাঁধ হইতে যষ্টি নামাইতে প্রভু বলিলেন, "কুঞ্জ, সতর্ক হইয়া পাহারা দেও। সাবধানে পাহারা

* গোপাল মিত্র মহাশয়ের পিতার নাম রাধাকান্ত মিত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেও। মনে কর যে বাগানে তোমাদের বহুমূল্য জিনিষ আছে।” শেষ রাত্রিতে কুঞ্জ ও পঞ্চানন উভয়ের নিদ্রাকর্ষণ হইল। বন্ধু-সুন্দর ডাকিয়া সাড়া পাইলেন না। নিকটে একটি রয়না গাছের ডাল পতিত হইয়াছিল। প্রভু কয়েকটি ডাল কলার ফাত্‌রা দিয়া বাঁধিয়া চাবুক তৈয়ারী করিলেন। তুই তিনবার কুঞ্জের গায় আঘাত করিলেন। কুঞ্জ চমকিয়া উঠিলেন। প্রভু বলিলেন, “এত অসতর্ক, তাই দণ্ড দিলাম। হরিনাম কর।”

পরদিন প্রভাতে প্রভু ভক্তগণসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে বাকচরে ফিরিয়া আসিলেন।

অলস

অলস ভজন রস জীব উদ্ধারণ।
বন্ধুগীতি জনকৃতি মহাপ্রচারণ ॥

—শ্রীবন্ধু

শ্রীরামদাস শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর আদেশ উপদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারে ব্রজে বাস করিয়া ভজনানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপায় বহু সজ্জনের তুর্লভ সঙ্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। অষ্টকালীন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য লীলা-বিলাস স্মরণে অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময় প্রভু বন্ধুহরি প্রিয় ভক্তের স্মরণ ও আস্বাদনের জন্য শ্রীরাধাগোবিন্দের অলস লীলা-বিলাসের একটি অভিনব পদ রচনা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

কাহারও চিঠি পত্র পড়া বা কাহাকেও চিঠিপত্র লেখা—এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই কার্য্যে রামদাসকে শ্রীশ্রীপ্রভু নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল উপদেশ ও নির্দ্দেশ সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিতেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর চিঠি ছাড়া অপরের কোন চিঠি পড়িতেন না। অপর কাহাকেও লিখিতেন না। আজ শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীহস্তের চিঠি পাইয়া কম্পিত করে শিরে স্পর্শ করতঃ পাঠ করিলেন।—

দোঁহে ঘুমাইল।

অলসে অবশ অঙ্গ টলমল,
অরুণ নয়ন অমনি মুদিল॥

উরসে উরস বদনে বদন,
প্রতি অঙ্গে প্রতি অঙ্গ পরশন,
সুখ নিদ্রাবশে দোঁহে অচেতন,
কাঁচলি কিঙ্কিণী সরিয়ে পড়িল॥

নাগর মৃণাল বাহু উপাধানে,
শির রাখি রাই আছেন শয়নে
হাসিখানি তবু আছে ও-বয়ানে
নাসার নিঃশ্বাসে বেশর দুলিল।

একি নবরঙ্গ হের সখীগণ,
শ্যাম অঙ্গে রাই রে'খেছে চরণ,
মরি কিবা শোভা হ'য়েছে এখন,
হেমলতা যেন তমালে বেড়িল॥

ধীরে কথা কও সকল সজনী,
যেন না জাগেন কমলিনী ধনী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগিলে চরণ ঘুচাবে অমনি,
চল যাই নিশি অধিক হইল ॥
সব সহচরী করিল গমন,
নিজ নিজ কুঞ্জে করিল শয়ন,
নিঃশব্দ নিবিড় নিকুঞ্জ কানন,
দ্বারে জগদ্বন্ধু কোটাল রহিল ॥

ভোগাস্বাদন

"দ্বারে জগদ্বন্ধু কোটাল রহিল"

—শ্রীবন্ধু

প্রভু বন্ধুসুন্দরের মধুর ভোগের আস্বাদন করিতে করিতে রামদাস ভাববিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাহার মনে হইতে লাগিল, কুঞ্জের দ্বারস্থ আস্বাদক প্রভুবন্ধুর চরণের পাশে দাঁড়াইয়া তিনি নিজেও অলস রসবিভোর যুগলকিশোরের মিলন মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন। প্রত্যহ শেষ রাত্রে কুঞ্জভঙ্গ লীলা আস্বাদন করিতে বসিয়া প্রথমে যুগলকিশোরের এই অলস মাধুরীর পদ গাহিয়া গাহিয়া আস্বাদন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ স্মরণাবেশ এতই গাঢ় ও গভীর হইয়া পড়িল যে, ঐ গান গাহিবার আর উপায় থাকিল না, গাহিতে আরম্ভ করিলেই চিত্ত আউলাইয়া যাইত।

বৃন্দাবনের পথে রাত্রে পুলিশ পাহারাওয়ালা পাহারা দেয়। তাহারা প্রায়শঃ "জয় রাধে" "জয় রাধে" বলিয়া ধ্বনি করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। একদিন গভীর রাত্রে রামদাস যখন যুগলকিশোরের শয়ন মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া "ধীরে কথা কও সকল সজনী" গাহিতেছেন, ঠিক তখনই কতিপয় পাহারাওয়ালা উচ্চৈঃস্বরে "জয় রাধে" "জয় রাধে" বলিয়া ধ্বনি করিল। রামদাসের মনে হইল যেন ঐ শব্দে যুগলের নিদ্রার ব্যাঘাত হইল।

ইহাতে তাঁহার নিজ বক্ষে যেন শেল বিদ্ধ হইল। চিত্ত এতই বিক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইল যে, ঐ গান আর না গাহিয়া বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। দিনের পর দিন এইরূপভাবে চলিতে লাগিল। রামদাসজী প্রভুর কুঞ্জভঙ্গের পদ আর গাহিতে পারেন না। সর্ব্বদাই হায়, হায়, করেন। ঐ গান ধরিলেই তিনি কুঞ্জের দুয়ারে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের পার্শ্বে আপনাকে দণ্ডায়মান দেখিতেন ও কুঞ্জের অভ্যন্তরে "উরসে উরস বদনে বদন" সুখ নিদ্রাবশে অচেতন যুগল রতন দর্শন করিতেন। ইহাতে তাঁহার নিজদেহে বহু সাত্ত্বিক বিকার প্রকট হইয়া উঠিত। শ্রীশ্রীপ্রভু-বন্ধুর অযাচিত করুণায় তাঁহার পরম প্রিয় শারিকা রামদাস ব্রজভূমিতে বাস করতঃ মধুরাতি-মধুর দর্শন ও ভোগ করিতে লাগিলেন। অন্তরে নিত্যস্মরণে কুঞ্জে প্রাণবন্ধু জগদ্বন্ধুর সাক্ষাৎকার পাওয়ায়, বাহিরে তাঁহার বিরহ বেদনা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইতে লাগিল। এইরূপে বাংলায় থাকিয়াই বন্ধুসুন্দর করুণাশক্তির প্রেরণা দ্বারা ব্রজস্থ রামদাসকে নিভৃত কুঞ্জের নিগূঢ় রস মধুরিমা আস্বাদন ও তৎসহ নিজ সঙ্গ-সুখ দান করিতে লাগিলেন। ভক্ত ভগবানের এ রঙ্গের খেলা নিরূপম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দ্র গুহের উদ্ধার

"কেদারের পাপ খণ্ডন হয়ে গেল।"

—শ্রীবন্ধু

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর বাকচর হইতে ব্রাহ্মণকান্দায় চলিয়া আসিতেছেন। সঙ্গে কুঞ্জ শীল ও কেদার সাহা প্রভৃতি ভক্তগণ আছেন। বন্ধুসুন্দর খঞ্জন গমনে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছেন। সেই অপরূপ রূপ-মাধুর্য্য ও নিরুপম গমন ভঙ্গী যে দেখিতেছে সেই থমকিয়া দাঁড়াইতেছে। অনেকেই যুক্ত করে অবনত হইয়া প্রণাম করিতেছে। কেহ কেহ বা দাঁড়াইয়া, সঙ্গী ভক্তদের নিকট প্রভু কেমন আছেন, কোথায় যাইতেছেন, জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ঘোড়া গরু, কুকুর প্রভৃতি জীব জন্তুগুলিও প্রভুকে দর্শন করিয়া একবারে চমকিয়া দাঁড়াইতেছে।

শিবরামপুর গ্রামে চন্দ্রকুমার গুহ নামে এক তালুকদার বাস করিতেন। মিথ্যা মামলা করা, সাধু সজ্জনকে পীড়া দেওয়া, দম্ভবশতঃ কাহাকেও ভিটামাটী হইতে উচ্ছন্ন করা এই সব চন্দ্রকুমারের নিত্য কর্ম্ম। প্রভু বন্ধুসুন্দর যখন ব্রাহ্মণকান্দার দিকে আসিতেছেন তখন উক্ত চন্দ্র গুহ মহাশয়ও বিপরীত দিকে যাইতেছেন। তাহার পায় চামড়ার জুতা ছিল। তিনি ঐ জুতা পরিহিত অবস্থায়ই দাঁড়াইয়া হাত যোড় করিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। গুহ মহাশয়কে এইভাবে প্রণাম করিতে দেখিয়া ভক্ত কেদার সাহা বলিয়া উঠিলেন, "গুহ মহাশয়, আপনি প্রভুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু বলিয়া না মানিলেও ব্রাহ্মণ বলিয়া ত মানেন? জুতা পায় দিয়া কি ব্রাহ্মণকে প্রণাম করা উচিত?"

এই কথাতেই গুহ মহাশয় রুষ্ট হইলেন, তাহার চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। "তুই ছেলে মানুষ, কি জানিস্" এইকথা বলিয়া তিনি পাশ কাটিয়া চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন ভক্ত কেদার তাহার বন্ধু কুঞ্জ শীলের সহিত বন্ধুকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে শিবরামপুর অভিমুখে যাইতেছিলেন। শিবরামপুরের পথে চন্দ্র গুহের কোঠা-ঘর।

ভক্তদ্বয় প্রভাতি গাহিতে গাহিতে যাইতেছেন, ইহা দেখিয়া গুহ মহাশয় উহাদিগকে ডাকিলেন। দুই বন্ধু কোঠা-ঘরের বারান্দায় বসিলেন। নির্দ্দয় চন্দ্র গুহ কোন কথা না বলিয়াই একখানা কাষ্ঠ পাদুকা আনিয়া কেদারের মস্তকের নিম্নদেশে আঘাত করিল। রক্ত পড়িতে লাগিল এবং আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে কেদার বারান্দা হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে কেদার কুঞ্জকে বলিল, "চল বন্ধু ফরিদপুর যাই।" কুঞ্জ বলিল, "পুলিশে জানাইবার আগে চল প্রভুকে গিয়া জানাই। তিনি যা বলেন তাহাই করিব।" তখন দুইজনেই বাকচর আঙ্গিনার দিকে আসিতে লাগিলেন। উহারা আঙ্গিনায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু সমুদয় ঘটনা জানিয়া নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন, "আজ কেদারের কি সৌভাগ্য! কেদারের কি সৌভাগ্য!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুঞ্জ ও কেদার আঙ্গিনায় আসিয়া পৌঁছিলে প্রভু পুনরায় বলিলেন, "কেদারের আজ কি সৌভাগ্য! আজ কেদারের সকল পাপ খণ্ডন হয়ে গেল। কিন্তু চন্দ্রের কথা ভেবে অস্থির হচ্ছি। ওর যে কি দুর্দ্দশা হ'বে!" এইকথা শুনিয়া কুঞ্জ অভিমান ভরে বলিলেন,—"তা প্রভু চন্দ্রের ভাবনাই ত ভাববেন। কেদারের যে কপাল ফেটে গেল তা আর ভাববার কথা নয়। তা যাই ভাবুন, আমরা এখন ফরিদপুর যা'ব।"

প্রভু বলিলেন,—"তা তোরা কি বুঝবি, চন্দ্রের কথা কেন ভাবি। নালিশ ক'রে কি করবি? কেদারের পাপ খণ্ডন হ'য়ে গেল।"

প্রভুর কথামত আর নালিশ হইল না। এই ঘটনার কিছুদিন পরে শত্রুপক্ষীয় কতিপয় দুষ্টলোক চন্দ্রকে রাত্রির অন্ধকারে মাঠের মধ্যে নিরাশ্রয় অবস্থায় পাইয়া লাঠিদ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। বন্ধু ভক্ত মহিমদাস হঠাৎ যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলে দুর্বৃত্ত দল চন্দ্রকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। চন্দ্র তৎপর প্রায় অর্দ্ধমৃত অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে সুস্থতা লাভ করিল। তাহার দাম্ভিকতা ও দুর্দ্দমনীয় পশুতেজ একপ্রকার সমূলে নষ্ট হইয়া তাহাকে পঙ্গুবৎ অচল করিয়া দিল।

এই সময় আত্মীয়-স্বজন ক্রমে ক্রমে তাহাকে ত্যাগ করিল। ঐশ্বর্য্যাভিমানী ঘোর বিষয় বিলাসী চন্দ্র, কুটীল কালরাহুর গ্রাসে পতিত হইয়া পথের ফকির সাজিল। অনাহার অনিদ্রায় ও রৌদ্র বৃষ্টিতে ভিজিয়া পুড়িয়া ভক্ত বৈষ্ণব অপরাধের বিষময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলভোগ করিতে লাগিল। পরিশেষে প্রভুবন্ধুর কৃপায় ও ভক্তানুগ্রহে বাকচরের পথের ধূলার গড়াইতে গড়াইতে তাহার আত্মজ্ঞানের উদয় হইল। তখন সে হরিবোল হরিবোল বলিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

"জেঠা ভাল জেঠী বড় কষা"

শ্রীশ্রীপ্রভু একদিন গোপাল মিত্র মহাশয়কে বলিলেন—"তুমি আমার জন্য প্রতিদিন আমসত্ত্ব ভিক্ষা করিও, আমার পেটে অগ্নি নাই, বিশেষ কিছু পরিপাক হয় না। তবে আমসত্ত্ব, আমসরবী পেঁপে এর একটু হ'লে হয়।" সেইদিন হইতে মিত্র মহাশয় প্রত্যহ আমসত্ত্ব ভিক্ষা করিয়া লইয়া আসেন। সাত আট মাস ভিক্ষা করিবার পর নূতন আমের সময় তিনি প্রভুর জন্য নিজেই আমসত্ত্ব প্রস্তুত করিলেন। কারণ প্রত্যহ ভিক্ষা করায় সব সময় উহা পাওয়া যায় না।

অতঃপর একদিন মিত্র মহাশয় বাকচর শ্রীঅঙ্গনে আমসত্ত্ব লইয়া আসিলে শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন,—"অর্দ্ধেক মা ষষ্ঠি, অর্দ্ধেক গুরু গোষ্ঠি; নারে না সবই মা ষষ্ঠি। জেঠা ভাল, জেঠী বড় কষা।" রঙ্গময়ের উক্তি শুনিয়া মিত্র মহাশয় বলিলেন, "কেন প্রভু জেঠী কি জন্য কষা হল?" প্রভু বলিলেন,—"আমাকে পেট ভ'রে আমসত্ত্ব দেয় না। এখনও ছয়খানা আমসত্ত্ব ঘরে আছে।" মিত্র মহাশয় মনে মনে ভাবিলেন—প্রভু কি করে জানলেন? এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে প্রভুকে বলিলেন—"একবারে দিলে তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না! আবার যে বারে বারে আবদার করেন, তখন কোথায় পাওয়া যায়?"

এই বলিয়া বাড়ী যাইয়া ভাঁড় খুলিয়া দেখেন যে ঠিক ছয়খানা আমসত্ত্বই আছে। তখন তিনি ভাবিলেন—প্রভু সত্য সত্যই সর্ব্বান্তর্য্যামী। পরে মিত্র মহাশয় একটু চতুরতা করিয়া চারখানি আমসত্ত্ব ঘরে রাখিয়া দুইখানি আমসত্ত্বকে ছয়খানি করিয়া নিয়া দিলে প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমি ওসব জানি।"

কাণ্ডারী

ভবপারে নিতে প্রেম দিতে বন্ধু অবতারী রে।

—শ্রীমহেন্দ্র

শ্রাবণ মাস। বর্ষাকাল। কাবেরী তরঙ্গ তুলিয়া তর তর করিয়া বহিয়া চলিতেছে। ক্ষুদিরাম প্রামাণিক নামক একজন নমঃশূদ্র ভক্তকে প্রভু বলিলেন, "তুই আজ রাত্রে বারান্দায় শুয়ে থাকবি।" আদেশ অনুসারে ক্ষুদিরাম প্রভুর মন্দিরের বারান্দায় শুইয়া রহিল। গভীর রাত্রিতে প্রভু হাতে তালি দিয়া ক্ষুদিরামকে ডাকিলেন। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন কৃষ্ণপক্ষের রজনী। তাহাতে আকাশে জমাট বাঁধা ঘন মেঘ ঝর ঝর করিয়া বর্ষণ করিতেছে। মাঝে মাঝে গভীর গর্জ্জনে বিজলী চমকিত হইতেছে।

প্রভু একখানা নৌকা আনিতে ইঙ্গিত করিলেন। ক্ষুদিরাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একখানা নৌকার দড়ি খুলিয়া ঘাটে লইয়া আসিল। প্রভু নৌকায় আরোহণ করিলেন। প্রভুর আদেশে ক্ষুদিরাম নৌকা ছাড়িয়া দিয়া বনমালী কর মহাশয়ের ঘাটে আনিয়া নৌকা লাগাইল। কর মহাশয়ের বাড়ী হইতে কিছু খাবার চাহিয়া আনিতে ক্ষুদিরামকে পাঠাইলেন। ক্ষুদিরাম কর মহাশয়ের বাড়ী যাইয়া দেখেন সকলেই নিদ্রিত। ক্ষুদিরাম প্রভুর নাম করিয়া সাড়া দিতেই কর মহাশয় উঠিয়া বাহিরে আসিলেন।

প্রভু খাবার চাহিয়াছেন শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এত রাত্রিতে কি খাবার দিবেন। তখন হঠাৎ মনে হইল, ঘরে বিশুদ্ধ ভাবে জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ আছে। সেই দুগ্ধ আনিয়া ক্ষুদিরামের হাতে দিতেই ক্ষুদিরাম তাহা প্রভুর হাতে আনিয়া দিল। প্রভু কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া ক্ষুদিরামকে দিলেন। অতঃপর প্রভুর আদেশে পুনঃ নৌকা খুলিয়া নদীর মাঝখান দিয়া চলিতে চলিতে রাজপুরের ত্রিমোহনার নিকট আসিয়া উপনীত হইল।

নৌকার বৈঠাখানা অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় অকর্ম্মণ্য হইয়া যাওয়ায় ক্ষুদিরাম বলিল, "প্রভু, এ আধভাঙ্গা বৈঠা দিয়া বাওয়া যায় না।" তখন ভবকর্ণধার প্রভু নিজে বৈঠা ধরিয়া বাহিতে আরম্ভ করিলেন। ধীবরেরা নানা স্থানে মৎস্য ধরিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। নৌকার মাঝিরা নানা সুরে গান গাহিতেছে। প্রভু যাহাদের যে ভাষা সেই ভাষায় তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে নৌকা চালাইয়া চলিলেন।

রাজপুরের শ্মশানের নিকট নৌকা রাখিয়া প্রভু শ্মশানের দিকে চলিলেন। ক্ষুদিরাম ভয়ে ভীত হইয়া হরিনাম করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিল। তাহার বুকের মাঝে ধরাস ধরাস করিতে লাগিল। শেষে ভয়ে থাকিতে না পারিয়া তীরে উঠিল। তীরে উঠিয়া আরও ভয় বাড়িয়া গেল। ঘোর অন্ধকার কিছুই দেখা যায় না। অদূরে শ্মশানে আলোর রেখা দেখিতে পাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে নিকটে আসিয়া দেখিতে পাইল শ্মশানের একটি খাটিয়ার উপর প্রভু উত্তানভাবে শুইয়া আছেন। প্রভুর অঙ্গ-জ্যোতিতে শ্মশান আলোকিত হইয়া আছে। অন্ধকার রাত্রে পূর্ণিমার মত জ্যোৎস্না দেখিয়া ক্ষুদীরাম অত্যন্ত বিস্মিত হইল।

ক্ষুদীরাম তখন দূর হইতে প্রভুকে বলিল,—"প্রভু আমার ভয় পাইতেছিল। রাত শেষ হ'য়ে গেল, চলুন আমরা যাই।" প্রভু ক্ষুদীরামকে দেখিয়াই "চল্" বলিয়া দ্রুতগতিতে নৌকায় উঠিলেন। ক্ষুদীরাম বলিল, "কেমন করিয়া যাব প্রভু, এখন আর ঐ ভাঙ্গা বৈঠা দিয়া নৌকা বাওয়া যাবে না।"

প্রভু বলিলেন—"ঐ বৈঠাখানি হালের মত ধরে চোখ বুজে ব'সে থাক।" প্রভুর শ্রীমুখের কথা বাহির হইতে না হইতেই ক্ষুদীরাম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাল ধরিয়া বসিয়া রহিল। তখন শ্রীশ্রীপ্রভু নৌকার মাচালের একখানি চটা লইয়া নিজে বাহিতে লাগিলেন। নৌকা শো শো শব্দে চলিল। মুহূর্ত্ত পরে ক্ষুদীরাম চক্ষু মেলিয়া দেখিল আঙ্গিনার ঘাটে নৌকা লাগিয়াছে। প্রভু হাসিতে হাসিতে স্নান করিয়া তাড়াতাড়ি শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ক্ষুদীরাম পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রভাতি গাহিতে গাহিতে অবাক হইয়া স্বগৃহে চলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ক্ষুদীরামকে প্রভু অন্য একদিন বলিয়াছিলেন, "ওরে বড় ঝড় তুফান আসছে, খুঁটীগুলি ভাল ক'রে দিস।" তৎপরে বলিলেন,—"নারে এদিকে কিছু নয়, ঐ দিকে।"

"ভয় নেই, তোকে একাই যে'তে হ'বে"

সন্ধ্যা সময় খুব ঝড় বৃষ্টি হয়। সেদিন তিথিও ছিল অমাবস্যা। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় প্রভুবন্ধু "গোপীকৃষ্ণ গোপীকৃষ্ণ" বলিয়া মোহিনী ভাদুড়ীকে ডাকিলেন। ভক্তবর মোহিনী ডাক শুনিয়া নিকটে দাঁড়াইতেই প্রভু তাহাকে ফরিদপুর বাজারে দুঃখীরাম ঘোষের কাছে যাইতে বলিলেন। ঘোষ মহাশয়ের নিকটে বিশেষ কোন একটী সংবাদ জানাইয়া, প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে বাকচর অঙ্গনে ফিরিতে আদেশ করিলেন।

ভাদুড়ী মহাশয় বলিলেন,—"প্রভু, একে অমাবস্যা। তাতে রাত্র দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে তদুপরি ঝড় বৃষ্টিতে পথ ঘাট খারাপ হইয়া গিয়াছে। এই অন্ধকারে দুর্য্যোগে আমি একা যাইতে পারিব না।" প্রভু বলিলেন,—"ভয় নেই, তোকে একাই যেতে হ'বে।"

তখন ভাদুড়ী মহাশয় প্রাণবন্ধুর আদেশ শিরোধার্য্য করতঃ গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। ভক্তবীর হরিগুণ গান করিতে করিতে নির্ভিকচিত্তে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘোষ মহাশয়ের নিকট পৌঁছিয়া যথাবিহিত কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করিলেন। পরে বদরপুরের সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত বাদল বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ী হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জল খাইয়া ভোরের পূর্ব্বেই বাকচর শ্রীঅঙ্গনে শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

ইহার কিছুক্ষণ পর,—(তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই) ভাদুড়ী মহাশয় হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইলেন। পুনঃ পুনঃ ভেদ ও বমন হওয়ায় অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ হিমের মত ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

প্রভু সংবাদ পাইয়াই কোন ভক্তকে বলিলেন, "গোপী-কৃষ্ণকে এখনি কাবেরীতে স্নান করিয়া আসিতে বল।" ভক্ত মুখে প্রভুর আদেশ পাইয়া, ভক্তবর তখনই উত্থান শক্তি রহিত অবস্থাতেই ভেদ ও বমন করিতে করিতে কাবেরীতে গিয়া স্নান করিয়া আসেন।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর পুনরায় কোন ভক্ত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, "সবরী কলা, তেতুল গোলা, চিনি ও সন্ধৈব মিশ্রিত করিয়া একবাটী খাইয়া শুইয়া থাকুক।" প্রভুর নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করতঃ মোহিনী যখন শয়ন করিয়া রহিয়াছেন তখন হঠাৎ প্রভুবন্ধু তাহার ঘরে আসিয়া মূর্ত্তিমন্ত প্রেমময় স্বরূপে তাহার পার্শ্বদেশে শ্রীপাদপদ্ম তুলিয়া দিলেন। অতি মধুর হাসিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"তোর আর ভয় নাই।"

কি আশ্চর্য্য! ভবভয়হারী নিদানবন্ধু বন্ধুসুন্দরের রাতুল চরণ স্পর্শমাত্র মুমূর্ষু মোহিনীমোহন মহাশক্তিতে শক্তিমান হইয়া "জয় জগদ্বন্ধু" "হরেকৃষ্ণ হরিবোল" বলিতে বলিতে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া গেলেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শবযাত্রা

"কত রঙ্গ জানে রে, রঙ্গের গৌরাঙ্গ মোর"

—শ্রীবন্ধু

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর কলিকাতা রওনা হইবেন। পাঁচুরিয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে হইবে। বর্ষাকাল হইলে নৌকা চলিত। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে হাঁটার উপায় নাই। প্রভুর হাঁটিতে কষ্ট হইবে মনে করিয়া ভক্তগণ অন্য উপায়ে বহন করিয়া লইয়া যাইবার কথা ভাবিতেছিলেন।

শেষে পরামর্শ করিয়া ঠিক হইল, একখানি কওরের (বাঁশের তৈয়ারী দরজার বেড়া) উপর প্রভুকে বসাইয়া বহন করিয়া লওয়া হইবে। কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গাল ভক্তদের এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। ক্ষুদীরাম, কোদাই, মহিম, গোপীকৃষ্ণ গোপাল মিত্র প্রভৃতি চব্বিশ পঁচিশ জন ভক্ত হরি-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সঙ্গে যাইতেছিলেন।

প্রভু সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া কওরের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। ভক্তগণ কাঁধে করিয়া বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। বসন্তপুরের নিকটে যাইয়া ভক্তগণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। প্রভুকে একটী বৃক্ষ নিম্নে নামাইয়া রাখিলেন। ক্রমে পশ্চাৎবর্ত্তী ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। রসিকেন্দ্র চূড়ামণি বন্ধুসুন্দর বলিলেন, "আমি কাপড় চোপড় ঢেকে মরার মত হয়ে থাকি তোরা মরা লয়ে যাবার মত হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে চলে যা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তগণ প্রভুকে কাঁধে লইয়া চলিলেন। প্রভু কওরের উপর কাপড় ঢাকা দিয়া মরার মত শুইয়া রহিলেন। সঙ্গের ভক্তেরা "বল হরি, হরি বোল" বলিয়া মরা নিবার মত ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেদিন ছিল ফুলতলার হাট। হাটের ভিতর দিয়া যাইবার সময় অসংখ্য নরনারী মরা মনে করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন। যাহারা প্রভুর গতিবিধি জানিত, তাহারা দূর হইতে প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা দর্শন মানসে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যেজন্য প্রভুর এই শব যাত্রার ছলনা তাহা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইল।

হাটের দিন। লোক প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য ভীড় করিত ও হাটের ভিতর নানাপ্রকার লোকের স্পর্শ ঘটিত এইরূপ ভাবিয়া প্রভু এই শবযাত্রার ছলনা করিলেন। স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় প্রভু তাঁহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া হাটের ভিতর দিয়াও কৌশলে লোক সরাইয়া ফাঁকা পথে চলিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"চিরদিন আমার হয়ে থেক"

পাঁচুরিয়া ষ্টেশনে যাইয়া পৌঁছিয়া দেখিলেন তখনও গাড়ী আসিবার অনেক বিলম্ব আছে। প্রভু একটী নির্জ্জন বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া প্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথা শুনিতেছেন। অন্যান্য উপদেশ কথা বলিতে বলিতে প্রেমময় প্রভু কহিলেন,—

"চিরদিন আমার হয়ে থেক, আমি ভিন্ন এ জগতে তোমাদের আর কেউ নাই।"

"হরিনামে নিত্য নিষ্ঠায় থেক ; কাল, কলি ছুঁতে পারবে না। দেশ কাল পাত্র ও অবস্থা বিবেচনা করে চল। পদে পদে সাবধান থেক।"

"তোমরা দিবানিশি হরিনাম কর। হরিনামই সংসারের সার।"

সুধা বিনিন্দিত কণ্ঠে কত কথা বলিলেন, কত মধুর বাণী উপদেশ করিলেন। ভক্তগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত সকল কথা মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন।

কথা প্রসঙ্গে প্রভু বলিলেন—"দেখ আমি যখন যে দেশে যাই আমাকে সেই দেশের লোক তাদের বলিয়া মনে করে।" ভক্তদের মধ্যে একজন বলিলেন, "প্রভু, আপনি কথা বলিলেই, তো বাঙ্গালী বলিয়া চিনিয়া ফেলিবে।" প্রভু বলিলেন, "না-রে আমি যখন যে দেশে যাই, সেই দেশের ভাষায় কথা বলি।"

গাড়ী আসিল। প্রভু দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তগণ গাড়ীর গদী উল্টাইয়া তাহার উপর শুদ্ধ বস্ত্র বিছাইয়া প্রভুর শুইবার স্থান করিয়া দিলেন। এই গাড়ীতে আরও দুই তিনজন যাত্রী ছিল। তাহারা নামিয়া অন্য গাড়ীতে গেল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ভক্তগণ ঘন ঘন হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। যতদূর পর্য্যন্ত গাড়ী দেখা যায় ততদূর তাকাইয়া রহিলেন। গাড়ী অদৃশ্য হইলে সকলে শূন্য প্রাণে শূন্য অঙ্গনে ফিরিয়া আসিলেন। সকলের প্রাণ-পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী গুমরিয়া গাহিতে লাগিল—

আনন্দ মূরতি তুহুঁ পরমানন্দ মেরো,
অনন্ত প্রেমখনি তুহুঁ নয়নানন্দ মেরো।
তুহুঁ বসি রূপে রসে প্রেম সুধানিধি,
আনন্দ বাদর ঢাল জগভরি মেরো।
তুহুঁ প্রভু তুহুঁ সখা, পরাণ নাথ পরাণ রাকা,
তুহুঁ জনম মরণ সাথী জগদ্বন্ধু ধন মেরো।

—কালিন্দীমোহন

ডোম পল্লীতে রাখালি

শ্রীরাম বাগানে ডোম শিশু সনে
রাখালিয়া ভাবে মাতি।

—স্মরণ মঙ্গল

শ্রীশ্রীপ্রভু কলিকাতা রামবাগানে আসিলেন। প্রভু আসিবেন সংবাদ পাইয়া চম্পটীঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই হরিসভা গৃহের পার্শ্বে একটি তাঁবু খাটাইয়া রাখিয়াছিলেন। সেই স্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোবর ও গঙ্গা জল দ্বারা ধৌত করা হইল। তুলসীর টব বসাইয়া পবিত্র করা হইল। ধূপ ধূনা আতরাদি দ্বারা সুবাসিত করা হইল। চম্পটীঠাকুরের নির্দ্দেশে ডোমপল্লীর বালক ভক্তগণ এই সকল সেবার কার্য্য করিলেন।

শ্রীমান গোপী সাতরা, মহীন্দ্র মণ্ডল, শশী পাড়ে, নারাণ ধারা, বিপিন মণ্ডল, অপীন মণ্ডল, ফকির ধারা, ভীম ঘরই, কালাচাঁদ ঘাটী প্রভৃতি বহু বালক চম্পটীঠাকুরের একান্ত অনুগত ছিল। তাহাদিগকে লইয়া কীর্ত্তনানন্দ করতঃ চম্পটীঠাকুর প্রভু বন্ধু-সুন্দরকে রামবাগানে লইয়া আসিলেন ও উক্ত তাঁবুর ভিতরে থাকিবার স্থান দিলেন।

তিনকড়ি মাঝি, পীতাম্বর বাবাজী, হরিদাস কাঁসারী, সদয় রাণা, দীনু, রজনী, ভুতনাথ, বুজিরাম প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ ডোম ভক্তগণ একের পর আর আসিয়া গলবস্ত্রে দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন। বন্ধুসুন্দর সহাস্য বদনে যার যার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। প্রভুর মুখে নিজ নিজ নাম শুনিয়া. প্রেমের দেবতা এই কাঙ্গালদের কথা ভুলেন নাই, ভাবিয়া তাহারা সকলেই আত্মহারা হইলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু পীতাম্বর বাবাজীকে "তাত" সম্বোধন করিতেন। মৃদঙ্গবিৎ হরিদাস কাঁসারীকে "হিত" আখ্যা দিয়াছেন ও তিনকড়ি মাঝিকে "দয়াল" লিখিয়াছেন। সিন্ধু ঘটক, পঞ্চু, ভীম, বিজয় ধারা, বিজয় পাকড়ে প্রভৃতি ছোট ছোট বালকগণও প্রভুর আশে পাশে নাচিয়া তাঁহারই দেওয়া হরির লুট কুড়াইত। প্রভু তাহাদের সঙ্গে খেলিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডোম বালকদের সঙ্গে বন্ধুসুন্দর ব্রজ ভাবে রাখালিয়া খেলা খেলিতেন। একটা বাক্সের মধ্যে প্রভু বসিতেন। বালকগণ কাঁধে করিয়া গঙ্গার ঘাটে লইয়া আসিত। শেষ রাত্রিতে অন্ধকার থাকিতে প্রভু গঙ্গার ঘাটে যাইতেন।

একদিন ডোম বালকগণ হরিধ্বনি করিয়া প্রভুকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। পথিমধ্যে, পুলিশে ধরিয়া বাক্সের ভিতরে কি দেখিতে চাহিল। বালকগণ বলিল বাক্সে প্রভু আছেন। পুলিশ বলিল, "কিসের প্রভু? আমরা দেখিব বাক্সে কি আছে।" এই বলিয়া বালকদের কাঁধ হইতে জোর করিয়া বাক্স নামাইল। বালকগণ ভয়ে ভীত হইল। তাহারা ভাবিল প্রভুর না জানি কত কষ্ট হবে।

পুলিশ বাক্সের ডালা খুলিয়া দেখিল, বাক্সের ভিতর কিছুই নাই। খালি বাক্স লইয়া বালকগণ খেলা করিতে যাইতেছে, এই মনে করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া পুলিশ চলিয়া গেল। বালকগণ প্রভুকে হারাইয়া চিন্তিত হইল। চিন্তিত হইয়া ইতঃস্তত দৃষ্টি করিতে করিতে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া দেখে দুইখানি বাঁধা নৌকার মাঝে আড়ালে প্রভু গঙ্গায় স্নান করিতেছেন।

বালকগণ হারা-বন্ধু পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গঙ্গা স্নান করিল। পুনঃ বাক্সে করিয়া প্রভুকে কাঁধে লইয়া হরিনাম করিতে করিতে রামবাগানে আসিল। এইরূপ ভাবে নানা রঙ্গের খেলা খেলিয়া কিছুদিন রামবাগানে বিহার করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের দান

"Money is the most sensitive
Part of human skin."

—শ্রীবন্ধুবাণী

রামবাগানের ভক্তদিগকে ও বাকচরবাসী ভক্তদিগকে খোল করতাল কিনিয়া দিতে হইবে। নগর কীর্ত্তনের জন্য আশা, সোটা, বিউগেল নিশান, বড় করতাল, পেটা ঘড়ি প্রভৃতি বহু দ্রব্য প্রয়োজন। এইজন্য এক হাজার টাকা চাই। শ্রীশ্রীপ্রভু চম্পটীঠাকুরকে বলিলেন, "অতুল, এক হাজার টাকা।"

অতুলচন্দ্র টাকার জন্য পথে বাহির হইলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আলমবাজারের জমিদার স্বনামধন্য কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গে চম্পটীঠাকুরের আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। অতুলচন্দ্র সেই পরিচয়ের সুযোগ লইতে চলিলেন। পথিমধ্যে ভাবিলেন, টাকা চাহিলেই পাওয়া যাবে না। টাকা আদায় করিবার একটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর কালীভক্ত ছিলেন। চম্পটীঠাকুর তাহা জানিতেন। কালীকৃষ্ণ শ্রীমন্দিরে বসিয়া পূজা আহ্নিক করিতেছেন। চম্পটীঠাকুর যাইয়া শ্রীমন্দিরের দরজায় বসিয়া রহিলেন।

পূজার্চ্চনা শেষ করিয়া কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় যেই বাহির হইয়াছেন অমনি চম্পটীঠাকুর প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা আদেশ করিয়াছেন আপনি প্রভুর সেবার জন্য এক হাজার টাকা দিবেন।" সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি কালীকৃষ্ণ নির্ব্বিচারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এক হাজার টাকা আনিয়া দিলেন। চম্পটীঠাকুর পরমানন্দে টাকা লইয়া প্রভুর নিকটে উপনীত হইলেন।

প্রভুর নিকট টাকা রাখিতেই প্রভু তাহা গ্রহণ না করিয়া চম্পটীকে কহিলেন, "এই টাকা দ্বারা খোল করতাল ক্রয় করিয়া রামবাগান ডোমপাড়া ও ফরিদপুর মোহান্ত সম্প্রদায়ে বিতরণ করিবে।" খোল, করতাল, বিউগল, আশা, সোটা, ইত্যাদি যাহা যাহা কিনিতে হইবে প্রভু তাহার একটি ফৰ্দ্দ করিয়া দিলেন। চম্পটীঠাকুর প্রভুর আদেশ অবিচারে পালন করিতেন। অবিলম্বেই প্রভুর আদেশ কার্য্যে পরিণত করিলেন। অর্দ্ধেকের অধিক টাকা খরচ হইল।

আলমবাজার বাগানে

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দরকে দর্শন করেন নাই। চম্পটীঠাকুরের মুখে কিছু কিছু শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন। রামবাগানে তাঁবুতে বাস করিতে বন্ধুসুন্দরের অসুবিধা হইতেছে মনে করিয়া চম্পটী মহাশয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাড়ীতে স্থান করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ জানান। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর তাহাতে রাজী হন।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর রমেশচন্দ্রকে সংবাদ দেন। রমেশচন্দ্র আসিলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া চম্পটীঠাকুরের নির্দ্দেশ মত আলমবাজার-স্থিত কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাড়ীতে উপস্থিত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধনী জমিদারের বাগান বাড়ীতে দাস দাসী আসবাবপত্র সমন্বিত বৃহৎ বৃহৎ বিশ্রাম ভবন থাকে। এ বাগানেও তাহার অভাব ছিল না। কিন্তু প্রভু একটি একতালা ও এক কামরা বিশিষ্ট গৃহে অবস্থান করিলেন। ঐ গৃহ বাগানের এক প্রান্তে আমবনের মধ্যে অবস্থিত ছিল। তাহাতে কোন আসবাবপত্র ছিল না।

জমিদারের আদেশ-ক্রমে তাহার বাগানস্থিত ম্যানেজার প্রভুর জন্য নূতন মাতুর, মশারী, কম্বল, ইত্যাদি তৎক্ষণাৎ আনাইয়া দেন। সেই গৃহের এক প্রান্তে প্রভুর সামান্য বিছানা ও মশারী খাটান হইল। দরজা বন্ধ অবস্থায় প্রভু তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

প্রভুর সেবার জন্য জমিদার বাটী হইতে প্রচুর পরিমাণ মিষ্টান্ন অন্ন, লুচী, তরকারী ও ফলাদি, রোজই দুইবেলা প্রেরিত হইত। প্রভু তাহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিতেন না। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র প্রভুর আদেশমত সামান্য কিছু ভাত নিজের জন্য রাখিয়া আর সব নিকটস্থ পগারে ফেলিয়া দিতেন।

তারপর একদিন প্রভু বলিলেন, "রমেশ! বাদল ও হরিদাস প্রভৃতিকে খবর দাও। তারা এসে এ সব খেয়ে সুখী হবে।" আদেশমত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র উহাদিগকে চিঠি দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাম আসিতেছে

"বন্ধুর আদেশ উপেক্ষা করিয়া ব্রজে বাস বিড়ম্বনা"

—শ্রীরামদাস

শ্রীশ্রীপ্রভু রামদাসকে নিজে চিঠি দিলেন। অন্যের চিঠি তাহাকে পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, তাই তিনি নিজেই চিঠি দিলেন। আসিতে লিখিলেন। রামদাস ছেলে মানুষ কখনও কলিকাতা দেখেন নাই। শ্রীবৃন্দাবন যাইবার সময় নবদ্বীপ হইতে হুগলী হইয়া গিয়াছেন। এখন হঠাৎ তাহাকে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া কলিকাতা হইয়া আলমবাজার আসিতে হইলে, যে কখনও কলিকাতা দেখে নাই তার পক্ষে অসুবিধার কথা বটে।

এই সকল চিন্তা করিয়াই ভক্তবৎসল রামকে বালিগ্রামে পৌঁছিয়া গঙ্গাপার হইয়া আলমবাজারে আসিতে লিখিলেন। লিখিলেন,—ঘাটে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে "অমুক" "অমুক" ধ্বনি দিবে। তাহা হইলেই বাগান বাড়ী হইতে জানিতে পারিব ও লোক পাঠাইয়া যথাস্থানে আনিতে পারিব।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের কৃপাধনে ধনী হইয়া রামদাস শ্রীবৃন্দাবনে পরমানন্দে আছেন। শ্রীশ্রীবঙ্কুবিহারীজীর মন্দিরের অনতিদূরে শ্রীপাদ রঘুনন্দন গোস্বামীর শ্রীরাধামাধবের মন্দির। রামদাস তখন সেইখানেই আছেন। শ্রীরঘুনন্দন ও আছেন। দুইজনেই এক পন্থী। দুইজনেই বন্ধুকথা আলাপনে ভজনীয় ইষ্টগোষ্ঠীতে পরমানন্দে নিত্যলীলা স্মরণে বিভোর আছেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর প্রেরিত স্বরচিত, "দোঁহে ঘুমাইল" গানটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাওয়ার পর হইতে রামদাস আরও গভীরে ডুবিয়া গিয়াছেন। ঐ গান আর গাহিবার উপায় নাই। যুগলকিশোরকে কুঞ্জে শয়ন দিয়া স্মরণাবেশে কুঞ্জ দ্বারস্থ "কোটাল" রূপী গুরু জগদ্বন্ধুসুন্দরের পাশে দাঁড়াইয়া রহেন। কোথাও একবিন্দু শব্দ হইলে "হায়, হায়, যুগলকিশোরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল" বলিয়া চমকিয়া উঠেন। বাহিরে পথে পাহারাওয়ালা "রাধে" "রাধে" উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিলে তাহা অসহনীয় বোধ হয়। রঘুনন্দনের সঙ্গে রামদাস পরামর্শ করিয়াছেন, দুইজনেই বর্ষাণের নিকটবর্ত্তী বনে গিয়া ভজন করিবেন। এই সংকল্প যখন ঠিক হইয়াছে, ঠিক তখনই বাংলা দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য বন্ধুসুন্দরের আদেশ পত্র আসিল।

পত্রের কথা শুনিয়া শ্রীরঘুনন্দন সুখী হইলেন না। তিনি রামদাসকে বলিলেন, "প্রভুকে লিখিয়া দেন যে এখন যাওয়া যাবে না। ব্রজের এই ভজন ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন?" শ্রীরামদাস একবার মনে করিলেন, সত্যই ব্রজবনের এই মধুর আস্বাদন ফেলিয়া কোথায় যাইব।

পর মুহূর্ত্তেই মনের ভাব ঘুরিয়া গেল। ধীর বিনীতভাবে রামদাস কহিলেন, "গোঁসাইজী, এ কী কথা বলেন? যিনি ঘরের বাহির করিয়াছেন, নবদ্বীপ দর্শন করাইয়াছেন, ব্রজরজে টানিয়া নিয়া মধুর ভজন উপদেশ দিয়া নিয়ত শক্তি সঞ্চারে এই আনন্দ রসমধু আস্বাদন করাইতেছেন, তিনি কি এই ভোগের চেয়েও বড় নহেন?" "বন্ধুর আদেশ উপেক্ষা করিয়া ব্রজে বাস আমার পক্ষে বিড়ম্বনা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামদাসের কথা শুনিয়া শ্রীরঘুনন্দন পরম প্রীতি লাভ করিলেন। হাসিমুখে বলিলেন "আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। আপনি প্রভুর কাছে চলিয়া যান। আপনি ধন্য।" রামদাস বাংলা অভিমুখে চলিলেন। যে পরম ধনের করুণায় ব্রজবাস ও ব্রজরস ভোগ, তাঁহার আহ্বানে ব্রজ পিছনে পড়িয়া রহিল। অথবা, ব্রজ-ধন যাঁর হৃদয়ে বিরাজমান ব্রজধাম তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলে।

যথানির্দ্দিষ্ট ভাবে পথ চলিয়া "জয় রাধে শ্যাম রাধে" ধ্বনি দিয়া রামদাস আলমবাজার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাড়ীতে পৌঁছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শ্রীচরণ দর্শন করিলেন। ঘরের দেয়ালে একখানি নূতন মৃদঙ্গ টানান ছিল। বন্ধুসুন্দব রামদাসকে ঐ মৃদঙ্গখানি ও নিজের হাতখানি দেখাইয়া বলিলেন, "নূতন মৃদঙ্গ আসিয়াছে অবধি হস্ত চঞ্চল হইয়াছে। তুই নাই, কীর্ত্তন করিবে কে? তাই আসিতে লিখিলাম, কীর্ত্তন কর।"

রামদাস তখনই করতাল লইয়া কীর্ত্তন ধরিলেন। বন্ধুসুন্দরও অমনি শ্রীখোলখানা লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। বন্ধুসুন্দরের করস্পর্শে সীতানাথ যেন শত মুখে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন! একখানি মৃদঙ্গ হইতে শত মৃদঙ্গের ধ্বনি বাহির হইল।

রামদাসের কণ্ঠে যেন মুরলীর মাধুর্য্য। তাই তো আদরে "শারিকা" ডাকিতেন। ভাবে গদ গদ তন্ময় রামদাস গায়ক, বন্ধুসুন্দর স্বয়ং বাদক। কীর্ত্তনে যে আনন্দের রোল উঠিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা এ জগতে কেহ কোনকালে শুনে নাই। দুই তিন ঘণ্টা কীর্ত্তনে মাধুর্য্যের প্লাবন বহিল। এইরূপে নিত্য সকাল সন্ধ্যা কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। নাম রোলে বাগান-বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল।

প্রকৃত মানুষ

"খাওয়াইয়া যে খায়, সে-ই প্রকৃত মানুষ"— শ্রীবন্ধু

শেষ রাত্র হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইত। একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু-বন্ধু রামদাসকে কুঞ্জভঙ্গের পদ আস্বাদন করাইতে বলিলেন। রামদাস কুঞ্জভঙ্গের পদ ধরিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ আর গাহিতে পারিলেন না। এমন একটা অস্থিরতার ভাব আসিল যে, করতাল ফেলিয়া ছুটিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। শ্রীশ্রীবন্ধু সুন্দর খুব ব্যথিত হইলেন। রাগিয়া গিয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন, "রামা পাগল হইয়াছে।" কুঞ্জভঙ্গের গান লইয়া এইরূপ অশান্তি আরও কয়েক দিন চলিল।

একদিন রামদাস রাগিয়া গানের খাতাখানি প্রভুর আসনের উপর ছুড়িয়া ফেলিলেন। বন্ধুসুন্দর তখন কিছু বলিলেন না। কিছুক্ষণ পরে রামদাসকে কাছে ডাকিয়া ধীরে মধুর স্বরে বলিলেন, "খাতাটি যে ছুড়িয়া ফেলিলে তাহাতে লাগিল কার? নামরূপে নামী ইহাতে বিরাজ করেন নাকি?" প্রভুর এই কথায় রামদাস যেন মরমে মরিয়া গেলেন। কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার দুই একটি কথাতেই প্রভুবন্ধু বুঝিলেন, সে কেন কুঞ্জভঙ্গ গাহিতে পারে না। প্রভুবন্ধু তখন তাহাকে "আর কুঞ্জভঙ্গ গাহিতে হবে না" বলিয়া তাহার ঐ ভাব সমর্থন করিলেন।

রামদাস মাঝে মাঝেই প্রভুবন্ধুকে জানাইতেন যে, এই দেশে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। বৃন্দাবনে গিয়া ভজনানন্দে ডুবিয়া থাকিতেই প্রাণ চায়। তদুত্তরে প্রভু বলিয়াছিলেন, "আপন আপন খাবার জোগাড় তো পশু পক্ষীরাও করিয়া থাকে। দশজনকে খাওয়াইয়া যে খায় সে-ই প্রকৃত মানুষ।"

কথা কয়টি মন্ত্রের মত কাজ করিল, কানে প্রবেশ করিবা মাত্র তাঁহার ব্রজে যাইবার আবেশ একেবারে ঘুচিয়া গেল। নিজে ভাবিয়াছিলেন ব্রজের ভজনানন্দী বৈষ্ণব হইবেন। কিন্তু তাহার ভাবী জীবনের রূপটি যাঁহার নখদর্পণে, তিনি জানেন যে, এক সময় তাহাকে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া নিতাই গৌরের গুণ গাঁথা গাহিতে হইবে। তাই তাহার প্রাণের দেবতা তাহাকে আস্বাদনের কুঞ্জ হইতে টানিয়া আনিয়া বিতরণের রাজপথে তুলিয়া দিলেন।

নিত্যানন্দ পতিত পাবন।
যুগের দুর্লভধন করে বিতরণ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান

কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানে আনন্দের হাট বসিয়াছে। রামদাসের সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ চলে। রমেশচন্দ্র প্রাণ ভরিয়া সেবাদি করেন। বাদল, হরিদাস ও অন্যান্য সকলে সেবার সাহায্য করেন ও প্রাণ ভরিয়া প্রসাদ পান। প্রভু কাছে বসিয়া উহাদিগকে জমিদার বাড়ীর ভোগ পরিতৃপ্ত করিয়া খাওয়াইতেন। রমেশচন্দ্রকে ও রামদাসকে ঐ সব কিছুই খাইতে দিতেন না। নিজেও বিন্দুমাত্র গ্রহণ করিতেন না। রাত্রে রমেশ একাই প্রভুর কাছে থাকেন, আর কেহ থাকেন না। অন্যান্য সকলে অন্যত্র বিশ্রাম করেন।

প্রভুর সেবার বস্তু রমেশচন্দ্র আমবাগানে কাপড় দিয়া ঘেরিয়া রাখিতেন। তিনখানি ইট দিয়া উনুন তৈয়ারী করিয়া লোহার কড়াইতে রমেশচন্দ্র প্রভুর ভোগ তৈয়ারী করিতেন। কয়েকখানি লুচি, বেগুন ও কুমড়া ভাজা। ইহাই তখন প্রভুর আহার্য্য। এইভাবে কিছু দিন গত হইল।

প্রভু প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করিতেন। জমিদার বাড়ীর লোকজন আমলা কর্ম্মচারী সকলেই প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য উদগ্রীব। প্রভু যখন প্রত্যহ স্নানে যাইতেন তখন রমেশচন্দ্রকে পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতেন। যখন খবর পাইতেন যে কোথাও কেহ নাই তখন একাকী স্নান করিতে যাইতেন। কেহ দেখিলে আর স্নান হইত না।

একদিন প্রত্যুষে প্রভু স্নান করিতে গিয়াছেন। জমিদার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাটীর কোন লোক গোপন স্থান হইতে তাহা লক্ষ্য করিতেছিল। গঙ্গায় স্নান করিতে করিতে প্রভু তাহা লক্ষ্য করেন। অমনি বস্ত্রদ্বারা দেহ আবৃত করিয়া ছুটিতে ছুটিতে গৃহাভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে তুই তিনবার পড়িয়া গিয়া হাটু ও শ্রীচরণের অনেক স্থান কাটিয়া যায়।

রক্তাক্ত চরণে গৃহে পৌঁছিলে রমেশচন্দ্র সেবা শুশ্রূষা করিয়া কাটা স্থানগুলি হইতে রক্তপড়া বন্ধ করিয়া দেন। ঐরূপ কেন হইল জিজ্ঞাসা করায় প্রভু বলিলেন, "এক ব্যক্তি আমাকে স্নান করিতে দেখ্‌ছিল, তাই তাড়াতাড়ি দৌড়ে আস্‌তে গিয়ে পড়ে গেছি।"

ইহার কয়েকদিন পরে ঐদিন যে-ব্যক্তি প্রভুর অনাবৃত শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন করিয়াছিল, সে গিয়া কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়কে বলিল, "মহারাজ, আপনার বাগানে সাধু নেই, লম্পট চম্পটী ও অন্যান্য বাবাজীরা মিলে আপনার বাগানে একটা বদ্‌মাইসির আড্ডা করেছে। আমি অনেক চেষ্টায় আজ দেখেছি। বস্ত্রাবৃত "সাধু" গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিল। মুখের আবরণ সরাইয়া ফেলিতেই দেখিলাম, অতীব সুন্দর মুখ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে পুরুষ নহে, পরম রূপবতী কোন রমণী।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরজা খোল

খবরটা এমনই সাজান গোছান ভাবে প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ হইতে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের কর্ণগত হইল যে, তিনি উহা বিশ্বাস না করিয়া পারিলেন না। ঠিক এই সময় চম্পটীঠাকুরের সঙ্গে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের একটা ব্যাপার লইয়া বেশ একটু কথান্তর হয়। কথান্তর মনান্তরে পর্য্যবসিত হয়। বীরভক্ত নির্ভীক চম্পটীঠাকুর কাহাকেও তোষামুদী করিয়া কথা বলিতেন না। এই জন্য যাহারা ঐ জিনিষের প্রত্যাশী তাহাদের সঙ্গে তাহার মনোমালিন্যের কারণ উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

বাগানে কোন প্রভু নাই—কোন সুন্দরী রমণী আছে, একদিকে এই গুজব, অপর দিকে চম্পটীঠাকুরের প্রতি বিতৃষ্ণা, দুই মিলিয়া কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে ক্রোধান্বিত করিয়া তুলিল। তিনি মনে করিলেন চম্পটী চরিত্রহীন। তাহার অসৎ কার্য্যের উদ্দেশ্যেই মিথ্যা প্রভুর নাম করিয়া তাহার নিকট হাজার টাকা আদায় করিয়া লইয়াছে। এইরূপ ভাবে মিথ্যা কল্পনাকে যতই বাড়াইয়া তুলিতে লাগিলেন, ততই রোষাগ্নি উদ্দীপিত হইতে লাগিল।

দুষ্ট লোকেরা আমার চোখে আঙ্গুল দিয়া "প্রভু" নাম করিয়া কোনও ভ্রষ্টা রাখিয়া বাগান বাড়ী নষ্ট করিবে, জমিদার কালীকৃষ্ণের পক্ষে ইহা অসহনীয় অপমান। ম্যানেজার ও চার পাঁচজন দণ্ডধারী ভোজপুরী দারোয়ান লইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর নিজেই বাগান-বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

রাত্র তখন প্রায় নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা কীর্ত্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারিয়া রামদাস প্রভুর নির্দ্দেশিত স্থানে বিশ্রামার্থ গিয়াছেন। চম্পটীঠাকুর রাজপথে "হরি হরিবোল" বলিয়া আপন মনে ছুটিয়াছেন। খোল করতাল কিনিবার জন্য প্রভু-দত্ত কয়েক শত টাকা লইয়া বাদল বিশ্বাস ফরিদপুর চলিয়া গিয়াছেন। রামবাগানের ডোম বালকদিগকে কীর্ত্তন শিক্ষা দিবার জন্য হরিদাস সেখানে আছেন। বাগান-বাড়ীর ঘরের মধ্যে রমেশচন্দ্রের সঙ্গে প্রভু আছেন। মেজেতে নিতান্ত আড়ম্বড় হীন একখানি শয্যায় শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর শায়িত। পার্শ্বে অনতিদূরে রমেশচন্দ্র ধূলি-শয্যায় উপবিষ্ট। এমন সময় রুদ্ধ দুয়ারে নির্ম্মম আঘাতের শব্দ শুনা গেল।

"দরজা খোল! কে আছ ভিতরে দরজা খোল! না খুলিলে দরজা ভাঙ্গিয়া ঢুকিব!!"

বাহিরে দরজায় আঘাতের পর আঘাত ও "দরজা খোল, দরজা খোল" বলিয়া বিকট হাকাহাকি। শব্দ পাইয়া রমেশচন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্য দিশাহারা হইলেন। ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া রমেশচন্দ্র প্রভুর কাছে আসিয়া বলিলেন, "তুমি পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া আম বাগানে গিয়া বস। দুষ্ট লোক ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে।" কথাগুলি রমেশচন্দ্র যেরূপ উদ্বিগ্নভাবে উচ্চারণ করিলেন, তৎশ্রবণে বন্ধুসুন্দরের সেরূপ কোন উদ্বেগ দেখা গেল না, তিনি মশারীর মধ্যে যেরূপ ধীর শান্ত ও অচঞ্চলভাবে বসিয়াছিলেন, সেইরূপই রহিলেন। রমেশচন্দ্রের ত্রাসযুক্ত কথাগুলি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়াও মনে হইল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর স্থিরতা দর্শনে রমেশচন্দ্র খানিকটা স্থির হইলেন। দরজায় করাঘাত পদাঘাত ও দরজা খোল রবে উচ্চ চীৎকার ঘন ঘন চলিতে লাগিল। রমেশচন্দ্র শান্ত হইয়াছেন দেখিয়াই যেন শ্রীবন্ধুসুন্দর সঙ্কেতে দরজা খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

আজ্ঞামাত্র রমেশচন্দ্র দরজা খুলিয়া দিলেন। রুদ্রমূর্ত্তি কালীকৃষ্ণ অতি বেগে গৃহে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাইক বরকন্দাজ কয়েকজন ঢুকিয়া পড়িল। রমেশচন্দ্রকে দেখিয়া কালীকৃষ্ণ ঠাকুর কহিলেন, "বদ্‌মাইসী করিবার স্থান পাও না, আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া আমার এই বাগানে বদ্‌মাইসী চালাচ্ছ; দে আমার টাকা দে, ফেল আমার হাজার টাকা।"

রমেশচন্দ্র অচঞ্চলভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি ভাবিলেন, দরজা খুলিতে আদেশ দিয়া ব্যাপারটা যখন প্রভু স্বয়ং হাতে লইয়াছেন, তখন, হুকুম করিলে পালন করা ছাড়া তাহার আর কোন কর্ত্তব্য নাই।

"কে রে! কালীকৃষ্ণ!"

ঘরের এক পাশে বন্ধুসুন্দরের শয্যা। মশারী টাঙ্গান আছে। তার অভ্যন্তরে হিমাচলের মত বন্ধুসুন্দর উপবিষ্ট আছেন। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মশারী ফেলান দেখিয়াই মনে করিলেন যে, সুন্দরী স্ত্রীলোকটী নিশ্চয়ই ওখানে আছে। তাহাকে দেখিবার উদ্দেশ্যেই তিনি মশারীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রমেশচন্দ্র মনে করিলেন ক্রোধিত জমিদার প্রভুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরে কোন অত্যাচার করিতে যাইতেছে। এইরূপ মনে হওয়াতেই তাহার ধৈর্য্যের বাঁধন ভাঙ্গিয়া গেল।

"সাবধান! ওদিকে আর এক পা অগ্রসর হইবেন না। ওদিকে প্রভু আছেন। প্রভুর শয্যা স্পর্শ করেন ত এক ঘুসীতে আপনার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিব।" রমেশচন্দ্রের এই বজ্র-গম্ভীর উক্তি ও বীর-রসের মূর্ত্তি দেখিয়া কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ও তাহার লোকজন একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। সকলেই চিত্ত-পুত্তলিকাবৎ থ' খাইয়া দাঁড়াইয়া গেল।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ধীরে আর একটু অগ্রসর হইয়া প্রভুর মশারীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। নেটের মশারীর ছিদ্রপথে বন্ধুসুন্দরের অঙ্গের ঝলক দেখিবামাত্র চমকিয়া উঠিলেন। কম্পিত কণ্ঠে "কি ভাবিয়া এলাম, কি হইল" পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। তখন শ্রীশ্রীপ্রভু ধীরে বলিলেন "কে রে! কালীকৃষ্ণ!"

তুইটি শব্দের মধ্যে যেন অমৃতের লহরী। কণ্ঠের স্থুর যেন বীণার ঝঙ্কার। একটি সম্বোধনে অত্যুগ্র ক্রোধোন্মত্ত জমিদার কালীকৃষ্ণ যেন একেবারে বিগলিত হইয়া অবনত হইয়া পড়িলেন।

"আহা! এত মধুর ডাক আপনার, প্রভু! এত মনোহারী দর্শন আপনার! আর একটু দর্শন দিন। আমি মহা অপরাধী, ক্ষমা করুন। আর একটু দর্শন দিন।" জমিদার কালীকৃষ্ণের কণ্ঠ কাঁপিতেছিল। সারা গায় ঘাম ঝরিতেছিল। খুব সম্ভবতঃ ঐ সময় শ্রীশ্রীপ্রভু মশারীর মধ্যে থাকিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে নিজ অনাবৃত বদনারবিন্দের স্নিগ্ধ ছটা দেখাইতেছিলেন। হয়ত বা আবার একটু পরেই ঢাকিয়া ফেলিয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের কাতর অনুনয় হইতে বুঝা যাইতেছিল যে, তিনি বন্ধুসুন্দরের শ্রীঅঙ্গের কতকাংশ দর্শন করিয়া মুগ্ধ চিত্ত হইয়া আরও একটু দেখিবার জন্য তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছেন।

চার পাঁচ মিনিটকাল গতিমান জগতের গতি যেন স্থির হইয়া গেল। মশারীর মধ্যে প্রেমঘন বিগ্রহ, মশারীর বাহিরে অনুতপ্ত বিস্ফারিত-নেত্র, পলক-হারা জমিদার কালীকৃষ্ণ, এক পাশে মহাবীরের বীরত্বে দণ্ডায়মান, আর একটু অগ্রসর হইলেই মাথা উড়াইয়া দিতে বজ্র-মুষ্টিকর রমেশচন্দ্র। দরজার ভিতরে দুই তিনজন ভীম-নেত্র বরকন্দাজ বিস্ময়ে পরস্পরের মুখাবলোকনে বিব্রত। এই দৃশ্যের দ্রষ্টা রমেশচন্দ্র। ভক্তগণ যাহা শুনিতেছেন, তাঁহার মুখেরই ভাষা।

চার পাঁচ মিনিট থাকার পর যেন এক নূতন জন্ম লাভ করিয়া কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় ধীরে উঠিলেন এবং গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গের সঙ্গীরাও পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। ঠিক তখনই বন্ধুসুন্দর হাততালি দিয়া রমেশচন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, "ওকে টাকা নিয়ে যেতে বল।" রমেশচন্দ্র জানেন সব টাকা নাই, অর্দ্ধেক মত আছে। কাজেই তিনি ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তাপ লেগেছে"

প্রভু কহে, "তথাপি রাজা কালসর্পাকার"

—শ্রীকৃষ্ণদাস

প্রভু আবার বলিলেন, ওকে শীঘ্র বল টাকা নিয়ে যেতে।" তখন রমেশচন্দ্র বলিলেন, "প্রভু, সব টাকা ত' নেই।" কথা শেষ হইতে না হইতেই প্রভু রমেশচন্দ্রকে এক ধমক দিয়া বলিলেন, "তুই শীঘ্র বল ওকে টাকা নিয়ে যেতে।" ধমক খাইয়া রমেশচন্দ্র ছুটিয়া গিয়া বলিলেন, "টাকা নিয়ে যান।" তাহা শুনিয়া কালীকৃষ্ণ ঠাকুর বলিলেন, "প্রভু হাজার টাকা পেয়েছেন ত? তাহাই জানার জন্য বল্‌ছিলাম। সে টাকা আমি নেব কেন? তিনি পেয়েছেন তবেই হ'ল।" জমিদারের সুরে দৈন্য বিনয় মাখান ছিল।

রমেশচন্দ্র ফিরিয়া আসিলে প্রভু বলিলেন, "জল আন, ঘর ধোয়াইয়া দে, আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে। তাপ লেগেছে, চম্পটীকে বারণ করলাম—রাজা জমিদারের কাছে আমায় নিস্ নে। আমি এখনই এখান হ'তে চলে যাব। আমার ডোমপাড়াই ভাল।"

রাত্রি তখন এগারটা। রমেশচন্দ্র নিরুপায় হইয়া বাগানের ম্যানেজারের নিকট বলিতে গেলেন। "প্রভু এখনই চলে যেতে চান।" ম্যানেজার বলিল, মহারাজের বিনা অনুমতিতে ওঁকে ছেড়ে দিলে কাল আমার দণ্ড হবে। আমি নিরপরাধ। প্রভু কি আমাকে দয়া করিবেন না? কাল অতি প্রত্যুষে মহারাজের খবর এনে দিব। তাকে একবার বলে চলে যাবেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আদেশ—বিচারপূর্ব্বক পালন করিতে হয়"

অতঃপর তাহাই স্থির হইল। ভোর হইতেই দুইখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া উপস্থিত। কলিকাতা হইতে গৌর বাবু নামে রামবাগানের একজন ভক্ত প্রভুকে নিজ গৃহে হইতে আসিয়াছেন। আটটার মধ্যে ম্যানেজার খবর আনিয়া দিল, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর বলিয়া পাঠাইয়াছেন, যদি প্রভু একান্তই না থাকেন, তাঁহাকে সমস্ত দ্রব্যাদিসহ বিদায় দিবেন।"

প্রভু রমেশচন্দ্রকে বলিলেন, "আমার ব্যবহারের বিছানা মশারী মাদুর যাহা কিছু ঐ বিষয়ী-লোক দিয়েছে, সব ফেলে দাও। গঙ্গায় ফেল না, কারণ গঙ্গা পবিত্র।"

আদেশ প্রতিপালিত হইল। প্রভু গিয়ে গাড়ীতে বসিলেন। হঠাৎ মনে হইল ঐ গৃহের ছাদে নিজের একটি কৌপীন শুকা'তে দেওয়া আছে। প্রভু বলিলেন, "আমার কৌপীনটা আনা হইল না।" রমেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি গৃহের চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরিয়া দেখিলেন কোন উপায়ে ছাদে উঠা যায় কিনা। অবশেষে একটি পেঁপে গাছ বাহিয়া ছাদে উঠিয়া কৌপীনখানি আনিয়া প্রভুকে দিলেন।

প্রভু উহা পাইয়া খুব খুসী হইলেন বটে, তবে পেঁপে গাছে চড়িয়া ছাদ হইতে কৌপীন নামাইয়াছেন শুনিয়া বলিলেন, 'পেঁপে গাছে কি উঠতে আছে রে, রমেশ! পেঁপে গাছ কি মানুষের ভার সইতে পারে? তুই ত পড়ে যেতে পার্‌তিস্,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

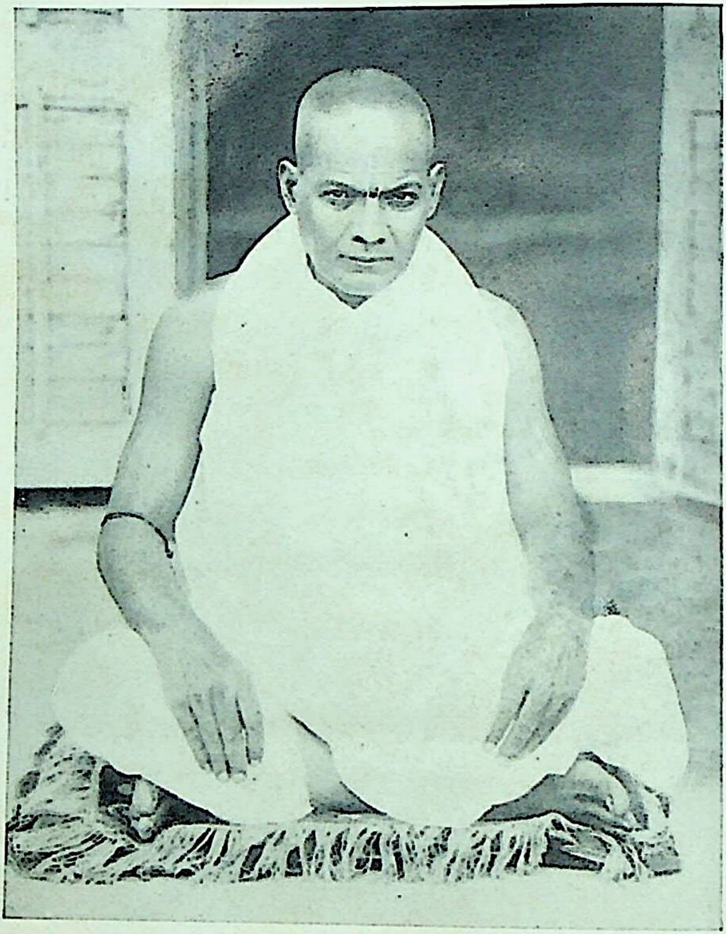

"সারিকা"—রামদাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কখনও এমন করিস্ নে। আদেশ করিলেই পালন করতে নেই। বিচারপূর্ব্বক পালন করতে হয়।”

বর্ণিত ঘটনার পর কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের জীবনে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল। প্রভুর করুণায় স্নিগ্ধ হইয়া তিনি সোনার মানুষ হইয়াছিলেন। ধন্য কালীকৃষ্ণ। ধন্য! “কালীকৃষ্ণ কৃপাকারী প্রাণকৃষ্ণ” শ্রীবন্ধু হরি।

শ্রীরামদাসের মর্ম্মবাণী

শ্রীশ্রীবন্ধু-চরণপদ্মমধুপ শ্রীরামদাসের অন্তরের অন্তস্তলের আবেগভরা অনুভূতি নিম্নলিখিত নিজ কবিতায় রূপায়িত হইয়াছে—

জয় রে জয় রে জয়, প্রভু জগদ্বন্ধু জয়
প্রেমদাতা পতিতপাবন।
অহো কি মোহন মূর্ত্তি কাঞ্চন বরণ দ্যুতি
সুখময় রসের সদন॥

রসে ঢর ঢর তনু বিধি নিরমিল জনু
ভবসিন্ধু মথিয়া নবনী।
ধাতা কতকাল বসি গড়িল সে মুখশশী
অপরূপ শ্রীঅঙ্গ লাবণী॥

ধরা ভাগ্যে প্রকটিলে ডাহাপাড়া গঙ্গাকূলে
ঘুচিল জীবের অমঙ্গল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুক্ল পক্ষ চন্দ্রসম বাড়ে রূপ গুণ ধর্ম্ম
যে দেখে তার নয়ন সফল ॥
জগচ্চন্দ্র বাল্য নাম পিতা, দীননাথ গুণধাম
মাতা বামাদেবী পুণ্যবতী।
পিতা মাতা শিশু কালে অপ্রকট দৈববলে
ফরিদপুর বাস তদবধি ॥
শিশুকাল হৈতে ভক্তি সর্ব্ব শাস্ত্র স্বতঃস্ফূর্ত্তি
পৌগণ্ডে করিলা নানা লীলা।
নবীন যৌবন কালে রূপ হেরি' কাম ভুলে
প্রবল বৈরাগ্য জনমিলা ॥
ব্রহ্মচর্য্য দৃঢ়ব্রত, করি করায় অবিরত
কঠোর নিয়ম সদাচারে।
নদে ব্রজ উপাসনা রাত্রি দিন অন্তর্মনা
"রা" ভাবিতে ধৈরজ পাশরে ॥
শ্রীরাধা নাম যদি শুনে অচেতন সেই ক্ষণে
নিশি দিশি ভাবে ডুবি রয়।
পরীক্ষা করিতে তারে দুষ্ট লোক পদ্মানীরে
লয়ে ছিল ভুলায়ে নৌকায় ॥
অতল অকুল জল পদ্মা গর্ভ সে বিশাল
তার মাঝে সবে মিলে বলে।
জয় জয় রাধা শ্যাম শুনিয়ে সে সুধা নাম
ঝাপ দিয়ে পড়ে পদ্মা জলে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন, হারাইয়ে সেই ধনে কাঁদয়ে সে সব জনে
হায় চির অন্তর্ধান হলে।
শুনি সে ক্রন্দন ধ্বনি ক্ষমাশীল গুণমণি
আচম্বিতে আসি দেখা দিলে ॥
মহাপুরুষের চিহ্ন দেহে শোভে ভিন্ন ভিন্ন
ভাবাবলী অঙ্গে শোভা পায়।
মহাভাগবতোত্তম ভক্তি রসে সদা মগ্ন
প্রেমদানে অবনী ভাসায় ॥

সে দেশের যত লোক দেখি ভুলে দুঃখ শোক
সব ত্যজি আত্ম সমর্পিলা।
রূপ দেখি সবে ভোর বলে আইলা চিতচোর
কিবা প্রেমদাতা পুনঃ আইলা ॥

অহো কি কণ্ঠের ধ্বনি, কোকিলা লজ্জিতা শুনি
ঢালে কিবা সুধা তরঙ্গিণী।
অহো সে মধুর হাসি উগরে অমিয়া রাশি
কথা শুনে বিকায় পরাণি ॥

প্রেমরস ঘনাবর্ত্ত বিধাতা করি একত্র
গড়ি কি পাঠালে ধরাতলে।
একবার যেই হেরে তার মন প্রাণ হরে
ভাসে সদা সে প্রেমহিল্লোলে ॥

কবিত্বে পাণ্ডিত্য সার প্রেমামৃত পারাবার
গৌর-গোবিন্দ লীলা বর্ণে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবাবেশে মাতি চলে ফুটে যেন পদ্ম দলে
কী আবেশ হরিসংকীর্ত্তনে ॥
তার ভালবাসা রীতি অসীম গুণ সম্পত্তি
মনে হৈলে হৃদয় বিদরে।
মোর অধ্যয়ন কালে আকর্ষিয়া কৃপাবলে
ডুবাইলা অমিয় পাথারে ॥
তাঁরই বাৎসল্য স্নেহ সোহাগে লালিত দেহ
তাঁরই হৃদয় মনপ্রাণ।
তাঁর মুই ক্রীতদাস সেই পদ সদা আশ
সেই মোর ভজন সাধন ॥
সোঙরি তাঁহার কথা হৃদয়ে বাঢ়য়ে ব্যথা
কে মোরে পাঠাবে বৃন্দাবনে।
কে জানিত তব সঙ্গ অল্প দিনে হবে ভঙ্গ
ভাবিয়া না ছিনু যা স্বপনে ॥
পরাণ শারিকা বলে কে ডাকিবে প্রেম স্বরে
কেবা সঙ্গে লবে নদেপুরে।
হরিসভায় সে মিলন সে মহাপুরুষগণ
কৃপা যত কে বর্ণিতে পারে ॥
তোমা সনে ব্রজ বনে শ্রীকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধনে
সেই সঙ্গে সে সুখ বিলাস।
ব্রজ রস গৌর রস নিঙারি তার নির্য্যাস
পিয়াইলে মিটাইয়া আশ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধা পদ সুধারাশি, সে পদে করিলে দাসী
গোরা পদে বাঁধি দিলা চিত।
তোমা সঙ্গ হারাইলে শতযুগ একতিলে
হয়, জানি, কৈলে বিপরীত ॥
দেখি তব চাঁদ মুখ জনক জননী সুখ
সব ভুলি ছিনু তব কোলে।
হায়, প্রভু কি করিলে ফেলি মোরে এ অকুলে
দুঃখের সায়রে ডারি গেলে ॥
আমার বিদায় কালে হায় যে পত্র লিখিলে
"কেমনে সহিব ত্যজিব রে।"
সে লিপি পড়িয়া নিতি বিদরে কঠিন ছাতি
কেমনে বেঁচেছি সহ্য করে ॥
সমর্পিলে যাঁর পাশে তিঁহ গেলা অন্য দেশে
পহুঁ মোর শ্রীরাধারমণ।
আচলে মাণিক ছিল কোন স্থানে কেবা নিল
দুঃখে প্রাণ করে আনচান।
যদি হয় জন্ম পুনঃ তোমা সঙ্গ পাই যেন
নহে জন্ম বিফল আমার।
অন্নজল বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই
মিছা দেহ বহি লাগে ভার ॥
যে মোর মনের দুঃখ কারে বা দেখাব মুখ
কে মুছাবে মোর আঁখি জল।
হা হা প্রভু জগদ্বন্ধু, তুমি পতিতের বন্ধু
দেখাইও ও-পদকমল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু চিঠির একটি চিঠি

কাশ্মীর শ্রীনগর কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপক কাঞ্জিলাল মহোদয় লিখিয়াছেন—

শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী মহোদয়,

আপনার প্রেরিত "শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী" তিন খণ্ডই পড়ে খুব তৃপ্তিলাভ করেছি। অবশিষ্ট খণ্ডগুলির প্রতীক্ষায় রইলাম। গ্রন্থের বিষয় ও ভাষা উভয়ই আনন্দদায়ক। পড়তে আরম্ভ করে শেষ পর্য্যন্ত না গিয়ে থামতে পারিনি। এতেই বুঝতে পারবেন কতটা ভাল লেগেছে। ভাষার লালিত্য অতি সুন্দর এবং স্থানে স্থানে তত্ত্বপূর্ণ সমালোচনাগুলি আরও তৃপ্তিকর।

আমার বিশ্বাস এই পতিত যুগের পতিত মানুষের উদ্ধারের জন্য ভগবান ভক্তের সাজে মানুষের মাঝে কখনও কখনও আসেন, আবার চলে যান। তাঁকে কেউ চেনে কেউ চেনে না। প্রতি যুগেই এরূপ হয়ে থাকে। কে তার হিসাব রাখে বা রাখতে পারে? স্বয়ং ব্রহ্মাই বলিয়াছেন—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোভীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥

শুধু দুঃখ হচ্ছে, এই সময় বেঁচে থেকেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভাগ্য হল না। * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi